কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-৯৬

শ্রীমদাচার্যবসুবন্ধুকৃত

বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি

বিজ্ঞপ্তি মাত্রতাসিদ্ধি

সুকোমল চৌধুরী

সম্পাদক ও অনুবাদক

ডঃ সুকোমল চৌধুরী

এম.এ., পি-এইচ.ডি., ত্রিপিটকবিশারদ

অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা



সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা

১৯৭৫

25 1284

Calcutta Sanskrit College Research Series No. IVC

Published under the auspices of the Government of West Bengal

TEXTS NO. 33

VIJÑAPTIMĀTRATĀSIDDHI

By

DR. SUKOMAL CHAUDHURI

M.A., Ph.D., Tripiṭakaviśārada

Lecturer, Sanskrit College, Calcutta



SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1975

Calcutta Sanskrit College Research Series No. IVC

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-৯৬

শ্রীমদাচার্যবসুবন্ধুকৃত

বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি

সম্পাদক ও অনুবাদক
ডঃ সুকোমল চৌধুরী
এম.এ., পি-এইচ.ডি., ত্রিপিটকবিশারদ
অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা



সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
১৯৭৫

Published by
The Principal, Sanskrit College,
1 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 012

Price : Rupees 12·00 only

Printed by
S. Mitra, Bodhi Press,
5 Sankar Ghosh Lane, Calcutta 700 006

বিদ্যাবাচস্পতির্যো বিবিধসুবিবুধৈঃ পূজ্যতে সর্বদেশে
বঙ্গে বিদ্বল্ললামোহর্জিতবিমলযশা ডক্টরোপাধিভূষঃ।
নানাগ্রন্থপ্রণেতা বিবুধসুবিদিতশ্ছাত্রসম্পত্তিহেতো
রাধাগোবিন্দসংজ্ঞো নবমতপথিকৃদ্ বৌদ্ধশাস্ত্রে সুবিজ্ঞঃ॥

বসাককুলচন্দ্রায় তস্মৈ সুবিদুষে ময়া।
'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিঃ' সানুবাদা প্রদীয়তে॥

সূচীপত্র

প্রাক্কথন

ভারতীয় বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাস সুদীর্ঘ ও বিচিত্র। ইহার প্রধান চারিটী শাখা বিদ্বৎসমাজে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। যথা সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য এই চারিটী সম্প্রদায়ের মতবাদই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম দুইটি সম্প্রদায় বাহ্যার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক পরিভাষায় তাঁহাদের Realist বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। অপরপক্ষে তৃতীয় যোগাচার সম্প্রদায় বাহ্যার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিই তাঁহাদের মতে চরম সত্য। আন্তর বিজ্ঞানই তাঁহাদের মতে অনাদিবাসনাবশে বাহ্যবস্তুরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। "যদন্তর্জ্ঞেয়তত্ত্বং তদ্বহির্বদবভাসতে"। ইঁহাদের Idealist বলা যাইতে পারে। চতুর্থ মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মতে 'শূন্য'ই পরমার্থ। ইঁহারা শূন্যবাদী বৈতণ্ডিক। এই প্রধান চারিটী প্রস্থানের উপর বৌদ্ধাচার্যগণ বহু মূল্যবান্ নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সেইগুলির মূল সংস্কৃতভাষাময়রূপ বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে সুলভ নহে। আচার্য বসুবন্ধুর "অভিধর্মকোশ" বৈভাষিক দর্শনের আকর গ্রন্থ। তাঁহারই রচিত 'বিংশতিকা' ও 'ত্রিংশিকা' কারিকাগ্রন্থ ও তদুপরি বৃত্তি এবং তদীয় শিষ্য স্থিরমতি রচিত ভাষ্য বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। আচার্য নাগার্জুন রচিত 'মাধ্যমক-শাস্ত্র' মাধ্যমিক শূন্যবাদের মূল গ্রন্থ। ধর্মকীর্তি রচিত 'প্রমাণ-বার্ত্তিক' সৌত্রান্তিক তথা যোগাচার সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে আকরস্থানীয় গ্রন্থ। আচার্য বসুবন্ধুর (আবির্ভাবকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) 'বিংশতিকা' ও 'ত্রিংশিকা' Sylvain levi, H. Ui, Frauwallner, Yamaguchi প্রমুখ গবেষক পণ্ডিতমূর্ধন্যগণ যথাক্রমে ফরাসী, জার্মান, জাপানী প্রভৃতি ভাষায় ব্যাখ্যান ও সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের নিকট সে সকল সংস্করণ ও ব্যাখ্যা সুলভ নহে। এই কারণে স্বর্গীয় ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ ১৩৪৫ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ইহার বঙ্গানুবাদসহ একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহাও স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় জিজ্ঞাসু পাঠকগণের নিকট বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি হিন্দীভাষায় এই গ্রন্থদ্বয়ের একটী ব্যাখ্যা ডঃ মহেশ তিওবারী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতসমাজে তাহার সবিশেষ প্রচলন না থাকায় বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের এই অমূল্য আকর গ্রন্থ সম্পর্কে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের এখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট ধারণা গড়িয়া উঠে নাই।

এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়া সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ডক্টর সুকোমল চৌধুরী মহাশয় এই সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান্ গ্রন্থদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যান

সহ একটি সংস্করণ প্রণয়নে ব্রতী হন। তাঁহার সম্পাদিত এই গ্রন্থে 'বিংশতিকা' ও 'ত্রিংশিকা'র মূল কারিকাগুলি যথাযথ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে এবং তৎসহিত বসুবন্ধুকৃত 'বিংশতিকাপ্রকরণবৃত্তি' এবং তদীয় শিষ্য আচার্য স্থিরমতিকৃত 'ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তি-ভাষ্য'-ও সানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশিষ্টাংশে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলির বৌদ্ধদর্শনসম্মত ব্যাখ্যা যুক্ত হওয়ায় উহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রন্থের মূল অংশ এই মহাবিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রিকা "Our Heritage" (Vol. XX, Part II; Vol. XXI, Parts. I & II)-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বঙ্গদেশীয় পাঠকবর্গ এই গ্রন্থ পাঠের ফলে প্রাচীন বৌদ্ধদার্শনিকগণের অনন্যসাধারণ মনীষার নিদর্শনের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিয়া বৌদ্ধদর্শনের আলোচনার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইবেন—দুঃখের বিষয়, যাহা আজ আমাদের দেশে সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিত বলা চলে। আমি একান্তভাবে আশা করিব যে তরুণ গবেষকগণ ডঃ চৌধুরীর এই প্রয়াসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলা ভাষায় বৌদ্ধদর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিয়া ভারতীয় দর্শনের চর্চার পুনরুজ্জীবন সাধন করতঃ প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণের অলৌকিক দার্শনিক মনীষার অনন্যসাধারণ মহিমা বিদ্বৎসমাজে সমুচিত প্রচারের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইবেন।

ইতি—
শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
ইং ২।১।৭৫

অবতরণিকা

'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' বৌদ্ধদর্শনের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা বসুবন্ধু। আচার্য বসুবন্ধু উত্তর-পশ্চিম ভারতের গন্ধার অঞ্চলের কোন একটি সমৃদ্ধ নগরে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনেকের ধারণা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বসুবন্ধুর কর্মবহুল জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত অদ্যাবধি পণ্ডিতগণের গবেষণার বস্তু হইয়া আছে। অবশ্য **Frauwallner** প্রমুখ পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বসুবন্ধু নামে দুইজন বৌদ্ধ দার্শনিক ছিলেন। তন্মধ্যে বড় বসুবন্ধু হইতেছেন বৌদ্ধ যোগাচার মতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আচার্য অসঙ্গের ভ্রাতা এবং ছোট বসুবন্ধু হইতেছেন অভিধর্মকোশ, বিংশতিকা, ত্রিংশিকা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।[১]

বসুবন্ধুর যখন জন্ম হয় তখন কাশ্মীর-গন্ধার অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের ভীষণ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। বৈভাষিক সম্প্রদায়ের তৎকালীন বিজয় অভিযান তখন সুদূর মধ্য এশিয়াতে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। গুপ্তরাজগণের উদার মনোভাব, বৌদ্ধধর্মের প্রতি অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষকতা এবং বৈদেশিক বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন তখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল। এইরূপ অনুকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুবন্ধুও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তখন গন্ধারদেশ পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় আসেন এবং আচার্য বুদ্ধমিত্র স্থবিরের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজা প্রথম কুমারগুপ্তের 'মনকুংবার প্রতিমালিপি'তে (গুঃ সং ১২৯—খৃঃ ৪৪৯) বর্ণিত বুদ্ধমিত্রই যদি বসুবন্ধুর গুরু হন তাহা হইলে বসুবন্ধু যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া বসুবন্ধু সর্বাস্তিবাদ দর্শন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অচিরেই উক্ত বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দিকে দিকে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা ছড়াইয়া পড়িল। দেশ-বিদেশ হইতে বৌদ্ধধর্মবিরোধী পণ্ডিতেরা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া পরাস্ত হন এবং সর্তানুযায়ী সকলে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বসুবন্ধু শুধুমাত্র সর্বাস্তিবাদ দর্শনে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া তখনকার প্রচলিত সৌত্রান্তিক এবং অন্যান্য বৌদ্ধদর্শনসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং মূলতঃ কাশ্মীর-বৈভাষিক দর্শনকে ভিত্তি করিয়া বৌদ্ধদর্শনসারগ্রন্থ "অভিধর্মকোশ" রচনা করেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে বসুবন্ধু পরমতবাদ খণ্ডন করিয়া সর্বাস্তিবাদ তথা সমগ্র বৌদ্ধদর্শনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। বৌদ্ধধর্মের সকল সম্প্রদায়ের নিকট ইহা সমাদর লাভ

১। বসুবন্ধুর জীবনের সন-তারিখ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের ৫-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করে এবং সকল সম্প্রদায়েই শ্রদ্ধার সহিত ইহার পঠন-পাঠন প্রচলিত হয়। কবি বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু দিবাকরমিত্রের আশ্রম বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতকে সমগ্র ভারতে অভিধর্মকোশের পঠন-পাঠন এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে শুকপাখীরাও নাকি পরস্পরের নিকট অভিধর্মকোশের ব্যাখ্যা করিত (শুকৈরপি শাক্যশাসনকুশলৈঃ কোশং সমুপদিশদ্ভিঃ)।

কথিত আছে যে, সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনে সুপণ্ডিত তীর্থিক ঈশ্বরকৃষ্ণ বিন্ধ্যবাস একবার অযোধ্যায় আগমন করেন এবং তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত দর্শন বিষয়ে তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার মানসে রাজা বিক্রমাদিত্যের (সম্ভবতঃ স্কন্দগুপ্ত) অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই সময়ে বসুবন্ধু, মণিরাত প্রমুখ পণ্ডিতগণ কার্যব্যপদেশে দেশান্তরে গিয়া-ছিলেন। অযোধ্যায় ছিলেন শুধু বসুবন্ধুর বৃদ্ধ ও রুগ্ন আচার্য বুদ্ধমিত্র। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহাকেই তখন তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। রাজার আদেশে বুদ্ধমিত্র ঈশ্বরকৃষ্ণের সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন বটে, কিন্তু বার্ধক্য ও অসুস্থতানিবন্ধন তিনি ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে অসমর্থ হন। এইরূপে ঈশ্বরকৃষ্ণ বুদ্ধমিত্রকে পরাজিত করিয়া রাজার নিকট হইতে তিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপহারস্বরূপ লাভ করেন এবং বিন্ধ্যপর্বতে ফিরিয়া যান। অনতিকাল পরে বসুবন্ধু অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গুরুর অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণের সন্ধানে বাহির হইলেন। বহু অনুসন্ধানের পর তিনি জানিতে পারিলেন যে বিন্ধ্যপর্বতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই ঈশ্বরকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। অতঃপর উপায়ান্তর না দেখিয়া বসুবন্ধু ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত 'সাংখ্যসপ্ততি'কে খণ্ডন করিয়া 'পরমার্থসপ্ততি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে কয়েক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপহারস্বরূপ লাভ করেন।

সর্বাস্তিবাদের বৃদ্ধাচার্য সঙ্ঘভদ্র ছিলেন বসুবন্ধুর সমসাময়িক। তিনি 'অভিধর্মকোশ' অধ্যয়ন করিয়া ইহার মর্মার্থ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে না পারায় বসুবন্ধুকে ইহার ভাষ্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন। বসুবন্ধু যথাসময়ে স্বকৃত ভাষ্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলে সঙ্ঘভদ্র ইহাতে সর্বাস্তিবাদবিরুদ্ধ অনেক মত নিরীক্ষণ করিয়া তাহা নিরাকরণের জন্য 'অভিধর্ম-ন্যায়ানুসারশাস্ত্র' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন এবং বসুবন্ধুকে পণ্ডিত-মণ্ডলীর উপস্থিতিতে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাশ্মীরে আহ্বান করেন। কিন্তু অতিবার্ধক্য-হেতু বসুবন্ধু উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন বলিয়া জানা যায়।

সঙ্ঘভদ্র ব্যতীত আরও একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত অভিধর্মকোশের সমালোচনা করিয়াছিলেন—তিনি হইলেন গুপ্তরাজ বালাদিত্যের (নরসিংহগুপ্ত, মতান্তরে সমুদ্রগুপ্ত) ভগ্নীপতি বিশিষ্ট বৈয়াকরণ বসুরাত। এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, বসুবন্ধু বসুরাতের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয়া দ্বাত্রিংশ অধ্যায়-সমন্বিত একখানি মূল্যবান ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ পরে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া পণ্ডিত-গণের ধারণা।

জীবনের শেষভাগে বসুবন্ধু মহাযানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকের

অভিমত। এই মতের সমর্থনে Dr. Frauwallner[১] বলেন : ছোট বসুবন্ধুর পক্ষেও শেষ জীবনে মহাযানধর্মে দীক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে, কারণ তাঁহার মৃত্যুর আগে ভারতে মহাযানধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শুধু বসুবন্ধুই নহে তখন হীনযানসম্প্রদায়ের আরও অনেক প্রসিদ্ধ দার্শনিক স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া মহাযানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অযোধ্যাতেই এই কর্মবীর মহাপ্রাজ্ঞ বসুবন্ধু অশীতি বর্ষ বয়সে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

চীনাভাষায় লিখিত ত্রিপিটকে বসুবন্ধুর নামে ষট্‌ত্রিংশৎ গ্রন্থ[২] প্রচলিত আছে—অবশ্য ইহাতে ছয়জন বসুবন্ধুর নাম পাওয়া যায়। অতএব কোন্ গ্রন্থটি কাহার দ্বারা বিরচিত তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তিব্বতী 'তানজুরে' নয়খানি গ্রন্থ তাঁহার নামে প্রচলিত— ত্রিংশকারিকা, বিংশকারিকা, ত্রিস্বভাবনির্দেশ, পঞ্চস্কন্ধপ্রকরণম্, ব্যাখ্যাযুক্তি-সূত্রখণ্ডশতকম্, ব্যাখ্যাযুক্তি, কর্মসিদ্ধিপ্রকরণম্, মহাযানশতধর্মপ্রকাশমুখশাস্ত্রম্ এবং অভিধর্মকোশ। তিব্বতী ঐতিহাসিক বু-তোনের মতে পঞ্চস্কন্ধপ্রকরণ, ব্যাখ্যাযুক্তি, কর্মসিদ্ধিপ্রকরণ বসুবন্ধুরই লেখা। যশোমিত্রও তাঁহার 'স্ফুটার্থাভিধর্মকোশব্যাখ্যা'য় বলিয়াছেন যে 'পঞ্চস্কন্ধপ্রকরণ' বা 'পঞ্চস্কন্ধক' বসুবন্ধুর দ্বারাই বিরচিত হইয়াছে ("তথা হ্যনেনাচার্যেণ পঞ্চস্কন্ধকে লিখিতম্")। বসুবন্ধুর 'গাথাসংগ্রহ' (সটীক) আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ২৪টি গাথা সম্বলিত এই গ্রন্থখানি অনেকটা ধর্মপদের পর্যায়ভুক্ত। 'বুদ্ধগোত্রশাস্ত্র' তাঁহার আর একটি বিশেষ গ্রন্থ। ইহাতে তিনি সাংখ্য ও বৈশেষিক মতবাদসমূহকে যুক্তিসহকারে খণ্ডন করিয়াছেন।

যাহা হউক বর্তমানে এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত যে বিংশতিকা ও ত্রিংশিকা কারিকা বসুবন্ধুর দ্বারাই রচিত হইয়াছে। এই কারিকাগ্রন্থদ্বয়ের একত্রে নামকরণ করা হইয়াছে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি'। হিউয়েন-সাঙ্ কিন্তু শুধু ত্রিংশিকাভাষ্যের উপর স্বরচিত টীকার নাম দিয়াছেন 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি'। এতাবৎকাল ফরাসী, জর্মান, জাপানী, চীনা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে,[৩] কিন্তু বাংলা ভাষায় ইহার কোন সংস্করণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৩৮ খৃঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় বাংলা ভাষায় ইহার একটি ভাবানুবাদ প্রকাশ করেন 'পরিচয়'

১। Wiener Zeitschrift für die Kunde Süd-Und Ostasiens und Archiv für Indische Philosophie, Band V,, 1961, p. 131.

২। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে অভিধর্মকোশশাস্ত্রম্, বজ্রচ্ছেদিকাসূত্রশাস্ত্রম্, মহাযানসম্পরিগ্রহশাস্ত্রব্যাখ্যা, পঞ্চস্কন্ধকশাস্ত্রম্, শতশাস্ত্রব্যাখ্যা, গয়াশীর্ষসূত্রটীকা, বিশেষচিন্তাব্রাহ্মণপরিপৃচ্ছা-সূত্রটীকা, দশভূমিকশাস্ত্রম্, ত্রিপূর্ণসূত্রোপদেশ, অপরিমিতায়ুঃসূত্রশাস্ত্রম্, ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্রোপদেশঃ, মহাপরিনির্বাণসূত্রশাস্ত্রম্, নির্বাণসূত্র-পূর্বভূতোৎপন্ন-মহাযানশতধর্মবিদ্যাদ্বারশাস্ত্রম্, বোধিচিত্তোৎপাদনশাস্ত্রম্, বুদ্ধগোত্রশাস্ত্রম্, কর্মসিদ্ধপ্রকরণশাস্ত্রম্, শমথ-বিপশ্যনাদ্বারশাস্ত্রকারিকা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্রশাস্ত্রম্, মধ্যান্তবিভঙ্গশাস্ত্রম্, তর্কশাস্ত্রম্ ইত্যাদি।

৩। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এখানে অলমতিবিস্তরেণ।

পত্রিকায়।[১] কিন্তু উক্ত প্রবন্ধও এখন দুষ্প্রাপ্য। এইজন্য আমি বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধির একটি সমূল আক্ষরিক অনুবাদ প্রকাশে ব্রতী হই এবং বটকৃষ্ণ ঘোষ, লেবী, পুসেঁ, জ্যকোবী, উই, যামাগুচী, ফ্রাউয়ালনার, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, সিতাংশুশেখর বাগচী, স্বামী মহেশ্বরানন্দ, আর. এস. ত্রিপাঠি ও লামা থুবতান ছোগডুব শাস্ত্রী (যুগ্ম সংস্করণ), ডঃ মহেশ তিওবারী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের দ্বারা রচিত এই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ ও অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করি। আমার সমূল অনুবাদের প্রথমদিকের কিছু অংশ 'নালন্দা'[২] পত্রিকায় বাহির হয়। সংস্কৃত কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সমগ্র গ্রন্থখানি কলেজের গবেষণা বিভাগের মুখপত্র "OUR HERITAGE"-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়[৩] এবং পরে কলেজের গবেষণা-গ্রন্থমালায় স্থান পায়। তিনি এই গ্রন্থের 'প্রাক্‌কথন' লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কলেজের প্রকাশন-বিভাগের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতা গ্রন্থখানির মুদ্রণ ত্বরান্বিত করিয়াছে। এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিবিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ অনুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। কারণ বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জ্ঞান তাহা তাঁহার নিকট হইতেই আহরণ করিয়াছি। উক্ত বিভাগের রীডার অধ্যাপক ৺প্রভাসচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনগুপ্ত এবং ডঃ দীপক কুমার বড়ুয়া মহোদয়গণের নিকটও আমি চিরঋণী। এই গ্রন্থপ্রকাশে তাঁহারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, বন্ধুবর ডক্টর সাধনচন্দ্র সরকার এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীমান মুক্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি লিখিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছে। শ্রীমান্ আমার ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ বিদ্যাবাচস্পতি পরম শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহোদয় আমার চির হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বৌদ্ধদর্শন অধ্যয়নের জন্য নিত্যই তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। আজ তাঁহার আশীর্বাদপ্রার্থী হইয়া বৌদ্ধদর্শন বিষয়ক আমার প্রথম গ্রন্থখানি তাঁহার করকমলেই অর্পণ করিলাম।

সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা
৮ই জানুয়ারী,
১৯৭৫

শ্রীসুকোমল চৌধুরী

১। ৮ম বর্ষ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০১-২১৭ ; ৫৬২-৫৭৮ ; ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০১-১১৫।

২। "নালন্দা", ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১৩২-১৩৮ ; ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৬০-৬৪ দ্রষ্টব্য।]

৩। Vol. XX, Part II; Vol. XXI, Parts I & II.

শ্রীমদাচার্যবসুবন্ধুকৃতা

বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিঃ

ভূমিকা

আচার্য বসুবন্ধুকৃত 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' বিংশতিকা ও ত্রিংশিকা এই দুই ভাগে বিভক্ত। বিংশতিকাতে ২২টি এবং ত্রিংশিকায় ৩০টি কারিকা আছে। বিংশতিকার উপর বৃত্তি বা টীকা রচনা করিয়াছেন স্বয়ং বসুবন্ধু। কিন্তু ত্রিংশিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বসুবন্ধুর সুযোগ্য শিষ্য আচার্য স্থিরমতি। বিংশতিকায় মহাযান দর্শন অনুসারে বলা হইয়াছে যে কামধাতু, রূপধাতু এবং অরূপধাতুর যাবতীয় বিষয় চিত্তমাত্র। চিত্ত, মন, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞপ্তি সকলই পর্যায়বাচক শব্দ। চিত্ত বলিতে এই স্থলে বিষয়ের সহিত যুক্ত বুঝিতে হইবে (চিত্তমত্র সসম্প্রযোগম্ অভিপ্রেতম্)। 'মাত্র' শব্দ বিষয়ের প্রতিষেধবাচক। অতএব 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা' এই শব্দের দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হইতেছে যে, অর্থ বা বিষয়-সমূহের যথার্থভাবে অবিদ্যমানতা হেতু জগতের সব কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র অর্থাৎ চিত্তমাত্র। যাহাকে আমরা স্থূলদৃষ্টিতে রূপ বা বস্তু বলিয়া থাকি তাহাও মনোময় এবং বিজ্ঞপ্তি মাত্র (বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদম্ অসদর্থাবভাসনাৎ)। এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাজ্ঞান সকলের দ্বারা জ্ঞাত হয় না। তর্কের বিষয় নহে বলিয়া সকলের দ্বারা ইহা চিন্তানীয় নহে। যাঁহারা সর্বজ্ঞ বুদ্ধ কেবল তাঁহাদের দ্বারাই ইহা জ্ঞাত হয়, কারণ তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রকার জ্ঞেয়বস্তুর জ্ঞান অপ্রতিহতরূপে বিদ্যমান (সা তু ন চিন্ত্যা—বুদ্ধগোচরঃ)। ত্রিংশিকাতে বিজ্ঞানের নানা ভেদ প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে ; সংসার এবং নির্বাণের সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি রচনা করিয়া বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদের নূতন এক দিক নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত বস্তুবাদী এবং শূন্যবাদী দর্শনসমূহকে খণ্ডন করিয়া বিজ্ঞানের সত্তা স্থাপিত করিয়াছেন। বসুবন্ধুর এই সিদ্ধান্ত কেবল পরবর্তী বৌদ্ধ দর্শনের উপরই নহে সমগ্র ভারতীয় দর্শনের উপর ইহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অতএব পরবর্তীকালের ভারতীয় দর্শনের সম্যক্ উপলব্ধির জন্য বসুবন্ধুর 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি'র অধ্যয়ন অপরিহার্য।

এই গ্রন্থের গুরুত্বের দিক বিবেচনা করিয়া সিল্‌ভাঁ লেবী মহোদয় ১৯২৫ খৃঃ সর্বপ্রথম ইহার সংস্করণ বাহির করেন প্যারিস হইতে। এই সংস্করণে বিংশতিকা ও ত্রিংশিকা বৃত্তি ও ভাষ্য-সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৯ খৃঃ পুসেঁ মহোদয় হিউয়েন-সাঙের চীনা অনুবাদ হইতে সর্বপ্রথম ইহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯৩২ খৃঃ সিলভাঁ লেবী মহোদয়ও ইহার দ্বিতীয় ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ঐ বৎসরেই জকোবী মহোদয় ইহার জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯৪০ খৃঃ লেবীর দ্বারা সম্পাদিত গ্রন্থের দ্বিতীয়

সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে জাপানী পণ্ডিত ডঃ উই মহোদয় নানা টীকাগ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া যে সংশোধনপত্র তৈয়ার করিয়াছেন তাহা সংযোজিত হইয়াছে। ১৯৫২ খৃঃ ইহার দুইটি জাপানী অনুবাদ প্রকাশিত হয়—একটি ডঃ উই কৃত এবং অপরটি অধ্যাপক যামাগুচী কৃত। ১৯৫৬ খৃঃ ইহার দ্বিতীয় জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন দার্শনিকপ্রবর ই. ফ্রাউয়াল্নার মহোদয়। ১৯৫৭ খৃঃ ডঃ সিতাংশুশেখর বাগচী মহোদয় নবনালন্দা মহাবিহার হইতে কেবল বিংশতিকা প্রকাশিত করেন ইংরাজী অনুবাদসহ। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহোদয় হিউয়েন-সাঙের চীনা অনুবাদ 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিশাস্ত্রে'র কিছু অংশ পুনরায় সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত করিয়া বিহার এবং উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির ১৯শ ও ২০শ-তম খণ্ডে প্রকাশিত করেন। এই অনুবাদে তাঁহাকে সাহায্য করেন চীনা বিদ্বান্ বোঙ্গ-মাউ-লম্ মহোদয়। এতদ্ব্যতীত ১৯৬২ খৃঃ স্বামী মহেশ্বরানন্দ মহোদয় বৃত্তি ও ভাষ্যসহ 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' প্রকাশিত করেন বারাণসী হইতে। ১৯৬৭ খৃঃ ডঃ মহেশ তিবারী মহোদয় হিন্দী অনুবাদসহ উক্ত গ্রন্থের একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

কিন্তু বাংলায় 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি'র সানুবাদ কোন সংস্করণ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। তাই আমি ইহার বঙ্গানুবাদ সহ একটি বাংলা-সংস্করণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হই। আমি অনুবাদকে যতটা সম্ভব গ্রন্থানুগ এবং আক্ষরিক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এই গ্রন্থের বিংশতিকা খণ্ডে আছে মূল সংস্কৃত কারিকা, সংস্কৃত অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, বসুবন্ধুকৃত সংস্কৃত-বৃত্তি এবং ইহার বঙ্গানুবাদ। ত্রিংশিকা খণ্ডে আছে মূল সংস্কৃত কারিকা, স্থিরমতি-কৃত সংস্কৃত-ভাষ্য এবং ইহার বঙ্গানুবাদ।

গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে সাধারণভাবে বৌদ্ধ-দর্শনের পরিচয়, গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলির বৌদ্ধদর্শন-সম্মত ব্যাখ্যা এবং নাম-শব্দ-নির্দেশ (Index) প্রদত্ত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বাঙ্গালী পাঠকবর্গের যদি সামান্যতম উপকারও হয় তাহা হইলে এই গ্রন্থ-প্রকাশ সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

গ্রন্থকার : বসুবন্ধু (৪০০—৪৮০ খ্রীঃ)

আচার্য বসুবন্ধু ছিলেন বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্র রচনায় পথিকৃৎ। তাঁহার সন তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরা মোটামুটি দুইজন বসুবন্ধুর কথা জানি—এক জন হইলেন অসঙ্গের ভ্রাতা এবং অপরজন হইলেন অভিধর্মকোশের রচয়িতা। যশোমিত্র তাঁহার 'স্ফুটার্থাভিধর্মকোশ-ব্যাখ্যা' নামক গ্রন্থেও দুইজন বসুবন্ধুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন—একজন অভিধর্মকোশের রচয়িতা এবং অন্যজন বৃদ্ধাচার্য বসুবন্ধু। ফ্রাউয়াল্‌নার সাহেবের মতে বৃদ্ধাচার্য বসুবন্ধু (৩২০-৩৮০ খৃঃ) ছিলেন অসঙ্গের ভ্রাতা এবং ছোট বসুবন্ধু (৪০০-৪৮০ খৃঃ) ছিলেন অভিধর্মকোশের রচয়িতা।[১]

এই ছোট বসুবন্ধুই ছিলেন তার্কিক এবং বাদবিধি, বাধবিধান, বাদসার প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।[২] ডঃ পি. এস. জৈনী বিভাষাপ্রভাবৃত্তির নজীর হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অভিধর্মকোশের প্রণেতা ছোট বসুবন্ধুই পরে মহাযান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।[৩] অথচ প্রচলিত মতবাদ হইতেছে যে অসঙ্গের ভ্রাতাই মহাযানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ফ্রাউয়াল্‌নার অবশ্য ইতিপূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে ছোট বসুবন্ধুও শেষ জীবনে মহাযানধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪] অতএব, জৈনীর মত হইতে ফ্রাউয়াল্‌নারের মত পৃথক্ নহে। তথাপি একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় এই যে, বড় বসুবন্ধু অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই মহাযানধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং কি-সাং (Ki-tsang) এর মতে তিনি ৫০০ মহাযান গ্রন্থ এবং ৫০০ হীনযান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট বসুবন্ধু শেষ জীবনেই মহাযানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—যাহার ফলে তিনি দুই-একটির বেশী মহাযান-গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে তিনি বার্ধক্যহেতু সঙ্ঘভদ্রের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই। বসুবন্ধুর নামে অনেক গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে সূত্রাদির টীকা এবং অসঙ্গের পরবর্তীকালের রচিত মহাযান গ্রন্থাদির রচয়িতা হইলেন বড় বসুবন্ধু। অভিধর্মকোশের রচয়িতা ছোট বসুবন্ধুই বিংশতিকা ও ত্রিংশিকা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধির প্রণেতা। সম্ভবতঃ 'ত্রিংশিকা'ই তাঁহার শেষ গ্রন্থ। কারণ তিনি বিংশতিকার উপর

১। Wiener Zeitschrift fur dei Kunde Sudund Ostasiens und Archiv fur Indische Philosophie, Band V, 1961, p. 130.

২। Op. cit. Vol. I, 1957, p. 104.

৩। BSOAS, Vol. XXI, 1958, p. 48-53.

৪। Die Philosophie des Buddhismus, Berlin, 1956, p. 351.

নিজেই বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রিংশিকার উপর বৃত্তি রচনা করিতে পারেন নাই।

ত্রিংশিকার উপর ভাষ্য রচনা করেন বসুবন্ধুর শিষ্য আচার্য স্থিরমতি (পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ)।

বিংশতিকাপ্রকরণবৃত্তিঃ

বস্তুসংক্ষেপ

'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি'তে উপদিষ্ট বিজ্ঞানবাদ অনুসারে বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ বা বর্তমান (অস্তিত্ব আছে যাহার) বস্তু। বাহ্য বিষয়সমূহের বস্তুতঃ কোন অস্তিত্ব নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই নিয়ম যে কোন দেশ বা কালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা। উত্তরে বলা হইয়াছে যে বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলেও দেশ-কালের নিয়ম সিদ্ধ হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ স্বপ্নের কথা বলা হইয়াছে। স্বপ্নে ভ্রমর, উদ্যান, স্ত্রী, পুরুষ, চন্দ্র, সূর্য, তরুলতাদি দেখা যাইতে পারে, যেমন জাগ্রত অবস্থায় দেখা যায়। অথচ স্বপ্নে দৃষ্ট ভ্রমর-উদ্যানাদির বস্তুতঃ কোন অস্তিত্ব নাই। কালের নিয়মেও তদ্রূপ। জাগ্রত অবস্থায় যেমন, তেমনই স্বপ্নেও দেখা যায় যে, আকাশে দিনের বেলাতেই সূর্য উদিত হয়, রাত্রিতে নহে; রাত্রিতেই চন্দ্র উদিত হয়, দিনের বেলায় নহে। অথচ স্বপ্নে দৃষ্ট সূর্যোদয় বা চন্দ্রোদয়ের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। অতএব, বস্তুর অভাবেও দেশ-কালের নিয়মের ব্যাখ্যা উপলব্ধ হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এই নিয়ম জ্ঞাতৃসন্তান ও অর্থক্রিয়াকারিত্বের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য। দেখা যায় যে, কোন বস্তুর জ্ঞান সুস্থ সকল ব্যক্তির নিকট একই হইবে। ঘটকে ঘট বলিয়া জানিবে। পটকে পট বলিয়া জানিবে। যদি ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ব্যক্তিবিশেষের অসুস্থতা বা ইন্দ্রিয়বৈকল্যের জন্যই তদ্রূপ হইয়াছে। যেমন তিমির ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সর্বত্রই দ্বিচন্দ্র কেশগুচ্ছাদি দেখিয়া থাকে, সকলে তাহা কখনই দেখে না। কিন্তু যে বস্তুর বস্তুতঃ অস্তিত্ব নাই তৎসম্বন্ধে সকলের জ্ঞান কি ভাবে এক হয়? নরকে সদৃশকর্মের বিপাকাবস্থাপ্রাপ্ত প্রেতগণের সকলেই পুঁজপূর্ণ নদী, মূত্র-বিষ্ঠাদিপূর্ণ নদী, দণ্ড ও অসিধারণকারী নরক-পালদের দেখিতে পায়। কোন প্রেতের ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। এই প্রকার জ্ঞান বা অনুভূতি ভ্রমাত্মক হইতে পারে না। অথচ বস্তুতঃ পুঁজপূর্ণ নদী, নরক-পালাদির অস্তিত্ব নাই। অতএব, বস্তুর অভাবেও জ্ঞাতৃসন্তানের অনিয়মের ব্যাখ্যা উপলব্ধ হয়।

অর্থক্রিয়াকারিত্ব বা কৃত্যক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, বাহ্যবস্তুসমূহের অস্তিত্ব না থাকিলেও উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট বিবিধ ক্রিয়া সংঘটিত হওয়া সম্ভব। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ ব্যতিরেকেও শুক্রবিসর্জন হইয়া থাকে। যদিও নরকে পুঁজপূর্ণ নদী ইত্যাদি বর্তমান নাই, তথাপি উহাদের দর্শনে নরকবাসীদের ভয় হয়। ইহজগতে ভূতপ্রেত না থাকিলেও তদ্দ্বারা মানুষের ভয়োৎপত্তি ক্রিয়া সংঘটিত হয়। সর্বত্রই এই নিয়ম প্রযোজ্য। বিজ্ঞানবাদীদের মতে সব কিছুর মূলে আছে বিজ্ঞান বা চিত্ত। স্বপ্নে শুক্রবিসর্জন,

নারকীয়দের ভীতি, মানুষের এবং ভূত-প্রেতাদির ভয় ইত্যাদি ক্রিয়া সংঘটিত হয় বিজ্ঞানের বা চিত্তের দ্বারা।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যদি বাহ্য বস্তুসমূহের অস্তিত্ব না থাকে তাহা হইলে বুদ্ধ কেন বলিয়াছেন যে 'রূপাদি আয়তন আছে।' উত্তরে বলা হইয়াছে যে—বিনেয়জনদের পুদ্গলনৈরাত্ম্য এবং ধর্মনৈরাত্ম্যে প্রবেশ করানোই তাঁহার উদ্দেশ্য। পুদ্গলনৈরাত্ম্য হইল এই যে, স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতুর দ্বারা অভিব্যক্ত যে সত্ত্ব তাহা বিজ্ঞানমাত্রই। উহাতে আত্মা নামক কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। ধর্মনৈরাত্ম্য হইল এই যে, ঘট, পটাদি যে বাহ্যপদার্থ আছে সেগুলি বিজ্ঞানের প্রতিভাসমাত্র। উহাদের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই। বস্তুর সত্তা স্বীকার করিতে হইলে কোন না কোন রূপে ইহার উপলব্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়, হয় বৈশেষিকদের ন্যায় অবয়বীরূপে, না হয় অনেক পরমাণুরূপে, না হয় পরমাণুসমূহের সংহতিরূপে। অথচ কোনরূপেই বস্তু উপলব্ধ হয় না। কিন্তু কেন? বলা হইয়াছে যে পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ইহার পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম, উর্ধ্ব এবং অধঃ এই ছয় দিগ্‌ভেদও স্বীকার করিতে হয়। ফলে এক পরমাণুর যে স্থান ছয় দিকের ছয় পরমাণুরও ঐ একই স্থান হইবে। অতএব, সমানদেশহেতু সকল পরমাণু মিলিয়া একটিমাত্র পিণ্ড হইবে। কিন্তু পরস্পর হইতে পৃথক্ নহে বলিয়া এই পিণ্ডও পরমাণু ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব এই পিণ্ডও দৃশ্য হইবে না। কিন্তু নিরবয়বহেতু পরমাণুসমূহের সংযোগও সম্ভব নহে। কাশ্মীর বৈভাষিকদের মতে এস্থলে উক্ত দোষ হইবে না। কারণ সংহত পরমাণুসমূহ পরস্পর মিলিত হয়। কিন্তু উক্ত বৈভাষিকদের প্রতি এই প্রশ্ন রাখা যাইতে পারে যে পরমাণুসমূহের যাহা সংঘাত তাহা ত বস্তুত পরমাণু হইতে ভিন্ন নহে। ইহা পরমাণুরই অর্থান্তরমাত্র। অতএব সিদ্ধান্ত হইল এই যে সংঘাত-পরমাণুসমূহও পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না, তাহা না হইলে 'নিরবয়বহেতু পরমাণুসমূহের সংযোগ সিদ্ধ হয় না' এই কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে। শুধু নিরবয়ব কেন, সাবয়ব পরমাণু-সংঘাতেরও সংযোগ অসম্ভব। অতএব, পরমাণু এক দ্রব্য ইহা বলা অযৌক্তিক।

এখন প্রশ্ন হইতেছে পরমাণুর যদি পূর্ব হইতে অধোদিক্ পর্যন্ত দিগ্‌ভেদ স্বীকার কর হয় তাহা হইলে ভদাত্মক পরমাণুর একত্ব সিদ্ধ হইবে কিরূপে? বলা হইয়াছে, যদি পরমাণুর দিগ্‌ভেদ না থাকে, তাহা হইলে সূর্যোদয়ে কেন একস্থানে ছায়া, অন্যত্র আতপ হয়? উত্তরে বলা হইয়াছে যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে আতপের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না। যদি দিগ্‌ভাগভেদ ইষ্ট না হয় তাহা হইলে এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুর আবরণ কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? বলা হইয়াছে যে, পরমাণুর কোন পৃষ্ঠভাগ নাই যেখানে গমন না করিলে এক পরমাণুর দ্বারা অন্য পরমাণুর প্রতিঘাত হইবে, আর প্রতিঘাত না হইলে সকল পরমাণুর সমানদেশত্বহেতু সকলই সংঘাত-পরমাণুমাত্র হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে ইহা কেন বোধগম্য হয় না যে, ছায়া এবং আবরণ ত পিণ্ডেরই, পরমাণুর নহে। ইহার উত্তর কি এই যে, পরমাণু হইতে পিণ্ড ভিন্ন যাহার এই ছায়া এবং আবরণ? না, তাহা নহে। এইজন্য বলা হইয়াছে—যদি পরমাণুসমূহ

হইতে পিণ্ড ভিন্ন না হয় তাহা হইলে ঐ পিণ্ডেরও ঐ ছায়া এবং আবরণ হইতে পারে না। ইহাই সিদ্ধ হয়। একত্ব স্বীকার করিলে 'গতির ক্রম' কিভাবে সিদ্ধ হইবে? তাহা হইলে ত পৃথিবীর উপর একবার পাদক্ষেপের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর উপর গমন হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত যুগপৎ একই বিষয়ের গ্রহণ এবং অগ্রহণ হইতে পারে না। এমন কি বিচ্ছিন্ন অনেক হস্তী, অশ্ব, রথাদি পদার্থের জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ হওয়া সম্ভব হইবে না—হস্তীর জ্ঞান হইলে অশ্বেরও জ্ঞান হইবে—যাহা অসম্ভব। অতএব অবশ্যই পরমাণুর ভেদ কল্পনা করিতে হইবে—ইহা এক এবং অবিভাজ্য এই কথা সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা অসিদ্ধ হইলে রূপাদি যে চক্ষুরাদির বিষয় তাহা সিদ্ধ হইবে না। অতএব যাহা সিদ্ধ তাহা হইতেছে বিজ্ঞপ্তিমাত্র।

আবার বলা হইয়াছে—প্রমাণবশেই কোন বস্তুর অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব নির্ধারিত হয়। সকল প্রমাণের মধ্যে 'প্রত্যক্ষ প্রমাণ'ই গরিষ্ঠ। অতএব, বস্তু যদি না থাকে তাহা হইলে 'ইহা প্রত্যক্ষ' এই জ্ঞান কিভাবে হইবে? উত্তর হইতেছে—স্বপ্নবৎ। স্বপ্নে যখন প্রত্যক্ষবুদ্ধি হয় যে 'এই বস্তু আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি' তখন বস্তুতঃ ঐ বস্তু দৃশ্যমান থাকে না। কারণ তখন চক্ষুবিজ্ঞান নিরুদ্ধ থাকে এবং কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের দ্বারাই ইহার প্রত্যক্ষত্ব নিশ্চিত হয়।

কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় লোকে যাহা প্রত্যক্ষ করে তাহা কিভাবে মিথ্যা হইয়া যাইবে? উত্তরে বলা হইয়াছে সাধারণ মানুষ তাদৃশ মিথ্যা বিকল্পসমূহের অভ্যাসের বাসনারূপী নিদ্রার দ্বারা প্রসুপ্ত থাকে বলিয়া অবাস্তব বস্তুসমূহকেও 'আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি' বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার তত্ত্বজ্ঞান-জনিত জাগৃতি হইবে, ততক্ষণ তাহার ঐরূপ মিথ্যাদৃষ্টি থাকিবেই, অসৎকেও সৎ বলিয়া মনে করিবে।

আবার প্রশ্ন করা হইয়াছে যদি সমস্ত কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র হয়, যদি কাহারও কায় বা বাক্ না থাকে তাহা হইলে ঘাতক যখন মেষাদিকে হত্যা করে, তাহাদের মৃত্যু হয় কেন? বাস্তবিকই যদি ঘাতকের তাদৃশ বধকৃত্য সংঘটিত না হয় তাহা হইলে ঘাতক প্রাণীহিংসাজনিত পাপের দ্বারা যুক্ত হয় কেন? বলা হইয়াছে—মৃত্যু হইতেছে অন্য কোন এক বিজ্ঞপ্তির প্রভাবে উৎপন্ন এক বিকৃতিমাত্র, যেমন পিশাচাদির মনপ্রভাবে এবং ঋদ্ধিমান পুরুষের মনোবলের দ্বারা অন্যের স্মৃতিলোপ, স্বপ্নদর্শন, ভূতগ্রহাবেশাদি বিকার-সমূহ উৎপন্ন হয়। আর্য মহাকাত্যায়নের অধিষ্ঠানের দ্বারা সারণের স্বপ্নদর্শন হইয়াছিল। আরণ্যক ঋষির মনঃপ্রদোষের দ্বারা বেমচিত্রের পরাজয় হইয়াছিল এবং দণ্ডকারণ্য, মাতঙ্গারণ্য, কলিঙ্গারণ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

আবার প্রশ্ন করা হইয়াছে, যদি সমস্ত কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র হয়, তাহা হইলে পরচিত্ত-বিদ্ অন্যের চিত্ত জানিতে পারে, কি পারে না? বলা হইয়াছে যদি জানিতে না পারে তাহা হইলে তাহাকে পরচিত্তবিদ্ বলা হইয়াছে কেন? অতএব, তিনি জানিতে পারেন। যদি জানিতেই পারেন তাহা হইলে স্বচিত্তজ্ঞানবৎ পরচিত্তবিদ্দের জ্ঞান অযথার্থ কেন? বলা হইয়াছে অজ্ঞানের কারণে। কারণ বুদ্ধের ন্যায় পরচিত্তবিদ্দের জ্ঞান হইতে

পারে না। বুদ্ধগণের জ্ঞানের বিষয় যেমন অনির্বচনীয়, ঐ প্রকারে উহার জ্ঞান হয় না বলিয়া পরচিত্তবিদ্‌দের স্বচিত্তজ্ঞান এবং পরচিত্তজ্ঞান উভয়ই অযথার্থ, কারণ মিথ্যা প্রতিভাস হইলে গ্রাহ্য এবং গ্রাহকের বিকল্প পরচিত্তবিদ্‌দেরও বিনষ্ট হয় না। অতএব, এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা হইতেছে অনন্তবিনিশ্চয়ের প্রভেদযুক্ত এবং অগাধগাম্ভীর্যযুক্ত। ইহা অচিন্ত্যনীয় এবং অতর্কাবচর বলিয়া সকলের দ্বারা ইহা জ্ঞাত হয় না। ইহা একমাত্র বুদ্ধগোচর। কারণ কেবল বুদ্ধগণের মধ্যেই সকল প্রকার জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান অপ্রতিহতরূপে বিদ্যমান।

বিংশতিকাপ্রকরণবৃত্তিঃ

বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবৈতদ[1]সদর্থাবভাসনাৎ।
যথা[2] তৈমিরিকস্যাসৎ-কেশচন্দ্রাদি[3]-দর্শনম্॥ ১॥

অন্বয়—যথা তৈমিরিকস্য অসৎ-কেশচন্দ্রাদি-দর্শনম্, (তথা) অসদর্থাবভাসনাৎ এতদ্ বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেব।

অনুবাদ—যেমন তৈমিরিকের (তিমির-রোগগ্রস্ত মনুষ্যের) অসৎ (অস্তিত্ববিহীন) কেশচন্দ্রাদির দর্শন হয়, তেমন ইহা (অর্থাৎ ত্রৈধাতুক বিষয়) বাস্তবে অস্তিত্ববিহীনরূপে প্রকটিত হয় বলিয়া কেবল বিজ্ঞপ্তিমাত্রই (অন্য কিছু নহে)।

বৃত্তি—মহাযানে ত্রৈধাতুকং বিজ্ঞপ্তিমাত্রং ব্যবস্থাপ্যতে। 'চিত্তমাত্রং ভো জিনপুত্রা, যদুত ত্রৈধাতুকমিতি' সূত্রাৎ। চিত্তং মনো বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিশ্চেতি পর্যায়াঃ। চিত্তমত্র সসম্প্রযোগমভিপ্রেতম্। মাত্রমিত্যর্থপ্রতিষেধার্থম্।

অনুবাদ—মহাযান দর্শন অনুসারে ত্রৈধাতুক অর্থাৎ কামধাতু, রূপধাতু এবং অরূপ-ধাতুর বিষয়সমূহ যে কেবল বিজ্ঞপ্তিমাত্রই, এখানে ইহারই স্থাপনা করা হইতেছে। কারণ সূত্রে বলা হইয়াছে—"হে জিনপুত্রগণ, যাহা কিছু ত্রৈধাতুক, তাহা চিত্তমাত্রই।" চিত্ত, মন, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞপ্তি সকলই পর্যায়বাচক শব্দ। চিত্ত বলিতে এখানে বিষয়ের সহিত যুক্ত—ইহাই অভিপ্রেত। 'মাত্র' শব্দ প্রতিষেধবাচক।

তিমির রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগের বিকারবশতঃ এমন কেশচন্দ্রাদিও দেখিয়া থাকে বাস্তবে যাহার অস্তিত্ব নাই। ঠিক তদ্রূপ কামধাতু, রূপধাতু এবং অরূপধাতুতে এমন কোন বস্তু নাই যাহার বস্তুগত অস্তিত্ব আছে। সব কিছুই এখানে কেবল বিজ্ঞপ্তিমাত্র অর্থাৎ চিত্তমাত্র। কারণ এখানে বলা হইয়াছে—

যদি বিজ্ঞপ্তিরনর্থা নিয়মো দেশকালয়োঃ।
সন্তানস্যানিয়মশ্চ যুক্তা কৃত্যক্রিয়া ন চ॥ ২॥[4]

১। পাঠান্তর : এবেদম্

২। পাঠান্তর : যদ্বৎ

৩। পাঠান্তর : কেশোণ্ডুকাদি

৪। পাঠান্তর : ন দেশকালনিয়মঃ সন্তানানিয়মো ন চ।
ন চ কৃত্যক্রিয়া যুক্তা বিজ্ঞপ্তির্যদি নার্থতঃ।

অন্বয়—যদি বিজ্ঞপ্তিঃ অনর্থা (তর্হি) দেশকালয়োঃ নিয়মঃ সন্তানস্য অনিয়মশ্চ কৃত্যক্রিয়া চ ন যুক্তা।

অনুবাদ—যদি বিজ্ঞপ্তি বস্তুশূন্য হয়, তাহা হইলে দেশ-কালের নিয়ম, সন্ততির অনিয়ম এবং কৃত্য ক্রিয়া যুক্ত হইতে পারে না।

বৃত্তি—কিমুক্তং ভবতি ? যদি বিনাপি রূপাদ্যর্থেন রূপাদিবিজ্ঞপ্তিরুৎপদ্যতে ন রূপাদ্যর্থাৎ, কস্মাৎ ক্বচিদ্দেশ উৎপদ্যতে ন সর্বত্র ? তত্রৈব চ দেশে কদাচিদুৎপদ্যতে ন সর্বদা ? তদ্দেশকালপ্রতিষ্ঠিতানাং সর্বেষাং সন্তান উৎপদ্যতে ন কেবলমেকস্য ? যথা তৈমিরিকাণাং সন্তানে কেশাদ্যাভাসো, নান্যেষাং ? কস্মাৎ তৈমিরিকৈঃ কেশভ্রমরাদি দৃশ্যতে তেন কেশাদিক্রিয়া ন ক্রিয়তে। ন চ তদন্যৈর্ন ক্রিয়তে ? যদন্নপানবস্ত্রবিষায়ুধাদি স্বপ্নে দৃশ্যতে তেন অন্নাদিক্রিয়া ন ক্রিয়তে, ন চ তদন্যৈর্ন ক্রিয়তে ? গন্ধর্বনগরেণাসত্ত্বান্ নগরক্রিয়া ন ক্রিয়তে, ন চ তদন্যৈর্ন ক্রিয়তে ? তস্মাদর্থাভাবে দেশকালনিয়মঃ সন্তানানিয়মঃ কৃত্যক্রিয়া চ ন যুজ্যতে।

ন খলু ন যুজ্যতে। যস্মাৎ।

অনুবাদ—যদি রূপাদি বিষয়সমূহের কারণ নাই, তাহা হইলে কেন উহারা কোন এক স্থানে উৎপন্ন হয়, সর্বত্র হয় না ? আবার সেই স্থানে কেন কদাচিৎ উৎপন্ন হয়, সর্বদা হয় না ? সেই স্থানে এবং কালে স্থিত সকল ব্যক্তির চিত্তসন্ততিতে উৎপন্ন হয়, কেবল একজনের হয় না কেন ? যেমন তিমির রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিত্তসন্ততিতে কেশাদির আভাস-হয়, অন্যদের কেন তেমন হয় না ? কেন তিমির রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কেশ ভ্রমরাদি দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কেশাদি ক্রিয়া কৃত হয় না, যাহা অন্যদের দ্বারা কৃত হয় ? কেন স্বপ্নে দৃষ্ট অন্ন, পান, বস্ত্র, বিষ, আয়ুধ প্রভৃতির সহিত অন্নাদি ক্রিয়া কৃত হয় না, যাহা অন্য অন্নাদি বিষয়সমূহের (অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থাতে দৃষ্ট বাস্তব অন্ন, পান, বস্ত্র প্রভৃতির) সহিত কৃত হয় ? কেন গন্ধর্ব নগরের অবর্তমানতা হেতু, উহার সহিত নগর ক্রিয়া (নগরে থাকা ইত্যাদি কৃত্য) কৃত হয় না, যাহা অন্যদের (অর্থাৎ প্রতীয়মান বাস্তব নগরসমূহের) সহিত কৃত হয় ? অতএব, বিষয়ের অভাবে দেশকালের নিয়ম, সন্ততির অনিয়ম এবং কৃত্য ক্রিয়া হয় না।

হয় না বা সঙ্গত হইতে পারে না এইরূপ নহে। যেহেতু—

দেশাদিনিয়মঃ সিদ্ধঃ স্বপ্নবৎ, প্রেতবৎ পুনঃ।
সন্তানানিয়মঃ সর্বৈঃ পূয়নদ্যাদিদর্শনে ॥ ৩ ॥

অন্বয়—স্বপ্নবৎ দেশাদিনিয়মঃ সিদ্ধঃ। পুনঃ প্রেতবৎ সন্তানানিয়মঃ (সিদ্ধঃ)। (সমম্) সর্বৈঃ পূয়নদ্যাদিদর্শনে।

অনুবাদ—দেশ বা স্থানাদির নিয়ম স্বপ্নবৎ সিদ্ধ হয়। পুনরায় সন্ততির অনিয়ম প্রেতবৎ সিদ্ধ হয়। সকল প্রেতই পূযপূর্ণ নদী দেখিতে পায়।

বৃত্তি—স্বপ্ন ইব স্বপ্নবৎ। কথং তাবৎ? স্বপ্নে বিনাপ্যর্থেন ক্বচিদেব দেশে কিঞ্চিদ্ ভ্রমরারামস্ত্রীপুরুষাদিকং দৃশ্যতে ন সর্বত্র। তত্রৈব চ দেশে কদাচিদ্দৃশ্যতে ন সর্বকালম্, ইতি সিদ্ধো বিনাপ্যর্থেন দেশকালনিয়মঃ। সিদ্ধ ইতি বর্ততে। প্রেতানামিব প্রেতবৎ। কথং সিদ্ধঃ সমম্?

পূযপূর্ণা নদী পূযনদী। ঘৃতঘটবৎ। তুল্যকর্মবিপাকাবস্থা হি প্রেতাঃ, সর্বেঽপি পূযপূর্ণাং নদীং পশ্যন্তি নৈক এব। যথা পূযপূর্ণামেবং মূত্রপুরীষাদি-পূর্ণাং দণ্ডাসিধরৈশ্চ পুরুষৈরধিষ্ঠিতামিত্যাদিগ্রহণেন। এবং সন্তানানিয়মো বিজ্ঞপ্তী-নামসত্যপ্যর্থে সিদ্ধঃ।

অনুবাদ—স্বপ্নে বিষয়বিহীন অর্থাৎ অবাস্তব দেশে কোন ভ্রমর, উদ্যান, স্ত্রী, পুরুষাদি দেখা যাইতে পারে, সর্বত্র নহে। সেইস্থানে আবার ঐসব কখনও কখনও দেখা যায়, সব সময় নহে। এইরূপে বিষয়-ব্যতিরেকেও দেশ বা কালের নিয়ম সিদ্ধ হয়। পুনরায় প্রেতবৎ জ্ঞাতৃসন্তানের অনিয়ম সিদ্ধ হয়। সদৃশকর্মের বিপাকাবস্থাপ্রাপ্ত প্রেতগণের সকলেই পুঁজপূর্ণ নদী দেখিতে পায়; মূত্রবিষ্ঠাদিপূর্ণ নদী দেখিতে পায়; দণ্ড ও অসিধারণকারী পুরুষদের অধিষ্ঠিত দেখিতে পায়। এইরূপে বিজ্ঞপ্তিসমূহের জ্ঞাতৃসন্তানের অনিয়ম বিষয় ব্যতিরেকেও সিদ্ধ হয়।

স্বপ্নোপঘাতবৎকৃত্যক্রিয়া নরকবৎ পুনঃ।
সর্বং নরকপালাদিদর্শনে তৈশ্চ বাধনে ॥ ৪ ॥

অন্বয়—স্বপ্নোপঘাতবৎ কৃত্যক্রিয়া (সিদ্ধা)। পুনঃ নরকবৎ সর্বং (সিদ্ধম্)। (কথম্?) নরকপালাদি-দর্শনে, তৈঃ বাধনে চ।

অনুবাদ—স্বপ্নের উপঘাতবৎ কৃত্যক্রিয়া সিদ্ধ হয়। পুনরায় নরকবৎ সব সিদ্ধ হয়। কি ভাবে? নরকপালাদির দর্শনে এবং তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত যন্ত্রণায়।

বৃত্তি—সিদ্ধেতি বেদিতব্যম্। যথা স্বপ্নে দ্বয়সমাপত্তিমন্তরেণ শুক্রবিসর্গ-লক্ষণঃ স্বপ্নোপঘাতঃ। এবং তাবদন্যান্যৈর্দৃষ্টান্তৈর্দেশকালনিয়মাদিচতুষ্টয়ং সিদ্ধম্। সিদ্ধমিতি বেদিতব্যম্। নরকেষ্বিব নরকবৎ কথং সিদ্ধম্?

যথা হি নরকেষু নারকাণাং নরকপালাদিদর্শনং দেশকালনিয়মেন সিদ্ধম্। শ্ববায়সায়সপর্বতাদ্যাগমনাগমনদর্শনং চেত্যাদিগ্রহণেন। সর্বেষাং চ নৈকস্যৈব। তৈশ্চ তদ্বাধনং সিদ্ধমসৎস্বপি নরকপালাদিষু সমানস্বকর্মবিপাকাধিপত্যাৎ। তথান্যত্রাপি সর্বমেতদ্দেশকালনিয়মাদিচতুষ্টয়ং সিদ্ধমিতি বেদিতব্যম্।

কিং পুনঃ কারণং নরকপালাস্তে চ শ্বানো বায়সাশ্চ সত্ত্বা নেষ্যন্তে? অযোগাৎ। ন হি তে নারকা যুজ্যন্তে। তথৈব তদ্দুঃখাপ্রতিসংবেদনাৎ। পরস্পরং যাতয়তামিমে নারকা ইমে নরকপালা ইতি ব্যবস্থা ন স্যাৎ। তুল্যাকৃতিপ্রমাণ-

বলানাং চ পরস্পরং যাতয়তাং ন তথা ভয়ং স্যাৎ। দাহদুঃখং চ প্রদীপ্তায়ামযোময্যাং ভূমাবসহমানাঃ কথং তত্র পরান্যাতযেয়ুঃ? অনারকাণাং বা নরকে কুতঃ সম্ভবঃ?

অনুবাদ—স্বপ্নে যেমন স্ত্রীপুরুষের সমাগম ব্যতিরেকেও বীর্যস্রাবরূপে স্বপ্নোপঘাত হয়, তদ্রূপ অন্যান্য দৃষ্টান্তসমূহের দ্বারা দেশকালের নিয়মাদি চতুষ্টয় সিদ্ধ হয়। যেমন নরকে নারকীয় নরকপালাদির দর্শন দেশকাল নিয়মের দ্বারা সিদ্ধ হয়। 'আদি' শব্দ গ্রহণের দ্বারা এখানে কুকুর, কাক, লৌহপর্বত প্রভৃতির আগমন ও গমনের দর্শনও বুঝিতে হইবে। এই সকলের দর্শন সকলেরই হয়, একজনের নহে। নরকপালাদির দ্বারা ঐ নারকীয়দের কষ্ট নরকপালাদির অনুপস্থিতিতেও সদৃশ কর্মফলের প্রভাবে সিদ্ধ হয়। এইরূপে অন্যত্রও এইসব দেশকালের নিয়মাদি চতুষ্টয় সিদ্ধ হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। আবার কি কারণে নরকপাল, কুকুর, কাক প্রভৃতির সত্ত্বসংজ্ঞা হয় না? সেই নরকপাল প্রভৃতি নারকীয় সত্ত্বগণের ন্যায় বিবিধ যাতনা অনুভব করে না, সেইজন্য তাহাদিগকে নরকবাসী বলা হয় না। পরস্পর পরস্পরকে যাতনা দিতে থাকিলেও 'ইহারা নারকীয়' এবং 'ইহারা নরকপাল' এই প্রভেদ সঙ্গত হইবে না। সমান আকৃতি, আকার ও বলবিশিষ্ট হইলেও পরস্পর যাতনা প্রদানকারীদের একে অন্যকে ভয় করে না। প্রদীপ্ত লৌহময়ী ভূমিতে দাহদুঃখ অসহমান নরকপালেরা কিভাবে অন্যদের (নারকীয়দের) দুঃখ দিবে? অনারকীয়দেরও বা নরকে উৎপত্তি কি করিয়া সম্ভব?

তিরশ্চাং সম্ভবঃ স্বর্গে যথা ন নরকে তথা।
ন প্রেতানাং যতস্তজ্জং দুঃখং নানুভবন্তি তে ॥ ৫ ॥

অন্বয়—যথা তিরশ্চাং স্বর্গে সম্ভবঃ, ন নরকে, তথা প্রেতানাং ন। যতঃ তজ্জং দুঃখং তে ন অনুভবন্তি।

অনুবাদ—যেমন তির্যগ্‌যোনিগত প্রাণীদের স্বর্গে উৎপত্তি সম্ভব তেমন ইহাদের নরকে (উৎপত্তি সম্ভব) নয়। প্রেতগণের (নরকে উৎপত্তি সম্ভব) নয়। কারণ ইহারা নরকজাত দুঃখ অনুভব করিতে পারে না।

বৃত্তি—কথং তাবত্তিরশ্চাং স্বর্গসম্ভবঃ। এবং নরকেষু তির্যকৃপ্রেতবিশেষাণাং নরকপালাদীনাং সম্ভবঃ স্যাৎ। যে হি তির্যঞ্চঃ স্বর্গং সম্ভবন্তি তে তদ্‌ভাজনলোকসুখসংবর্তনীয়েন কর্মণা তত্র সম্ভূতাস্তজ্জং সুখং প্রত্যনুভবন্তি। ন চৈবং নরকপালাদয়ো নারকং দুঃখং প্রত্যনুভবন্তি। তস্মান্ন তিরশ্চাং সম্ভবো যুক্তো নাপি প্রেতানাম্।

অনুবাদ—কিভাবে তির্যক্ প্রাণীদের স্বর্গে উৎপত্তি সম্ভব? এইভাবে নরকে তির্যগ্‌যোনিগত প্রেতবিশেষ নরকপালাদির উৎপত্তি সম্ভব। যে সকল পশু-পক্ষী স্বর্গে উৎপন্ন হয় তাহারা তদনুকূল সুখোৎপাদক কর্মের ফলেই সেখানে উৎপন্ন হয় এবং

তজ্জাত সুখ অনুভব করে। এইরূপে নরকপালেরা নরকের দুঃখ অনুভব করে না। এইজন্য নরকে পশু-পক্ষী এবং প্রেতের উৎপত্তি সম্ভব নহে।

যদি তৎকর্মভিস্তত্র ভূতানাং সম্ভবস্তথা।
ইষ্যতে পরিণামশ্চ কিং বিজ্ঞানস্য নেষ্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়—যদি তৎকর্মভিঃ তত্র ভূতানাং সম্ভবঃ তথা পরিণামঃ চ ইষ্যতে। কিং বিজ্ঞানস্য ন ইষ্যতে ?

অনুবাদ—যদি ঐ কর্মের কারণে সেখানে জীবগণের উৎপত্তি সম্ভব হয় এবং পরিণামও ইষ্ট হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানকেও ঐভাবে কেন মানিয়া লওয়া যাইবে না ?

বৃত্তি—তেষাং তর্হি নারকাণাং কর্মভিস্তত্র ভূতবিশেষাঃ সম্ভবন্তি বর্ণাকৃতি-প্রমাণবলবিশিষ্টা যে নরকপালাদিসংজ্ঞাং প্রতিলভন্তে। তথা চ পরিণমন্তি যদ্বিবিধাং হস্তবিক্ষেপাদিক্রিয়াং কুর্বন্তো দৃশ্যন্তে ভয়োৎপাদনার্থম্। যথা মেষাকৃতয়ঃ পর্বতা আগচ্ছন্তো গচ্ছন্তো অয়ঃশাল্মলীবনে চ কণ্টকা অধোমুখীভবন্ত ঊর্ধ্বমুখীভবন্তশ্চেতি। ন তে ন সম্ভবন্ত্যেব।

বিজ্ঞানস্যৈব তৎকর্মভিস্তথা পরিণামঃ কস্মান্নেষ্যতে, কিং পুনর্ভূতানি কল্প্যন্তে ? অপি চ—

অনুবাদ—নরকে নারকীয়দের কর্মবশতঃ বিশেষ আকৃতি, প্রমাণ এবং বলসম্পন্ন জীবগণের উৎপত্তি হয়। ইহাদিগকে নরকপাল বলা হয়। ইহারা ভয় উৎপাদনার্থ বিবিধপ্রকার হস্তবিক্ষেপাদি ক্রিয়া প্রদর্শনরত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। যেমন মেষাকৃতি পর্বত-সমূহ যাওয়া-আসা করে এবং অয়ঃশাল্মলীবনে কণ্টকসমূহ বারবার অধোমুখী ও উর্ধমুখী হয়। অবশ্য তাহাদের উৎপত্তি একেবারে হয় না এমন নহে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে বিজ্ঞানকেও ঐভাবে মানিয়া লওয়া যাইবে না কেন ? অর্থাৎ ঐ কর্মসমূহের কারণ বিজ্ঞানেরও এইরূপ পরিণাম কেন মানিয়া লওয়া যাইবে না ? কেন পুনরায় জীবগণের কল্পনা করা হয় ? এতদ্ব্যতীত—

কর্মণো বাসনান্যত্র ফলমন্যত্র কল্প্যতে।
তত্রৈব নেষ্যতে যত্র বাসনা কিং নু কারণম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—কর্মণঃ অন্যত্র বাসনা অন্যত্র ফলং কল্প্যতে। যত্র বাসনা তত্রৈব ন ইষ্যতে। কিং নু কারণম্ ?

অনুবাদ—কর্মের অন্যত্র বাসনা এবং অন্যত্র ফল কল্পনা করা হয়। যেখানে বাসনা সেখানে ফলের কল্পনা করা হয় না। ইহার কারণ কি ?

বৃত্তি—অপি চ যেন হি কর্মণা নারকাণাং তত্র তাদৃশো ভূতানাং সম্ভবঃ কল্প্যতে পরিণামশ্চ, তস্য কর্মণো বাসনা তেষাং বিজ্ঞানসন্তানসন্নিবিষ্টা নান্যত্র।

যত্রৈব চ বাসনা তত্রৈব তস্যাঃ ফলং তাদৃশো বিজ্ঞানপরিণামঃ কিং নেষ্যতে? যত্র বাসনা নাস্তি তত্র তস্যাঃ ফলং কল্প্যত ইতি কিমত্র কারণম্?

আগমঃ কারণম্। যদি বিজ্ঞানমেব রূপাদিপ্রতিভাসং স্যান্ন রূপাদিকোঽর্থস্তদা রূপাদ্যায়তনাস্তিত্বং ভগবতা নোক্তং স্যাৎ।

অনুবাদ—নরকবাসীদের যে কর্মের দ্বারা সেখানে তাদৃশ জীবসমূহের উৎপত্তি ও পরিণাম কল্পনা করা হয়, তাহাদের সেই কর্ম-বাসনা তাহাদের বিজ্ঞানসন্তানেই সন্নিবিষ্ট, অন্যত্র নহে। যেখানে বাসনা সেখানেই ইহার ফল এবং তাদৃশ বিজ্ঞানের পরিণতি কেন অভীষ্ট নয়? যেখানে বাসনা নাই সেখানে ইহার ফলের কল্পনা করা হয় কেন?

আগমই কারণ। যদি বিজ্ঞানই রূপাদি বিষয়রূপে প্রতিভাসিত হয়, রূপাদি বিষয় বস্তুত না থাকে, তাহা হইলে রূপাদি আয়তনের অস্তিত্ব আছে বলিয়া ভগবানের (বুদ্ধের) দ্বারা কথিত হইত না।

রূপাদ্যায়তনাস্তিত্বং তদ্বিনেয়জনং প্রতি।
অভিপ্রায়বশাদুক্তমুপপাদুকসত্ত্ববৎ॥ ৮॥

অন্বয়—বিনেয়জনং প্রতি অভিপ্রায়বশাৎ তৎ রূপাদ্যায়তনাস্তিত্বম্, উপপাদুকসত্ত্ববৎ উক্তম্।

অনুবাদ—বিনেয়জনগণের প্রতি অভিপ্রায়বশে ভগবানের (বুদ্ধের) দ্বারা রূপাদি-আয়তনের অস্তিত্ব উপপাদুকসত্ত্বগণের অস্তিত্বের ন্যায় উক্ত হইয়াছে।

বৃত্তি—অকারণমেতৎ। যস্মাৎ যথাস্তি সত্ত্ব উপপাদুক ইত্যুক্তং ভগবতা অভিপ্রায়বশাচ্চিত্তসন্তত্যনুচ্ছেদমায়ত্যামভিপ্রেত্য।

'নাস্তীহ সত্ত্ব আত্মা বা ধর্মাস্ত্বেতে সহেতুকাঃ' ইতি বচনাৎ। এবং রূপাদ্যায়তনাস্তিত্বমপ্যুক্তং ভগবতা তদ্দেশনাবিনেয়জনমধিকৃত্যেত্যাভিপ্রায়িকং তদ্বচনম্।

অনুবাদ—ইহা মানিয়া লওয়া অযৌক্তিক। কারণ—"উপপাদুক-সত্ত্ব আছে"—এই কথা ভগবান অভিপ্রায়বশে বলিয়াছেন এবং এই অভিপ্রায় হইল এই যে ভবিষ্যতে চিত্তসন্ততির উচ্ছেদ হয় না। "কোন সত্ত্ব বা আত্মা নাই। সমস্তই সহেতুক ধর্ম"—এই বচনের দ্বারাই ইহা সিদ্ধ। এইরূপ আয়তনের অস্তিত্ব ভগবান কর্তৃক ঐ দেশনা দ্বারা অনুশাসনীয় জনগণকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। এইজন্য এই বচন আভিপ্রায়িক।

ইহার কি অভিপ্রায়?

যতঃ স্ববীজাদ্বিজ্ঞপ্তির্যদাভাসা প্রবর্ততে।
দ্বিবিধায়তনত্বেন তে তস্যা মুনিরব্রবীৎ॥ ৯॥

অন্বয়—যতঃ স্ববীজাৎ যদ্ আভাসা বিজ্ঞপ্তিঃ প্রবর্ততে, মুনিঃ তে তস্যা (বিজ্ঞপ্তেঃ) দ্বিবিধায়তনত্বেন অব্রবীৎ।

অনুবাদ—যেহেতু স্ববীজ হইতে যে প্রকার আভাসযুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রবৃত্ত হয়, ভগবান ঐ (বীজ এবং প্রতিভাস) উভয়কে বিজ্ঞপ্তির দ্বিবিধ আয়তন (ইন্দ্রিয় এবং বিষয়) রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

বৃত্তি—কোঽত্রাভিপ্রায়ঃ? কিমুক্তং ভবতি? রূপপ্রতিভাসা বিজ্ঞপ্তির্যতঃ স্ববীজাৎপরিণামবিশেষপ্রাপ্তাদুৎপদ্যতে, তচ্চ বীজং যৎপ্রতিভাসা চ সা তে তস্যা বিজ্ঞপ্তেশ্চক্ষুরূপায়তনত্বেন যথাক্রমং ভগবানব্রবীৎ। এবং যাবৎ স্প্রষ্টব্যপ্রতিভাসা বিজ্ঞপ্তির্যতঃ স্ববীজাৎপরিণামবিশেষপ্রাপ্তাদুৎপদ্যতে। তচ্চ বীজং যৎপ্রতিভাসা চ সা তে তস্যাঃ কায়স্প্রষ্টব্যায়তনত্বেন যথাক্রমং ভগবানব্রবীদিত্যয়মভিপ্রায়ঃ।

এবং পুনরভিপ্রায়বশেন দেশয়িত্বা কো গুণঃ?

অনুবাদ—এখানে কি বলা হইয়াছে? রূপের সমান আভাসযুক্ত বিজ্ঞপ্তি যেহেতু স্বীয় পরিণামবিশেষপ্রাপ্ত বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ বীজ এবং প্রতিভাস উভয়কে ঐ বিজ্ঞপ্তির চক্ষু এবং রূপ-আয়তনরূপে ভগবান ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপে শ্রোত্র এবং শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং গন্ধায়তন, জিহ্বা এবং রসায়তন, কায় এবং স্প্রষ্টব্য-আয়তনের ক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে। ইহাই অভিপ্রায়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে অভিপ্রায়বশে শিষ্যদের উপদেশ দিয়া লাভ কি? বলা হইয়াছে—

তথা পুদ্গলনৈরাত্ম্যপ্রবেশো হি অন্যথা পুনঃ।
দেশনাধর্মনৈরাত্ম্যপ্রবেশঃ কল্পিতাত্মনা ॥ ১০ ॥

অন্বয়—তথা হি পুদ্গলনৈরাত্ম্যপ্রবেশঃ। পুনঃ অন্যথা দেশনাধর্মনৈরাত্ম্যপ্রবেশঃ। আত্মনা কল্পিতা।

অনুবাদ—এই প্রকার (উপদেশ প্রদানের দ্বারা) পুদ্গলনৈরাত্ম্যে প্রবেশ ঘটে। পুনরায় অন্যপ্রকার দেশনার দ্বারা ধর্মনৈরাত্ম্যে প্রবেশ ঘটে। কিন্তু স্বীয় কল্পিত-রূপে তাহার নৈরাত্ম্য (অবাস্তবিকতা)।

বৃত্তি—তথা হি দেশ্যমানে পুদ্গলনৈরাত্ম্যং প্রবিশন্তি। দ্বয়াদ্বিজ্ঞানষট্কং প্রবর্ততে ন তু কশ্চিদেকো দ্রষ্টাস্তি, ন যাবন্মন্তেত্যেবং বিদিত্বা যে পুদ্গলনৈরাত্ম্য-দেশনাবিনেয়াস্তে পুদ্গলনৈরাত্ম্যং প্রবিশন্তি।

অন্যথেতি বিজ্ঞপ্তিমাত্রদেশনা। কথং ধর্মনৈরাত্ম্যপ্রবেশঃ। বিজ্ঞপ্তিমাত্রমিদং রূপাদিধর্মপ্রতিভাসমুৎপদ্যতে, ন তু রূপাদিলক্ষণো ধর্মঃ কোঽপ্যস্তীতি বিদিত্বা।

যদি তর্হি সর্বথা ধর্মো নাস্তি তদপি বিজ্ঞপ্তিমাত্রং নাস্তীতি, কথং তর্হি ব্যবস্থাপ্যতে? ন খলু সর্বথা ধর্মো নাস্তীত্যেবং ধর্মনৈরাত্ম্যপ্রবেশো ভবতি। অপি তু যো বালৈর্ধর্মাণাং স্বভাবো গ্রাহ্যগ্রাহকাদিঃ পরিকল্পিতস্তেন কল্পিতে-নাত্মনা তেষাং নৈরাত্ম্যং, ন ত্বনভিলাপ্যেনাত্মনা যো বুদ্ধানাং বিষয় ইতি। এবং

বিজ্ঞপ্তিমাত্রস্যাপি বিজ্ঞপ্ত্যনন্তরপরিকল্পিতেনাত্মনা নৈরাত্ম্যপ্রবেশাৎ বিজ্ঞপ্তি-মাত্রব্যবস্থাপনয়া সর্বধর্মাণাং নৈরাত্ম্যপ্রবেশো ভবতি, ন তু তদস্তিত্বাপবাদাৎ। ইতরথা হি বিজ্ঞপ্তেরপি বিজ্ঞপ্ত্যন্তরমর্থঃ স্যাদিতি বিজ্ঞপ্তিমাত্রত্বং ন সিধ্যেতার্থ-বতীত্বাদ্বিজ্ঞপ্তীনাম্।

কথং পুনরিদং প্রত্যেতব্যমনেনাভিপ্রায়েণ ভগবতা রূপাদ্যায়তনাস্তিত্বমুক্তম্? ন পুনঃ সন্ত্যেব তানি যানি রূপাদিবিজ্ঞপ্তীনাং প্রত্যেকং বিষয়ীভবন্তীতি? যস্মাৎ।

অনুবাদ—ঐ প্রকার উপদেশের দ্বারা শিষ্য পুদ্গলনৈরাত্ম্যে প্রবেশ করে। দুই এর দ্বারা ষড়্‌বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি হয়। কোন দ্রষ্টা নাই, মন্তা পর্যন্ত কেহ নাই, ইহা জানিয়া পুদ্গলনৈরাত্ম্যদেশনার দ্বারা বিনেয় সত্ত্বগুণ পুদ্গলনৈরাত্ম্যে প্রবেশ করে। 'অন্যথা' শব্দের দ্বারা বিজ্ঞপ্তিমাত্রের দেশনা বুঝাইতেছে। কি করিয়া ধর্মনৈরাত্ম্যে প্রবেশ ঘটে? রূপাদি-ধর্মের যাহা প্রতিভাস তাহাই বিজ্ঞপ্তিমাত্র। রূপাদি-লক্ষণসমূহের সহিত যুক্ত কোন ধর্ম নাই, ইহা জানিয়া। যদি ধর্ম সর্বথা না থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তিমাত্রও থাকিবে না। অতএব, ইহার ব্যবস্থা কি প্রকারে হইবে। ধর্ম সর্বথা নাই, এইরূপে ধর্মনৈরাত্ম্যে প্রবেশ হয় না। কিন্তু অজ্ঞানীদের দ্বারা ধর্মসমূহের স্বভাব-কল্পনা গ্রাহ্য-গ্রাহকাদিরূপে করা হইয়াছে। ঐ কল্পিতরূপেই তাহাদের নৈরাত্ম্য (অবাস্তবিকতা), যাহা বুদ্ধগণের বিষয় সেই অনির্বচনীয় রূপে নহে। এইভাবে বিজ্ঞপ্তিমাত্রেরও অন্য বিজ্ঞপ্তির দ্বারা পরিকল্পিতরূপে নৈরাত্ম্যপ্রবেশ ঘটে বলিয়া বিজ্ঞপ্তিমাত্র ব্যবস্থাপনার দ্বারা সকল ধর্মসমূহের নৈরাত্ম্যপ্রবেশ হয়, ইহা নহে যে ইহাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। অন্যথায় বিজ্ঞপ্তিরও অন্য বিজ্ঞপ্তি বিষয় হইবে। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধ হইবে না। কারণ তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তিসমূহ অর্থবতী অর্থাৎ বিষয়যুক্ত বলিয়া সিদ্ধ হইবে।

পুনরায় ইহা কিভাবে জানা যাইবে যে ভগবান্ এই অভিপ্রায়েই রূপাদি আয়তন সমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন? ইহা কেন জ্ঞাত হয় না যে রূপাদি বিষয়সমূহ বস্তুত নাই যাহা রূপাদি বিজ্ঞপ্তিসমূহের পৃথক্ পৃথক্ বিষয়? কারণ—

ন তদেকং ন চানেকং বিষয়ঃ পরমাণুশঃ।
ন চ তে সংহতা যস্মাৎ পরমাণুর্ন সিধ্যতি ॥ ১১ ॥

অন্বয়—তদ্ বিষয়ঃ ন একং ন চ পরমাণুশঃ অনেকম্। তে চ ন সংহতাঃ। যস্মাৎ পরমাণুঃ ন সিধ্যতি।

অনুবাদ—ঐ বিষয় (অবয়বীরূপে) একও নয়, আবার পরমাণুসমূহের রূপে অনেকও নয়। উহা পরমাণুসমূহের সংহতিও হইতে পারেনা, কারণ পরমাণু সিদ্ধ নহে।

বৃত্তি—ইতি কিমুক্তং ভবতি। যত্তদ্রূপাদিকমায়তনং রূপাদিবিজ্ঞপ্তীনাং প্রত্যেকং বিষয়ঃ স্যাত্তদেকং বা স্যাদ্যথা অবয়বিরূপং কল্প্যতে বৈশেষিকৈঃ। অনেকং বা পরমাণুশঃ সংহতা বা ত এব পরমাণবঃ।

ন তাবদেকং বিষয়ো ভবত্যবয়বেভ্যোঽন্যস্যাবয়বিরূপস্য ক্বচিদপ্যগ্রহণাৎ। নাপ্যনেকং পরমাণুনাং প্রত্যেকমগ্রহণাৎ। নাপি তে সংহতা বিষয়ীভবন্তি। যস্মাৎ পরমাণুরেকং দ্রব্যং ন সিধ্যতি। কথং ন সিধ্যতি? যস্মাৎ।

অনুবাদ—কি বলা হইয়াছে? যে রূপাদি আয়তন রূপাদি বিজ্ঞপ্তিসমূহের প্রত্যেকের বিষয় হয়, তাহা কি একও হইতে পারে, যেমন বৈশেষিকরা অবয়বীরূপে মানিয়া থাকেন? অথবা কি তাহা পরমাণুসমূহের রূপে অনেকও হইতে পারে? অথবা কি তাহা পরমাণুসমূহের সংহতরূপও হইতে পারে?

এক অবয়বী-বিষয় হইতে পারে না। কারণ অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন অবয়বীর কোথাও গ্রহণ হইতে পারে না। আবার অনেকও হইতে পারে না। কারণ পরমাণু-সমূহের পৃথক্ পৃথক্ এক এক পরমাণুরূপে উপলব্ধি হয়না। আবার ইহারা সামগ্রিকরূপেও বিষয়ী হইতে পারে না, কারণ পরমাণুর এক দ্রব্যরূপে সিদ্ধি হয় না। কেন সিদ্ধি হয় না? কারণ—

ষট্‌কেন যুগপদ্যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
ষণ্ণাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—যুগপৎ ষট্‌কেন যোগাৎ পরমাণোঃ ষট্‌ অংশতা। ষণ্ণাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডঃ অণুমাত্রকঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—একত্রে ছয় পরমাণুর যোগ হইলে পরমাণুর ছয় অংশ সিদ্ধ হয়। কিন্তু ছয় পরমাণুর যদি একই স্থান স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তাহা পিণ্ড-অণুমাত্র সিদ্ধ হইবে।

বৃত্তি—ষড়্‌ভ্যো দিগ্‌ভ্যঃ ষড়্‌ভিঃ পরমাণুভির্যুগপদ্যোগে সতি পরমাণোঃ ষড়ংশতা প্রাপ্নোতি। একস্য যো দেশস্তত্রান্যস্যাসম্ভবাৎ।

এষ য এবৈকস্য পরমাণোর্দেশঃ স এব ষণ্ণাম্। তেন সর্বেষাং সমানদেশত্বাৎ সর্বঃ পিণ্ডঃ পরমাণুমাত্রঃ স্যাৎ পরস্পরাব্যতিরেকাদিতি ন কশ্চিৎ পিণ্ডো দৃশ্যঃ স্যাৎ। নৈব হি পরমাণবঃ সংযুজ্যন্তে নিরবয়বত্বাৎ।

অনুবাদ—ছয় দিক হইতে ছয় পরমাণুর একত্র যোগ হইলে পরমাণুর ছয় ভাগ সিদ্ধ হয়। কারণ এক পরমাণুর স্থানে অন্য পরমাণুর অবস্থান সম্ভব নহে। এক পরমাণুর স্থানকে ছয় পরমাণুর স্থান স্বীকৃত হইলে অর্থাৎ ছয় পরমাণুর একত্র মিলন হইলে সমস্ত পিণ্ড মিলিয়া একটি মাত্র পরমাণু সৃষ্ট হইবে। এক হইতে অন্যের পার্থক্য না থাকায় কোন পিণ্ড দৃশ্য হইবে না। কিন্তু নিরবয়বহেতু পরমাণুসমূহের সংযোগ হইবেনা।

পরমাণোরসংযোগাৎ তৎ সংঘাতেঽস্তি কস্য সঃ।
ন চানবয়বত্বেন তৎসংযোগো ন সিধ্যতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—পরমাণোঃ অসংযোগাৎ তৎ সংঘাতে কস্য অস্তি সঃ (সংযোগঃ) ন চ অনবয়বত্বেন তৎ সংযোগঃ ন সিধ্যতি।

অনুবাদ—যদি পরমাণুর সংযোগ না হয় উহার (পরমাণুর) সংঘাতে কাহার সংযোগ হয়? এমন নহে যে কেবলমাত্র নিরবয়ব হইলেই পরমাণুসমূহের সংযোগ সিদ্ধ হয়না। অর্থাৎ সাবয়ব হইলেও সংঘাতের সংযোগ সিদ্ধ হইবে না।

বৃত্তি—মা ভূদেষ দোষপ্রসঙ্গঃ। সংহতাস্তু পরস্পরং সংযুজ্যন্ত ইতি কাশ্মীর-বৈভাষিকাঃ। ত ইদং প্রষ্টব্যাঃ। যঃ পরমাণুনাং সংঘাতো ন স তেভ্যোঽর্থান্তর-মিতি। সংযোগ ইতি বর্ততে। অথ সঙ্ঘাতা অপ্যন্যোন্যং ন সংযুজ্যন্তে। ন তর্হি পরমাণুনাং নিরবয়বত্বাৎ সংযোগো ন সিধ্যতীতি বক্তব্যম্। সাবয়বস্যাপি হি সঙ্ঘাতস্য সংযোগানভ্যুপগমাৎ। তস্মাৎ পরমাণুরেকং দ্রব্যং ন সিধ্যতি।

অনুবাদ—এখানে সেইরূপ দোষ হইবে না। কাশ্মীর-বৈভাষিকদের মতে পরমাণু-সমূহ সমুদায়ভূত হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হয়। কিন্তু তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন হইতেছে এই যে, পরমাণুসমূহের যাহা সংঘাত তাহা উক্ত পরমাণুসমূহের অর্থান্তরমাত্র নহে কি?

যদি এইরূপ বলা যায় যে, পরমাণুসমূহের সংঘাতও পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না, তাহা হইলে নিরবয়ব হইলে পরমাণুসমূহের সংযোগ সিদ্ধ হইবে না—এই কথা বলা অসংগত হইবে। কারণ সাবয়ব হইলেও পরমাণু-সংঘাতে সংযোগ সিদ্ধ হয় না। অতএব পরমাণু এক দ্রব্য, এই কথা সিদ্ধ নয়।

পরমাণুর সংযোগ ইষ্ট কিংবা ইষ্ট নহে? বলা হইয়াছে—

দিগ্ভাগ্ভেদো যস্যাস্তি তস্যৈকত্বং ন যুজ্যতে।
ছায়াবৃতী কথং বা অন্যো ন পিণ্ডশ্চেন্ন তস্য তে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—যস্য দিগ্ভাগ্ভেদঃ অস্তি, তস্য একত্বং ন যুজ্যতে। ছায়াবৃতী কথং বা, পিণ্ডঃ অন্যো ন চেৎ, তে তস্য ন।

অনুবাদ—যাহার দিগ্ভাগ্সমূহের ভেদ আছে, তাহার একত্বভাব সিদ্ধ হয় না। (যখন দিগ্ভাগ্ জন্য ভেদ ইষ্ট নহে তখন এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুর) ছায়া এবং আবরণ কি ভাবে হয়? যদি (পরমাণুসমূহ হইতে) পিণ্ড ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে ইহারা (ছায়া এবং আবরণ) ঐ পিণ্ডেরও হইতে পারে না।

বৃত্তি—যদি চ পরমাণোঃ সংযোগ ইষ্যতে যদি বা নেষ্যতে। অন্যো হি পরমাণোঃ পূর্বদিগ্ভাগো যাবদধোদিগ্ভাগ ইতি দিগ্ভাগভেদে সতি কথং তদাত্মকস্য পরমাণোরেকত্বং যোক্ষ্যতে।

যদ্যেকৈকস্য পরমাণোর্দিগ্ভাগভেদো ন স্যাদাদিত্যোদয়ে কথমন্যত্র ছায়া ভবত্যন্যত্রাতপঃ, ন হি তস্যান্যঃ প্রদেশোঽস্তি যত্রাতপো ন স্যাৎ। আবরণং চ কথং ভবতি পরমাণোঃ পরমাণ্বন্তরেণ যদি দিগ্ভাগভেদো নেষ্যতে। ন হি কশ্চিদপি

পরমাণোঃ পরভাগোঽস্তি যত্রাগমনাদন্যেনান্যস্য প্রতিঘাতঃ স্যাৎ। অসতি চ প্রতিঘাতে সর্বেষাং সমানদেশত্বাৎ সর্বঃ সংঘাতঃ পরমাণুমাত্রঃ স্যাদিত্যুক্তম্। কিমেবং নেষ্যতে পিণ্ডস্য তে ছায়াবৃতী ন পরমাণোরিতি। কিং খলু পরমাণুভ্যোঽন্যঃ পিণ্ড ইষ্যতে যস্য তে স্যাতাং। নেত্যাহ।

যদি নান্যঃ পরমাণুভ্যঃ পিণ্ড ইষ্যতে ন তে তস্যেতি সিদ্ধং ভবতি। সংনিবেশ-পরিকল্প এষঃ, পরমাণুঃ সংঘাত ইতি বা। কিমনয়া চিন্তয়া লক্ষণং তু রূপাদি যদি ন প্রতিষিধ্যতে? কিং পুনস্তেষাং লক্ষণং? চক্ষুরাদিবিষয়ত্বং নীলাদিত্বং চ। যদেবেদং সংপ্রধার্যতে যত্তচ্চক্ষুরাদীনাং বিষয়ো নীলপীতাদিকমিষ্যতে কিং তদেকং দ্রব্যমথবা তদনেকমিতি? কিং চাতঃ? অনেকত্বে দোষঃ উক্তঃ।

অনুবাদ—যদি পরমাণুর পূর্বদিগ্‌ভাগ হইতে অধোদিগ্‌ভাগ ইত্যাদি ছয় দিগ্‌ভেদ থাকে তাহা হইলে দিগ্‌ভাগের সহিত যুক্ত পরমাণুর একত্ব কিভাবে সিদ্ধ হইতে পারে? যদি এক এক পরমাণুর দিশাভাগজন্য ভেদ না হয় তাহা হইলে সূর্যোদয়ের সময় একস্থানে ছায়া অন্যস্থানে আতপের উপলব্ধি হয় কেন? বলা হইয়াছে, পরমাণুর এমন কোন স্থান নাই যেখানে আতপ নাই। যদি দিগ্‌ভাগজন্য ভেদ ইষ্ট না হয় তাহা হইলে এক পরমাণু দ্বারা অন্য পরমাণুর আবরণ কিভাবে হয়? উক্ত হইয়াছে—পরমাণুর কোন পৃষ্ঠভাগ নাই যেখানে গমন না করিলে এক পরমাণুর দ্বারা অন্য পরমাণুর প্রতিঘাত হইবে। প্রতিঘাত না হইলে সকল পরমাণুর সমানদেশত্বহেতু সবই সংঘাত-পরমাণুমাত্র হইয়া যাইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ইহা কেন বোধগম্য হয় না যে ছায়া তথা আবরণ পিণ্ডেরই, পরমাণুর নহে? ইহার উত্তর কি এই যে, পরমাণু হইতে পিণ্ড ভিন্ন, যাহা ইহার ছায়া তথা আবরণমাত্র! না ইহা নহে। এইজন্য বলা হইয়াছে—

যদি পরমাণুসমূহ হইতে পিণ্ড ভিন্ন না হয় তাহা হইলে ঐ পিণ্ডেরও ছায়া তথা আবরণ থাকিতে পারেনা। ইহাই সিদ্ধ হয়।

ইহা সন্নিবেশ-পরিকল্পনা অর্থাৎ ঐ বাহ্যবস্তুর স্বরূপসম্বন্ধেই বিচার। কিন্তু যদি লক্ষণের প্রতিষেধ রূপাদিধর্মের না হয় তাহা হইলে ইহা পরমাণু বা ইহা পরমাণুর সংঘাত —এই প্রকার চিন্তায় কি লাভ? রূপাদি পদার্থসমূহের কি লক্ষণ? চক্ষুপ্রভৃতির বিষয় হওয়া এবং নীলাদিরূপে প্রাপ্ত হওয়া।

ইহারই বিষয় এখানে বিচার করা যাইতেছে যে, যাহা চক্ষুপ্রভৃতির বিষয় নীল পীতাদির রূপে ইষ্ট হয় তাহা কি এক দ্রব্য, না অনেক? এই প্রশ্নের কি উত্তর? অনেকত্বে দোষের কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

একত্বে ন ক্রমেণেতির্যুগপন্ন গ্রহাগ্রহৌ।
বিচ্ছিন্নানেকবৃত্তিশ্চ সূক্ষ্মানীক্ষা চ নো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—একত্বে ক্রমেণ ইতিঃ ন, যুগপৎ গ্রহাগ্রহৌ ন। বিচ্ছিন্নানেকবৃত্তিঃ চ সূক্ষ্মানীক্ষা চ নো ভবেৎ।

অনুবাদ—একত্ব মানিয়া লইলে ক্রম গমন হইতে পারেনা। একই সঙ্গে (কিছুর) গ্রহণ বা (কিছুর) অগ্রহণ হইতে পারেনা। বিচ্ছিন্ন অনেক পদার্থের দর্শন এবং সূক্ষ্ম পদার্থসমূহের অদর্শন হইতে পারেনা।

বৃত্তি—যদি যাবদবিচ্ছিন্নং নানেকং চক্ষুষো বিষয়স্তদেকং দ্রব্যং কল্প্যতে পৃথিব্যাং ক্রমেণেতির্ন স্যাদ্ গমনমিত্যর্থঃ। সকৃৎপাদক্ষেপেণ সর্বস্য গতত্বাৎ। অর্বাগ্ভাগস্য চ গ্রহণং পরভাগস্য চাগ্রহণং যুগপন্ন স্যাৎ। নহি তস্যৈব তদানীং গ্রহণং চাগ্রহণং চ যুক্তম্। বিচ্ছিন্নস্য চানেকস্য হস্ত্যশ্বাদিকস্যৈকত্র বৃত্তির্ন স্যাত্তত্রৈব হ্যেকং তত্রৈবাপরমিতি কথং তয়োর্বিচ্ছেদ ইষ্যতে। কথং বা তদেকং যৎপ্রাপ্তং চ তাভ্যাং ন চ প্রাপ্তমন্তরালে তচ্ছূন্যগ্রহণাৎ। সূক্ষ্মাণাং চৌদকজন্তুনাং স্থূলৈঃ সমানরূপাণামনীক্ষণং ন স্যাৎ। যদি লক্ষণভেদাদেব দ্রব্যান্তরত্বং কল্প্যতে নান্যথা, তস্মাদবশ্যং পরমাণুশো ভেদঃ কল্পয়িতব্যঃ। স চৈকো ন সিধ্যতি। তস্যাসিদ্ধৌ রূপাদীনাং চক্ষুরাদিবিষয়ত্বমসিদ্ধমিতি সিদ্ধং বিজ্ঞপ্তিমাত্রং ভবতীতি।

প্রমাণবশাদস্তিত্বং নাস্তিত্বং বা নির্ধার্যতে। সর্বেষাং চ প্রমাণানাং প্রত্যক্ষং প্রমাণং গরিষ্ঠমিত্যসত্যর্থে কথমিয়ং বুদ্ধির্ভবতি প্রত্যক্ষমিতি।

অনুবাদ—যদি বিচ্ছেদ এবং অনেকত্ব-রহিত চক্ষুর বিষয়কে একদ্রব্য মানা হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে ক্রমের দ্বারা গমন হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে একবার পাদক্ষেপের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর উপর গমন হইয়া যায়। যুগপৎ একই দ্রব্যের এক ভাগের গ্রহণ এবং পরভাগের অগ্রহণ হইতে পারে না, কারণ একই পদার্থের একই সময়ে গ্রহণ এবং অগ্রহণ সম্ভব নহে। বিচ্ছিন্ন অনেক হাতী, ঘোড়া প্রভৃতির একই স্থানে অস্তিত্ব হইতে পারে না, কারণ যেখানে একের উপস্থিতি সেখানে অন্যের উপস্থিতি স্বীকৃত হইলে দুইয়ের পার্থক্য কিভাবে স্বীকার করা যাইবে? ঐ বস্তু কিভাবে এক হইবে যাহা দুই হইতেই প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত, কারণ ঐ দুইয়ের মধ্যস্থানে ঐ দুই হইতে ভিন্ন শূন্য পৃথিবীর গ্রহণ হয়। স্থূল জলজন্তুদের দ্বারা সদৃশরূপধারী সূক্ষ্ম জলজন্তুসমূহের অদর্শন হইবে না। যদি লক্ষণভেদে দ্রব্যান্তরত্ব কল্পিত হয়, তাহা হইলেই সম্ভব, অন্যথা নহে। অতএব, অবশ্যই পরমাণুর ভেদ কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু সেই পরমাণু এক ইহা সিদ্ধ নহে। ইহার অসিদ্ধিতে রূপাদির চক্ষুরাদিবিষয়ত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব বিজ্ঞপ্তিমাত্রই সিদ্ধ হয়।

প্রমাণবশেই কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। সমস্ত প্রমাণ সমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ। অতএব, বস্তু যদি না থাকে তাহা হইলে 'ইহা প্রত্যক্ষ' এই জ্ঞান কিভাবে হইবে?

বলা হইয়াছে—

প্রত্যক্ষবুদ্ধিঃ স্বপ্নাদৌ যথা সা চ যদা তদা।
ন সোঽর্থো দৃশ্যতে তস্য প্রত্যক্ষত্বং কথং মতম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—স্বপ্নাদৌ যথা প্রত্যক্ষবুদ্ধিঃ। সা চ যদা তদা সঃ অর্থঃ ন দৃশ্যতে। তস্য প্রত্যক্ষত্বং কথং মতম্ ?

অনুবাদ—স্বপ্নাদি অবস্থাতেই যেমন প্রত্যকবুদ্ধি হয়। ইহা (প্রত্যক্ষবুদ্ধি) যখন হয়, তখন ঐ বিষয় দৃশ্যমান্ থাকেনা। (অতএব) ইহার প্রত্যক্ষত্ব কিভাবে সিদ্ধ হইবে ?

বৃত্তি—বিনাপ্যর্থেনেতি পূর্বমেব জ্ঞাপিতম্। যদা চ সা প্রত্যক্ষবুদ্ধির্ভবতীদং মে প্রত্যক্ষমিতি তদা ন সোঽর্থো দৃশ্যতে। মনোবিজ্ঞানেনৈব পরিচ্ছেদাচ্চক্ষুর্বিজ্ঞানস্য চ তদা নিরুদ্ধত্বাদিতি কথং তস্য প্রত্যক্ষত্বমিষ্টম্। বিশেষেণ তু ক্ষণিকস্য বিষয়স্য তদানীং নিরুদ্ধমেব তদ্রূপং রসাদিকং বা। নাননুভূতং মনোবিজ্ঞানেন স্মর্যত ইত্যবশ্যমর্থানুভবেন ভবিতব্যং তচ্চ দর্শনমিত্যেবং তদ্বিষয়স্য রূপাদেঃ প্রত্যক্ষত্বং মতম্। অসিদ্ধমিদমনুভূতস্যার্থস্য স্মরণং ভবতীতি। যস্মাৎ।

অনুবাদ—পূর্বেই (কারিকা-৪) প্রদর্শিত হইয়াছে যে স্বপ্নাদিতে বিষয় ব্যতিরেকেই বিষয়জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষবুদ্ধি হয়।

যখন স্বপ্নে প্রত্যক্ষবুদ্ধি হয় যে 'এই বস্তু আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি' তখন বস্তুতঃ ঐ বস্তু দৃশ্যমান থাকেনা। কারণ তখন চক্ষুর্বিজ্ঞান নিরুদ্ধ থাকে এবং কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের দ্বারাই ইহার প্রত্যক্ষত্ব নিশ্চিত হয়। অতএব, ঐ বিষয়ের প্রত্যক্ষত্ব কিভাবে ইষ্ট হইবে ? বিশেষভাবে ক্ষণিকবিষয়ের যখন তাদৃশী প্রত্যক্ষবুদ্ধি হয় তখন ইহার রূপ-রসাদি নিরুদ্ধই থাকে। অনুভব-ব্যতিরেকে মনোবিজ্ঞানের দ্বারা স্মরণ হইতে পারেনা। এইজন্য এই দর্শনও বিষয়ের অনুভবের দ্বারাই সম্ভব। এইভাবে চক্ষুর্বিজ্ঞানাদির বিষয় রূপাদির প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করা হয়। কিন্তু পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় এই কথাও সিদ্ধ নহে। কারণ—

উক্তং যথা তদাভাসা বিজ্ঞপ্তিঃ স্মরণং ততঃ।
স্বপ্নে দৃগ্বিষয়াভাবং নাপ্রবুদ্ধোঽবগচ্ছতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—যথা উক্তং তদ্ আভাসা বিজ্ঞপ্তিঃ, ততঃ স্মরণং। স্বপ্নে দৃগ্বিষয়াভাবম্ অপ্রবুদ্ধো ন অবগচ্ছতি।

অনুবাদ—যেমন ঐ বস্তুর আভাস-সমন্বিত বিজ্ঞপ্তি উক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারাই স্মরণ হয়। স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুসমূহের অভাবকে অপ্রবুদ্ধ (অজাগরিত) ব্যক্তি জানিতে পারে না।

বৃত্তি—বিনাপ্যর্থেন যথার্থাভাসা চক্ষুর্বিজ্ঞানাদিকা বিজ্ঞপ্তিরুৎপদ্যতে তথোক্তম্—ততো হি বিজ্ঞপ্তেঃ স্মৃতিসংপ্রযুক্তা তৎপ্রতিভাসৈব রূপাদিবিকল্পিকা মনো-

বিজ্ঞপ্তিরুৎপদ্যত ইতি ন স্মৃত্যুৎপাদাদর্থানুভবঃ সিধ্যতি। যদি যথা স্বপ্নে বিজ্ঞপ্তিরভূতার্থবিষয়া তথা জাগ্রতোঽপি স্যাত্তথৈব তদভাবং লোকঃ স্বয়মবগচ্ছেৎ। ন চৈবং ভবতি। তস্মান্ন স্বপ্ন ইবার্থোপলব্ধিঃ সর্বা নিরর্থিকা। ইদমজ্ঞাপকং। যস্মাৎ—এবং বিতথবিকল্পাভ্যাসবাসনানিদ্রয়া প্রসুপ্তো লোকঃ স্বপ্ন ইবাভূতমর্থং পশ্যন্ন প্রবুদ্ধস্তদভাবং যথাবন্নাবগচ্ছতি। যদা তু তৎপ্রতিপক্ষলোকোত্তরনির্বিকল্পজ্ঞানলাভাৎ প্রবুদ্ধো ভবতি তদা তৎপৃষ্ঠলব্ধশুদ্ধলৌকিকজ্ঞানসংমুখীভাবাদ্বিষয়াভাবং যথাবদবগচ্ছতীতি সমানমেতৎ।

যদি স্বসংতানপরিণামবিশেষাদেব সত্ত্বানামর্থপ্রতিভাসা বিজ্ঞপ্তয় উৎপদ্যন্তে নার্থবিশেষাৎ, তদা য এষ পাপকল্যাণমিত্রসংপর্কাৎ সদসদ্ধর্মশ্রবণাচ্চ বিজ্ঞপ্তিনিয়মঃ সত্ত্বানাং স কথং সিধ্যতি অসতি সদসৎসংপর্কে তদ্দেশনায়াং চ।

অনুবাদ—বিষয় ব্যতিরেকেও ঐ বিষয়ের আভাস-সমন্বিত চক্ষুর্বিজ্ঞানাদিজন্য বিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন হয়—ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ঐ বিজ্ঞপ্তির স্মৃতিসম্প্রযুক্ত ঐ বিষয়ের আভাস-সমন্বিত রূপাদি বিকল্পক মনোবিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন হয়। এইজন্য স্মৃতির উৎপত্তির দ্বারা বাস্তবিক বস্তুর অনুভব সিদ্ধ হয় না। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যে প্রকার স্বপ্নে যে বিজ্ঞপ্তি হয় তাহা অসৎ-বস্তুবিষয়ক। ঐ প্রকারে জাগ্রত অবস্থাতেও যদি হয় তাহা হইলে স্বপ্নবৎ জাগ্রত অবস্থার বিষয়েরও অভাব হইবে এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। অতএব স্বপ্নবৎ সমস্ত বস্তুর উপলব্ধিকে বিষয়শূন্য বলা যাইবে না।

কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নহে। কারণ ঈদৃশ মিথ্যা বিকল্পসমূহের অভ্যাসের বাসনারূপী নিদ্রার দ্বারা প্রসুপ্ত ব্যক্তি স্বপ্নবৎ অবাস্তব বস্তুসমূহকে দর্শন করিয়া থাকে, এবং তত্ত্বজ্ঞানজন্য জাগৃতি না হইলে উহার (বস্তুসমূহের) অভাবকে যথার্থভাবে জানিতে পারেনা। কিন্তু যখন ঐ মিথ্যা বিকল্পের প্রতিপক্ষ নির্বিকল্প লোকোত্তর জ্ঞানের প্রাপ্তির দ্বারা মনুষ্য জাগ্রত হয়, তখন সে তৎপশ্চাৎ লব্ধ শুদ্ধ লৌকিক জ্ঞানের বাস্তব অনুভূতির দ্বারা বিষয়ের অভাবকে যথার্থভাবে জানিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যদি স্বীয় চিত্তসন্তানের পরিমাণবিশেষের দ্বারা সত্ত্বগণের অর্থপ্রতিভাস বিজ্ঞপ্তিসমূহ উৎপন্ন হয়, অর্থবিশেষের দ্বারা নহে, তাহা হইলে পাপী এবং ধর্মাত্মাদের সম্পর্কের দ্বারা এবং সত্য ও মিথ্যা ধর্ম শ্রবণের দ্বারা সত্ত্বগণের বিবিধ প্রকার বিজ্ঞপ্তি হয়—এই নিয়ম কিভাবে সিদ্ধ হইবে যদি পাপ এবং কল্যাণমিত্রের সম্পর্ক এবং সদ্ধর্ম ও অধর্মের দেশনা না থাকে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—

অন্যোন্যাধিপতিত্বেন বিজ্ঞপ্তিনিয়মো মিথঃ।
মিদ্ধেনোপহতং চিত্তং স্বপ্নে তেনাসমং ফলম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—অন্যোন্যাধিপতিত্বেন মিথঃ বিজ্ঞপ্তিনিয়মঃ। স্বপ্নে চিত্তং মিদ্ধেন উপহতং, তেন ফলম্ অসমম্।

অনুবাদ—অন্যোন্যাধিপত্যের দ্বারা পরস্পর বিজ্ঞপ্তিনিয়ম। স্বপ্নে চিত্ত তন্দ্রালুতার দ্বারা উপহত থাকে, তাই ফল সমান হয় না।

বৃত্তি—সর্বেষাং হি সত্ত্বানামন্যোঽন্যবিজ্ঞপ্ত্যাধিপত্যেন মিথো বিজ্ঞপ্তের্নিয়মো ভবতি যথাযোগম্। মিথ ইতি পরস্পরতঃ। অতঃ সন্তানান্তরবিজ্ঞপ্তিবিশেষাৎ সন্তানান্তরে বিজ্ঞপ্তিবিশেষ উৎপদ্যতে নার্থবিশেষাৎ। যদি যথা স্বপ্নে নিরর্থিকা বিজ্ঞপ্তিরেবং জাগ্রতোঽপি স্যাৎ কস্মাৎ কুশলাকুশলসমুদাচারে সুপ্তাসুপ্তয়োস্তুল্যং ফলমিষ্টানিষ্টমাযত্যাং ন ভবতি। যস্মাৎ 'মিদ্ধেনোপহতং চিত্তং স্বপ্নে তেনাসমং ফলম্'। ইদমত্রকারণং ন ত্বর্থসদ্ভাবঃ।

যদি বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদং ন কস্যচিৎ কায়োঽস্তি ন বাক্। কথমনুক্রম্যমাণানামৌরভ্রিকাদিভিরুরভ্রাদীনাং মরণং ভবতি? অতৎকৃতে বা তন্মরণে কথমৌরভ্রিকাদীনাং প্রাণাতিপাতাবদ্যেন যোগো ভবতি?

অনুবাদ—সত্ত্বগণের পরস্পর বিজ্ঞপ্তি-আধিপত্যের দ্বারা পরস্পরের বিজ্ঞপ্তির যথাযথ নিয়ম হয়, অতএব, এক চিত্তসন্তানের বিজ্ঞপ্তিবিশেষের দ্বারা অন্য চিত্তসন্তানে বিজ্ঞপ্তিবিশেষ উৎপন্ন হয়, বস্তু বিশেষের দ্বারা নহে।

যদি যেমন স্বপ্নে বিজ্ঞপ্তি বিষয়রহিত হয়, তদ্রূপ জাগ্রত ব্যক্তিরও বিজ্ঞপ্তি হয়, তাহা হইলে কুশল এবং অকুশল কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে সুপ্ত এবং অসুপ্ত উভয়ের ভবিষ্যতকালে একই সমান ইষ্ট বা অনিষ্ট ফল কেন হয় না? কারণ স্বপ্নে চিত্ত তন্দ্রালুতার দ্বারা উপহত থাকে। তাই একই সমান ফল হয় না। ইহাই এখানে কারণ, পদার্থের যে বাস্তব সত্তা আছে তাহা নহে।

যদি সব কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র হয়, কাহারও শরীর নাই, বাক্য নাই, তাহা হইলে মেষাদি জন্তুদের ঘাতকের দ্বারা মেষাদি জন্তুকে বধ করা হইলে তাহাদের মৃত্যু হয় কেন? যদি এই বধকৃত্যের জন্য বস্তুতই ঘাতক দায়ী না হয় তাহা হইলে ঘাতক প্রাণীহত্যাজনিত পাপের দ্বারা যুক্ত কেন হয়? উত্তরে বলা হইয়াছে—

মরণং পরবিজ্ঞপ্তিবিশেষাদ্বিক্রিয়া যথা।
স্মৃতিলোপাদিকান্যেষাং পিশাচাদিমনোবশাৎ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—মরণং পরবিজ্ঞপ্তিবিশেষাৎ বিক্রিয়া। যথা পিশাচাদিমনোবশাৎ অন্যেষাং স্মৃতিলোপাদিকা (ভবতি)।

অনুবাদ—মৃত্যু অন্য বিজ্ঞপ্তির প্রভাবের দ্বারা উৎপন্ন এক বিকৃতি মাত্র। যেমন পিশাচাদির মনের প্রভাবের দ্বারা অন্যের স্মৃতিলোপ ইত্যাদি হইয়া থাকে।

বৃত্তি—যথা হি পিশাচাদিমনোবশাদন্যেষাং স্মৃতিলোপস্বপ্নদর্শনভূতগ্রহাবেশবিকারা ভবন্তি, ঋদ্ধিবন্মনোবশাচ্চ। যথা সারণস্যার্যমহাকাত্যায়নাধিষ্ঠানাৎ স্বপ্নদর্শনম্। আরণ্যকর্ষিমনঃপ্রদোষাচ্চ বেমচিত্রপরাজয়ঃ। তথা পরবিজ্ঞপ্তি-

বিশেষাধিপত্যাৎ পরেষাং জীবিতেন্দ্রিয়বিরোধিনী কাচিদ্বিক্রিয়োৎপদ্যতে যয়া সভাগসংততিবিচ্ছেদাখ্যং মরণং ভবতীতি বেদিতব্যম্।

অনুবাদ—যেমন পিশাচাদির মনোদশার প্রভাবে অন্যদের স্মৃতিলোপ, স্বপ্নদর্শন, ভূতগ্রহাবেশাদি বিকার উৎপন্ন হয় তদ্রূপ ঋদ্ধিমান পুরুষদের মনোবলের দ্বারাও হইয়া থাকে। যেমন আর্য মহাকাত্যায়নের অধিষ্ঠানের দ্বারা সারণের স্বপ্নদর্শন হইয়াছিল, এবং আরণ্যক ঋষির মনোদোষের দ্বারা বেমচিত্রের পরাজয় হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্যের বিজ্ঞপ্তিবিশেষের প্রভাবের দ্বারা অন্যের জীবিতেন্দ্রিয়-বিরোধিনী এক বিক্রিয়া উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা সভাগসন্ততিবিচ্ছেদরূপ মৃত্যু হয়—এইস্থানে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

কথং বা দণ্ডকারণ্যশূন্যত্বমৃষিকোপতঃ।
মনোদণ্ডো মহাবদ্যঃ কথং বা তেন সিধ্যতি ॥ ২০ ॥

অন্বয়—কথং বা ঋষিকোপতঃ দণ্ডকারণ্যশূন্যত্বম্। কথং বা তেন মনোদণ্ডো মহাবদ্যঃ (ইতি) সিধ্যতি।

অনুবাদ—ঋষিকোপের দ্বারা দণ্ডকারণ্যের শূন্যতা কেন? মনোদণ্ড মহাপাপযুক্ত ইহাই বা কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

বৃত্তি—যদি পরবিজ্ঞপ্তিবিশেষাধিপত্যাৎ সত্ত্বানাং মরণং নেষ্যতে, মনোদণ্ডস্য হি মহাসাবদ্যত্বং সাধয়তা ভগবতোপালির্গৃহপতিঃ পৃষ্টঃ—কচ্চিত্তে গৃহপতে শ্রুতং কেন তানি দণ্ডকারণ্যানি মাতঙ্গারণ্যানি কলিঙ্গারণ্যানি শূন্যানি মেধ্যীভূতানি। তেনোক্তম্। শ্রুতং মে ভো গৌতম ঋষীণাং মনঃপ্রদোষেণেতি।

যদ্যেবং কল্প্যতে। তদভিপ্রসন্নৈরমানুষৈস্তদ্বাসিনঃ সত্ত্বা উৎসাদিতা ন ত্বৃষীণাং মনঃপ্রদোষান্মৃতা ইত্যেবং সতি কথং তেন কর্মণা মনোদণ্ডঃ কায়বাগ্দণ্ডাভ্যাং মহাবদ্যতমঃ সিদ্ধো ভবতি। তন্মনঃপ্রদোষমাত্রেণ তাবতাং সত্ত্বানাং মরণাৎ সিধ্যতি।

অনুবাদ—যদি অন্যের বিজ্ঞপ্তিবিশেষের প্রভাবের দ্বারা প্রাণীদের মৃত্যু ইষ্ট না হয়, তাহা হইলে—মনোদণ্ডের মহাপাপজনকতা সিদ্ধকারী ভগবান যখন গৃহপতি উপালিকে এইরূপ বলিয়াছেন—'হে গৃহপতি, তুমি কি শুনিয়াছ কিভাবে দণ্ডকারণ্য, মাতঙ্গারণ্য, কলিঙ্গারণ্য শূন্য হইয়াছিল ও ধ্বংস হইয়াছিল?'—তখন উপালি উত্তরে বলিয়াছিলেন—'হে গৌতম, আমি এইরূপ শুনিয়াছি যে ঋষিদের মনঃপ্রদোষের দ্বারা এইরূপ হইয়াছিল।' —উপালির এই উক্তি কিভাবে সঙ্গত হইবে?

অথবা যদি এইরূপ কল্পনা করা যায় যে, উক্ত অঞ্চল সমূহের (কলিঙ্গাদি) নিকটে অবস্থানকারী অমানুষদের (পিশাচাদি) দ্বারা ঐ স্থানসমূহের অধিবাসিগণ হত হইয়াছেন, ঋষিগণের মনঃপ্রদোষের দ্বারা নহে, তাহা হইলে 'মনোদণ্ড কায় বা বাগ্দণ্ড অপেক্ষা অধিক পাপজনক' এই উক্তি কিভাবে সিদ্ধ হইবে? ঋষিগণের মনোদোষের দ্বারাই বস্তুতঃ ঐ সকল প্রাণীদের মৃত্যু হইয়াছিল—ইহার দ্বারাই ঐ উক্তি সিদ্ধ।

পরচিত্তবিদাং জ্ঞানমযথার্থং কথং যথা।
স্বচিত্তজ্ঞানম্ অজ্ঞানাত্তথা বুদ্ধস্য গোচরঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—কথং পরচিত্তবিদাং জ্ঞানম্ অযথার্থম্ যথা স্বচিত্তজ্ঞানম্? অজ্ঞানাৎ যথা বুদ্ধস্য গোচরঃ।

অনুবাদ—যেমন স্বচিত্তজ্ঞান তেমন পরচিত্তবিদ্‌দের জ্ঞান অযথার্থ কিরূপে? অজ্ঞানের দ্বারা। (অর্থাৎ) যেমন বুদ্ধের জ্ঞান (তেমন পরচিত্তবিদ্‌দের নহে)।

বৃত্তি—যদি বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদং পরচিত্তবিদঃ কিং পরচিত্তং জানন্তি অথ ন? কিঞ্চাতঃ? যদি ন জানন্তি কথং পরচিত্তবিদো ভবন্তি? অথ জানন্তি। তদপি কথমযথার্থম্? যথা তন্নিরভিলাপ্যেনাত্মনা বুদ্ধানাং গোচরঃ তথা তদজ্ঞানাত্তদুভয়ং ন যথার্থং বিতথপ্রতিভাসতয়া গ্রাহ্যগ্রাহকবিকল্পস্যাপ্রহীণত্বাৎ। অনন্তবিনিশ্চয়-প্রভেদাগাধগাম্ভীর্যায়াং বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায়াম্।

অনুবাদ—যদি সব কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র হয়, তাহা হইলে পরচিত্তবিদেরা অন্যের চিত্ত জানিতে পারে, কি পারে না? এই প্রশ্নের কি বক্তব্য? যদি জানিতে না পারে তাহা হইলে কিভাবে তাহারা পরচিত্তবিদ্ হইবে? আর যদি জানিতে পারে, তাহা হইলে পরচিত্তবিদ্‌দের জ্ঞান অযথার্থ কিভাবে হইবে? যেমন স্বচিত্তজ্ঞান অযথার্থ ঐরূপ অন্যদেরও। এখন প্রশ্ন হইতে পারে অযথার্থ কেন। ইহার উত্তর হইতেছে 'অজ্ঞানের দ্বারা'। বুদ্ধের জ্ঞানের ন্যায় পরচিত্তবিদ্‌দের জ্ঞান হইতে পারে না। বুদ্ধগণের জ্ঞানের বিষয় যেরূপ অনির্বচনীয় তদ্রূপ উহাদের (পরচিত্তবিদ্‌দের) জ্ঞান না হইবার কারণে স্বচিত্ত এবং পরচিত্তের জ্ঞান উভয়ই অযথার্থ, কারণ মিথ্যাপ্রতিভাসের দ্বারা গ্রাহ্য এবং গ্রাহকের বিকল্প (পরচিত্তবিদ্‌দেরও) বিনষ্ট হয়না। অতএব, এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা হইতেছে অনন্ত-বিনিশ্চয়ের প্রভেদযুক্ত এবং অগাধগাম্ভীর্যযুক্ত।

বিপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিঃ স্বশক্তিসদৃশী ময়া।
কৃতেয়ং সর্বথা সা তু ন চিন্ত্যা বুদ্ধগোচরঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—ইয়ং বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিঃ স্বশক্তিসদৃশী ময়া কৃতা। সা তু সর্বথা ন চিন্ত্যা। (সা) বুদ্ধগোচরঃ।

অনুবাদ—এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি যথাশক্তি আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে চিন্তার দ্বারা সর্বথা জানা যায়না। ইহা বুদ্ধগোচর।

বৃত্তি—সর্বপ্রকারা তু সা মাদৃশৈশ্চিন্তয়িতুং ন শক্যতে, তর্কাবিষয়ত্বাৎ। কস্য পুনঃ সা সর্বথা গোচর ইত্যাহ—বুদ্ধানাং হি সা ভগবতাং সর্বপ্রকারং গোচরঃ সর্বাকারসর্বজ্ঞেয়জ্ঞানাবিঘাতাদিতি।

অনুবাদ—তর্কের বিষয় নহে বলিয়া সর্বপ্রকারে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাকে মৎসদৃশ মনুষ্যগণের দ্বারা চিন্তা করা সম্ভব নয়। ইহা সর্বথা কাহার গোচর? সর্বপ্রকারে ইহা বুদ্ধগণেরই গোচর। বুদ্ধগণের মধ্যেই সর্বপ্রকার জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান অপ্রতিহতরূপেই বিদ্যমান।

বিংশতিকা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিঃ। কৃতিরিয়মাচার্যবসুবন্ধোঃ।

আচার্য বসুবন্ধুকৃত বিংশতিকা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি সমাপ্ত হইল।

———

ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিভাষ্যম্

বিষয়সংক্ষেপ

পুদ্‌গলনৈরাত্ম্য এবং ধর্মনৈরাত্ম্য বিষয়ে যাঁহারা অনভিজ্ঞ তাঁহাদের উক্ত বিষয়ে জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যেই ত্রিংশিকা বিরচিত হইয়াছে। ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণের বিনাশের জন্য যথাক্রমে পুদ্‌গলনৈরাত্ম্য এবং ধর্মনৈরাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। পুদ্‌গলনৈরাত্ম্যের দ্বারা রাগ-দ্বেষ-মোহাদি ক্লেশের আবরণ দূরীভূত হয় এবং ধর্মনৈরাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থের আবরণ দূরীভূত হয় অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রতিহত জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানলাভের দ্বারাই সর্বজ্ঞতাপ্রাপ্তি ঘটে।

আত্মা এবং ধর্মের উপচার (অর্থাৎ যাহা যেখানে নাই, সেখানে তাহার আরোপণ) বিবিধ প্রকার। যেমন আত্মা, জীব, পুদ্‌গল, জন্তু, মনুজ, মানব ইত্যাদি আত্মার উপচার। স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান প্রভৃতি ধর্মের উপচার। আত্মা এবং ধর্মের এই উপচারের নামই বিজ্ঞান-পরিণাম বা বিজ্ঞানের অন্যথাত্ব। বিপাক, মনন এবং বিষয়বিজ্ঞপ্তিভেদে এই বিজ্ঞান-পরিণাম ত্রিবিধ। ইহার মধ্যে বিপাক-পরিণাম হইতেছে সর্বধর্মের বীজস্বরূপ আলয়বিজ্ঞান। এই আলয়বিজ্ঞান সর্বদা স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা ও চেতনা এই পাঁচটি চৈতসিকের সহিত যুক্ত থাকে।

বেদনা বা অনুভূতি তিন প্রকার—সুখ, দুঃখ এবং উপেক্ষা। তন্মধ্যে উপেক্ষা-বেদনার সহিতই আলয়বিজ্ঞান যুক্ত থাকে। সুখ এবং দুঃখের সহিত যুক্ত থাকে না, কারণ সুখ এবং দুঃখ উভয়ই পরিচ্ছিন্ন আলম্বন ও পরিচ্ছিন্ন আকারযুক্ত।

পুনরায় আলয়বিজ্ঞান কুশলও নহে, অকুশলও নহে এবং নিবৃতাব্যাকৃতও নহে, ইহা অনিবৃতাব্যাকৃত। মনোভূমিক আগন্তুক উপক্লেশ সমূহের দ্বারা আবৃত হয় না বলিয়া ইহা অনিবৃত। বিপাক হয় বলিয়া ইহা বিপাক। কুশল বা অকুশলরূপে ব্যাকৃত হয় না বলিয়া ইহা অব্যাকৃত। আলয়বিজ্ঞানের ন্যায় স্পর্শাদি পাঁচটি চৈতসিকও একান্ততঃ বিপাক এবং অপরিচ্ছিন্ন আলম্বন ও অপরিচ্ছিন্ন আকারযুক্ত। ইহাদের প্রত্যেকে নিজেকে বাদ দিয়া অন্য চারিটি চৈতসিক এবং আলয়বিজ্ঞানের সহিত যুক্ত থাকে এবং আলয়বিজ্ঞানের ন্যায় ইহাদের বেদনাও উপেক্ষা এবং ইহারা অনিবৃতাব্যাকৃত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে একই আলয়বিজ্ঞান কি অভিন্নরূপে আসংসার (যতদিন সংসার চলিতে থাকিবে) চলিতে থাকে, না প্রবাহরূপে চলিতে থাকে? উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ক্ষণিক বলিয়া একই আলয়বিজ্ঞান অভিন্নরূপে চলিতে পারে না, বরং ইহা স্রোতপ্রবাহবৎ প্রবাহরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। জলস্রোত যেমন তৃণ-কাষ্ঠ-গোময়াদি ভাসাইয়া লইয়া চলে, আলয়বিজ্ঞানও তদ্রূপ কুশল, অকুশল এবং আনেঞ্জ (অর্থাৎ নকুশল নাকুশল) কর্মবাসনার

দ্বারা অনুগত স্পর্শ-মনস্কারাদিকে সংসারস্থিতি পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু এই প্রবাহের শেষ কোথায়? বলা হইয়াছে অর্হত্ব প্রাপ্তিতেই ইহার শেষ (কারিকা ৫)। এই অর্হত্ব অবস্থাতে আলয়বিজ্ঞানে স্থিত সকল কর্মবীজ নিরবশেষভাবে ধ্বংস হয় বলিয়া তাহাতেই আলয়বিজ্ঞানের ব্যাবৃত্তি বা শেষ পরিণতি হয়।—এইরূপে বিস্তৃতভাবে 'বিপাক পরিণাম' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে (কারিকা ২—৫)। তারপর 'মনন-পরিণাম' নামক বিজ্ঞান-পরিণাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

মনোবাসনার আশ্রয় হইতেছে আলয়বিজ্ঞান। এই আলয়বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং উক্ত আলয়বিজ্ঞানই ইহার আলম্বন। এই মনোবিজ্ঞান চারি নিবৃতাব্যাকৃত ক্লেশের সহিত যুক্ত থাকে, যথা, আত্মদৃষ্টি, আত্মমোহ, আত্মমান এবং আত্মস্নেহ। ইহা ছাড়া স্পর্শাদি সর্বত্রগামী পঞ্চ ক্লেশ ত যুক্ত থাকিবেই। এখন বক্তব্য হইতেছে যে যদি এই ক্লিষ্ট মন কুশল, ক্লিষ্ট এবং অব্যাকৃত অবস্থাসমূহে সামান্যরূপে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। নিবৃত্তি না হইলে মোক্ষ কিভাবে হইবে? বলা হইয়াছে অর্হতের সমস্ত ক্লেশ নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ক্লিষ্ট মনও আর থাকে না—এমন কি নিরোধসমাপত্তি অবস্থাতে এবং লোকোত্তর মার্গেও ইহা থাকে না।—এইভাবে দ্বিতীয় পরিণাম অর্থাৎ মনন পরিণাম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (কারিকা ৫—৭)। অতঃপর বিষয়-বিজ্ঞপ্তি নামক তৃতীয় এবং শেষ বিজ্ঞান-পরিণাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য এবং ধর্ম—এই ছয় প্রকার বিষয়ের উপলব্ধি, গ্রহণ বা প্রতিপত্তিই হইতেছে তৃতীয় পরিণাম। ইহা কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহের সহিত সম্প্রযুক্ত বলিয়া ইহা কুশল। লোভ, দ্বেষ এবং মোহের সহিত সম্প্রযুক্ত বলিয়া ইহা অকুশল। কুশল এবং অকুশল উভয়ের কাহারও সহিত সম্প্রযুক্ত নহে বলিয়া ইহা অব্যাকৃত। এই বিষয়বিজ্ঞপ্তি নামক তৃতীয় বিজ্ঞান-পরিণাম স্পর্শাদি পঞ্চ সর্বত্রগামী চৈতসিক, সমাধি, ধী, ছন্দ, অধিমোক্ষ এবং স্মৃতি এই পঞ্চ বিনিয়ত চৈতসিক, শ্রদ্ধা, হ্রী, অপত্রপা, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, বীর্য, প্রশ্রব্ধি, উপেক্ষা, অপ্রমাদ এবং অহিংসা এই একাদশ কুশল চৈতসিক, রাগ, দ্বেষ (প্রতিঘ), মোহ (মূঢ়ি), মান (মান, অতিমান, মানাতিমান, অস্মিমান, অভিমান, উনমান, মিথ্যামান ইত্যাদি পর্যায়), দৃষ্টি (আত্মদৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিপরামর্শ, শীলব্রতপরামর্শ) এবং বিচিকিৎসা এই ছয় প্রকার ক্লেশ চৈতসিক, এবং ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, প্রদাশ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য, মায়া, শাঠ্য, মদ, বিহিংসা, অহ্রী, অত্রপা, স্ত্যান, উদ্ধব, অশ্রদ্ধা, কৌশীদ্য, প্রমাদ, স্মৃতিভ্রষ্টতা, বিক্ষেপ, অসম্প্রজন্য, কৌকৃত্য, মিদ্ধ, বিতর্ক এবং বিচার—এই চতুর্বিংশতি প্রকার উপক্লেশ চৈতসিক এবং সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা এই তিন প্রকার বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত (কারিকা ৮—১৪)।

এখন প্রশ্ন হইতেছে মূলবিজ্ঞানে কারণ সমূহের সান্নিধ্য হইলে কি চক্ষুরাদি পাঁচ প্রকার বিজ্ঞান একসঙ্গে উৎপন্ন হয়, না পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উৎপন্ন হয়। দৃষ্টান্ত সহযোগে বলা হইয়াছে যে জলের মহাপ্রবাহে একটি মাত্র তরঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলে একটি মাত্র

তরঙ্গই উৎপন্ন হইবে। দুই বা তিন বা বহু তরঙ্গের উৎপত্তির কারণ ঘটিলে দুই বা তিন বা বহু তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে। ঐ জল প্রবাহের কখনও সমুচ্ছেদ হয় না। তদ্রূপ আলয়বিজ্ঞানের আশ্রয়ের দ্বারা যদি কেবল চক্ষুবিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শুধু চক্ষুবিজ্ঞানই উৎপন্ন হইবে, অন্য বিজ্ঞান নহে। যদি দুই, তিন বা পাঁচ বিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একত্রে পাঁচটি বিজ্ঞানই উৎপন্ন হইবে (কারিকা—১৫)।

তাহাই যদি হয়, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কি বক্তব্য? মনোবিজ্ঞান কি চক্ষুরাদি বিজ্ঞানসমূহের সহিত প্রবৃত্ত হয়, না তাহা নহে? বলা হইয়াছে যে, মনোবিজ্ঞান চক্ষুরাদি বিজ্ঞানের সহিত একত্রেও উৎপন্ন হয়, আবার পৃথগ্‌ভাবেও উৎপন্ন হয়। তবে সর্বদা আসংজ্ঞিক, আসংজ্ঞিক-সমাপত্তি, নিরোধ-সমাপত্তি, অচিত্তক-মিদ্ধ এবং অচিত্তকমূর্চ্ছা এই পাঁচ অবস্থাকে বাদ দিয়া অন্য সকল অবস্থাতেই ইহার প্রবৃত্তি হয়। আসংজ্ঞিকাদি অবস্থাতে মনোবিজ্ঞান নিরুদ্ধ হইলে ইহা পুনরায় আলয়বিজ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয়, কারণ আলয়বিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানের বীজ। এ স্থলে ইহাই বক্তব্য যে আসংজ্ঞিকাদি অবস্থাতে মনোবিজ্ঞান সাময়িকভাবে নিরুদ্ধ হয় বটে, ইহার সর্বথা বিনাশ হয় না (কারিকা—১৬)।

যে বিজ্ঞানের পরিণামে আত্মা এবং ধর্মের উপচার হয় সেই ত্রিবিধ বিজ্ঞান-পরিণাম সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া আচার্যপ্রবর পরে দেখাইয়াছেন কিভাবে বিজ্ঞান-পরিণাম ভিন্ন আত্মা বা ধর্মের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

এই বিজ্ঞান-পরিণামকে বিকল্পও বলা হয়। অতএব ত্রৈধাতুক (কামধাতু, রূপধাতু এবং অরূপধাতু) চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহ এমন কি অসংস্কৃত ধর্মসমূহও অভূত অর্থাৎ অযথার্থ এবং পরিকল্পিত অর্থাৎ কল্পনামাত্র। আত্মা, স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, রূপ, শব্দ ইত্যাদি কোন বস্তুই যথার্থ নহে। সমস্তই বিজ্ঞান-পরিণাম অর্থাৎ কল্পনামাত্র। অতএব আলম্বন বা বিষয়ের অভাবে সমস্তই বিজ্ঞপ্তিমাত্র। এখন প্রশ্ন হইতেছে, যদি সমস্ত কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র হয়, ইহা ভিন্ন কর্তা বা করণ যদি না থাকে, তাহা হইলে অধিষ্ঠান এবং করণ ব্যতিরেকে কিভাবে মূলবিজ্ঞান হইতে বিকল্প প্রবৃত্ত হয়? উত্তরে বলা হইয়াছে, সমস্ত কিছুর বীজ হইতেছে বিজ্ঞান অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞান। একে অন্যের প্রভাবের দ্বারা ঐ প্রকার পরিণাম উৎপন্ন হয় এবং ঐজন্য বিকল্পও উৎপন্ন হয়। চক্ষুরাদি বিজ্ঞান স্বশক্তির পরিপুষ্টিতে বিদ্যমান থাকিয়া শক্তিবিশিষ্ট আলয়বিজ্ঞানের পরিণামের (পূর্বাবস্থা হইতে অন্যাবস্থা প্রাপ্তির) নিমিত্ত হয়। আবার আলয়বিজ্ঞানের পরিণামও চক্ষুরাদি বিজ্ঞানের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এইভাবে বর্তমান জন্মে কিভাবে আলয়বিজ্ঞান হইতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাহা আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞপ্তিমাত্রের অন্তর্গত বর্তমান জন্ম নিরুদ্ধ হইলে অনাগত জন্মের প্রতিসন্ধান কিভাবে হয়? উক্ত হইয়াছে, পূর্ব আলয়বিজ্ঞান নষ্ট হইলে কর্মবাসনা গ্রাহ্যগ্রাহকবাসনার সহিত মিলিত হইয়া অন্য আলয়বিজ্ঞান উৎপন্ন করে। অতএব এই আলয়বিজ্ঞানই সমস্ত কিছুর মূল। আলয়বিজ্ঞান বিনা সংসারের প্রবৃত্তি যেমন অসম্ভব, নিবৃত্তিও অসম্ভব। সংসারের কারণ

হইতেছে কর্ম এবং ক্লেশ। তন্মধ্যে ক্লেশই প্রধান। ক্লেশের আধিপত্যের দ্বারা কর্ম সত্ত্বগণকে পুনর্ভবে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়, অন্যথায় নহে। অতএব সংসারের প্রবৃত্তিতে প্রধান বলিয়া ক্লেশই মূল। উহার ধ্বংস হইলেই সংসারের নিবৃত্তি হয়, অন্যথায় নহে (কারিকা ১৭—১৯)।

যদি সমস্ত কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র হয়, তাহা হইলে কি সূত্রবিরোধ হইতেছে না? কারণ সূত্রসমূহে তিন প্রকার স্বভাব উক্ত হইয়াছে—পরিকল্পিত, পরতন্ত্র এবং পরিনিষ্পন্ন। উত্তরে বলা হইয়াছে যে সূত্রবিরোধ হইতেছেনা, কারণ—বিজ্ঞপ্তিমাত্র হইলেও উক্ত তিন প্রকার স্বভাবের যথাযথ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে যে বিকল্পের দ্বারা যে যে বস্তুর বিকল্প করা হয়, আধ্যাত্মিক বা বাহ্য, এমন কি বুদ্ধগণের ধর্মসমূহ পর্যন্ত, সমস্তই পরিকল্পিত স্বভাবযুক্ত। যে বস্তু বিকল্পের বিষয় তাহাতে সত্তার অভাব হয় বলিয়া উহা অবিদ্যমান। অতএব সেই বস্তু পরিকল্পিতস্বভাবযুক্ত। আর পরতন্ত্র এইজন্যই বলা হইয়াছে, কারণ ইহার উৎপত্তি স্বভিন্ন অন্য প্রত্যয় বা প্রত্যয়সমূহের উপর নির্ভর করে। আবার নির্বিকার-সিদ্ধ হইলে ইহাকে পরিনিষ্পন্ন বলা হয়। এই পরিনিষ্পন্ন পরতন্ত্র হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। নির্বিকল্পক লোকোত্তরজ্ঞানে দর্শনযোগ্য পরিনিষ্পন্ন স্বভাবের দর্শন না হইলে পরতন্ত্রের দর্শনও হয় না। উক্ত তিন প্রকার স্বভাবের আবার তিনপ্রকার নিঃস্বভাবতা আছে। ইহা দেখিয়া বলা হইয়াছে যে সমস্ত ধর্মই নিঃস্বভাব। এই তিন প্রকার নিঃস্বভাবতা হইতেছে, লক্ষণ-নিঃস্বভাবতা, উৎপত্তি-নিঃস্বভাবতা এবং পরমার্থ-নিঃস্বভাবতা। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি (লক্ষণ-নিঃস্বভাবতা) হইতেছে পরিকল্পিত স্বভাব। লক্ষণের দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত বলিয়া ইহা লক্ষণ-নিঃস্বভাবতা। স্বরূপের অভাবে আকাশ-কুসুমবৎ ইহারও নিঃস্বভাবতা। দ্বিতীয়টি (উৎপত্তি-নিঃস্বভাবতা) হইতেছে পরতন্ত্রস্বভাব। ইহার নিজ সত্তা নাই, মায়াবৎ অন্য প্রত্যয়ের দ্বারাই ইহা উৎপন্ন হয়। তৃতীয়টি (পরমার্থ-নিঃস্বভাবতা) হইতেছে পরিনিষ্পন্ন স্বভাব। পরম শব্দের অর্থ হইতেছে লোকোত্তর জ্ঞান। ইহার উত্তর কিছুই নাই বলিয়া ইহাকে পরমার্থ বলা হয়। আকাশবৎ সর্বত্র এক রস বিমল এবং নির্বিকার হয় বলিয়া পরিনিষ্পন্ন স্বভাবকে পরমার্থ বলা হয়। যেহেতু পরিনিষ্পন্ন স্বভাবই সকল পরতন্ত্রাত্মক ধর্মের পরমার্থ এবং উহাই উহার ধর্মতা, অতএব পরিনিষ্পন্ন স্বভাবই পরমার্থ-নিঃস্বভাবতা, কারণ বস্তুতঃ পরিনিষ্পন্ন অভাব-স্বভাবযুক্ত। পরমার্থ ব্যতীত পরিনিষ্পন্নকে 'তথতা' শব্দের দ্বারাও সূচিত করা হয়; এমন কি ধর্মধাতুর পর্যায়বাচী সকল শব্দের দ্বারাই ইহাকে সূচিত করা যাইতে পারে। পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ এবং অশৈক্ষ অবস্থাদিতে সর্বকালে উহা একই রূপে থাকে, অন্যরূপে নহে, বলিয়া ইহাকে তথতা বলা হয়; এবং ইহাই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা (কারিকা ২০—২৫)।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যদি সমস্তই বিজ্ঞপ্তিমাত্র হয়, তাহা হইলে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা এবং কায়দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্প্রষ্টব্যের গ্রহণ কেন হয়? বলা হইয়াছে— যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান অদ্বৈত-লক্ষণযুক্ত বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় স্থিত না হয়, ততক্ষণ গ্রাহ্য এবং

গ্রাহকবাসনা নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্য উপলব্ধির প্রহাণ হয় না, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরও প্রহাণ হয় না। অতএব সাধারণ ব্যক্তির মনে হয়—'আমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদি বিষয় গ্রহণ করিতেছি।' (কারিকা—২৬)।

যখন বিজ্ঞান আলম্বন গ্রহণ করে না তখন বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় চিত্ত স্থিত হইয়া যায়। কারণ গ্রাহ্যবিষয়ের অভাবে গ্রাহকবিজ্ঞানের গ্রহণ হয় না। অচিত্ত এবং অনুপলম্ভ এই জ্ঞানই লোকোত্তর জ্ঞান। এই জ্ঞানের অনন্তর আশ্রয়ের অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞানের পরাবৃত্তি হয়। ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণ উভয় দৌষ্ঠুল্যের হানির দ্বারাই উক্ত পরাবৃত্তি সম্ভব। যাহাকে 'বিমুক্তিকায়' বলা হয় তাহা বোধিসত্ত্বগত দৌষ্ঠুল্যের হানির দ্বারাই লাভ করা যায়। মহামুনি বুদ্ধের যাহা 'ধর্মকায়' তাহা হইতেছে ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণভেদে সোত্তরা এবং নিরুত্তরা এই দুই আশ্রয়-পরাবৃত্তি। শ্রাবকের ক্লেশবীজ এবং বোধিসত্ত্বের ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণবীজ উভয়ই বিনষ্ট হইলে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি হয়। এই সর্বজ্ঞতাই অনাস্রব ধাতু। (অর্থাৎ একই আলয়বিজ্ঞান তখন অনাস্রবধাতুরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়)। ইহা তর্কের অগোচর এবং প্রত্যাত্মবেদ্য বলিয়া ইহাকে 'অচিন্ত্য' বলা হয়। বিশুদ্ধ আলম্বনযুক্ত, ক্ষেমযুক্ত এবং অনাস্রবধর্মযুক্ত বলিয়া ইহা 'কুশল'। নিত্য এবং অবিনাশী বলিয়া ইহা 'ধ্রুব' এবং 'সুখ' (কারিকা ২৭—৩০)।

ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিভাষ্যম্

পুদ্গলধর্মনৈরাত্ম্যয়োরপ্রতিপন্নবিপ্রতিপন্নানামবিপরীতপুদ্গলধর্মনৈরাত্ম্যপ্রতিপাদনার্থং ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিপ্রকরণারম্ভঃ। পুদ্গলধর্মনৈরাত্ম্যপ্রতিপাদনং পুনঃ ক্লেশজ্ঞেয়াবরণ-প্রহাণার্থম্। তথা হ্যাত্মদৃষ্টিপ্রভবা রাগাদয়ঃ ক্লেশাঃ। পুদ্গলনৈরাত্ম্যাববোধশ্চ সৎকায়-দৃষ্টেঃ প্রতিপক্ষত্বাৎ তৎপ্রহাণায় প্রবর্তমানঃ সর্বক্লেশান্ প্রজহাতি। ধর্মনৈরাত্ম্যজ্ঞানাদপি জ্ঞেয়াবরণপ্রতিপক্ষত্বাৎ জ্ঞেয়াবরণং প্রহীয়তে। ক্লেশজ্ঞেয়াবরণপ্রহাণমপি মোক্ষসর্বজ্ঞত্বাধি-গমার্থম্। ক্লেশা হি মোক্ষপ্রাপ্তেরাবরণমিতি, অতস্তেষু প্রহীণেষু মোক্ষোঽধিগম্যতে। জ্ঞেয়াবরণমপি সর্বস্মিন্ জ্ঞেয়ে জ্ঞানপ্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধভূতম্ অক্লিষ্টমজ্ঞানম্। তস্মিন্ প্রহীণে সর্বাকারে জ্ঞেয়েঽসক্তমপ্রতিহতম্ চ জ্ঞানং প্রবর্তত ইত্যতঃ সর্বজ্ঞত্বমধিগম্যতে। অথবা ধর্মপুদ্গলাভিনিবিষ্টাশ্চিত্তমাত্রং যথাভূতং ন জানন্তীত্যতো ধর্মপুদ্গলনৈরাত্ম্যপ্রদর্শনেন সফলে বিজ্ঞপ্তিমাত্রে অনুপূর্বেণ প্রবেশার্থং প্রকরণারম্ভঃ। অথবা বিজ্ঞানবদ্বিজ্ঞেয়মপি দ্রব্যত এবেতি কেচিন্মন্যন্তে, বিজ্ঞেয়বদ্বিজ্ঞানমপি সংবৃতিত এব, ন পরমার্থত ইত্যস্য দ্বিপ্রকারস্যাপ্যেকান্তবাদস্য প্রতিষেধার্থঃ প্রকরণারম্ভঃ।

অনুবাদ—পুদ্গলনৈরাত্ম্য এবং ধর্মনৈরাত্ম্য বিষয়ে যাঁহারা অনভিজ্ঞ এবং অযথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন তাঁহাদের যথার্থভাবে উক্ত দুই বিষয়ে জ্ঞান দান করাই এই ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তি প্রকরণের উদ্দেশ্য। উক্ত দুই বিষয়ের প্রতিপাদন পুনঃ ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণের প্রহাণের (নাশের) জন্যই। রাগাদি (আসক্তি প্রভৃতি) ক্লেশ আত্মদৃষ্টি হইতে উৎপন্ন। পুদ্গলনৈরাত্ম্যের জ্ঞান সৎকায়দৃষ্টির বিরোধীহেতু ইহার বিনাশের জন্য প্রবৃত্ত সাধক ক্লেশসমূহকে পরিত্যাগ করেন। জ্ঞেয়াবরণের বিরোধী ধর্মনৈরাত্ম্যের জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়াবরণ বিনষ্ট হয়। ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণের বিনাশের দ্বারা মোক্ষ এবং সর্বজ্ঞতা লাভ হয়। ক্লেশসমূহ মোক্ষপ্রাপ্তির আবরণ-স্বরূপ। অতএব ক্লেশসমূহের বিনাশের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। জ্ঞেয়াবরণ হইতেছে সকল জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞানের প্রবৃত্তিতে প্রতিবন্ধকস্বরূপ অক্লিষ্ট অজ্ঞান। অতএব ইহার বিনাশের দ্বারা সকল জ্ঞেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রতিহত জ্ঞান লাভ হয় যদ্দ্বারা সর্বজ্ঞতাপ্রাপ্তি ঘটে। অথবা যাঁহারা ধর্ম এবং পুদ্গলের প্রতি অভিনিবিষ্ট তাঁহারা চিত্তমাত্রকে যথাযথভাবে জানেন না। অতএব ধর্মনৈরাত্ম্য ও পুদ্গলনৈরাত্ম্যের প্রদর্শনের দ্বারা সফল বিজ্ঞপ্তিমাত্রে আনুপূর্বিকভাবে প্রবেশ করিবার জন্যই এই প্রকরণের আরম্ভ। অথবা বিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞেয়েরও বস্তুস্বভাব আছে—কেহ কেহ ইহাও মনে করেন। এই উভয়বিধ একান্তবাদের প্রতিষেধের জন্যই এই প্রকরণের আরম্ভ।

আত্মধর্মোপচারো হি বিবিধো যঃ প্রবর্ততে।
বিজ্ঞানপরিণামোঽসৌ পরিণামঃ স চ ত্রিধা ॥ ১ ॥

ভাষ্য—লোকশাস্ত্রয়োরিতি বাক্যশেষঃ। আত্মধর্মোপচার ইতি সংবধ্যতে। আত্মা ধর্মাশ্চোপচর্যন্ত ইত্যাত্মধর্মোপচারঃ। স পুনরাত্মবিজ্ঞপ্তিঃ ধর্মপ্রজ্ঞপ্তিশ্চ। বিবিধ ইত্যনেকপ্রকারঃ। আত্মা জীবো জন্তুর্মনুজো মানব ইত্যেবমাদিক আত্মোপচারঃ। স্কন্ধা ধাতব আয়তনানি রূপং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারা বিজ্ঞানমিত্যেবমাদিকো ধর্মোপচারঃ। অয়ং দ্বিপ্রকারোঽপ্যুপচারো বিজ্ঞানপরিণাম এব ন মুখ্যে আত্মনি ধর্মেষু চেতি। কুত এতৎ। ধর্মাণামাত্মনশ্চ বিজ্ঞানপরিণামাদ্ বাহিরভাবাৎ। কোঽয়ং পরিণামো নাম। অন্যথাত্বম্। কারণক্ষণনিরোধসমকালঃ কারণক্ষণবিলক্ষণকার্যস্যাত্মলাভঃ পরিণামঃ। তত্রাত্মাদিবিকল্পবাসনা পরিপোষাদ্রূপাদিবিকল্পবাসনাপরিপোষাচ্চালয়বিজ্ঞানাদাত্মাদিনির্ভাসো বিকল্পো রূপাদিনির্ভাসশ্চোৎপদ্যতে। তমাত্মাদিনির্ভাসং রূপাদিনির্ভাসং চ তস্মাদ্বিকল্পাদ্বহির্ভূতমিবোপাদায়াত্মাদ্যুপচারো রূপাদিধর্মোপচারশ্চানাদিকালিকঃ প্রবর্ততে বিনাপি বাহ্যেনাত্মনা ধর্মৈশ্চ। তদ্যথা তৈমিরিকস্য কেশোণ্ডুকাদ্যুপচার ইতি। যচ্চ যত্র নাস্তি তৎ তত্রোপচর্যতে তদ্যথা বাহীকে গৌঃ। এবং বিজ্ঞানস্বরূপে বহিশ্চাত্মধর্মাভাবাৎ পরিকল্পিত এবাত্মা ধর্মাশ্চ, ন তু পরমার্থতঃ সন্তীতি বিজ্ঞানবদ্বিজ্ঞেয়মপ্যুচ্যত এবেত্যয়মেকান্তবাদো নাভ্যুপেয়ঃ। উপচারস্য চ নিরাধারস্যাসংভবাদবশ্যং বিজ্ঞানপরিণামো বস্তুতোঽস্তীত্যুপগন্তব্যো যত্রাত্মধর্মোপচারঃ প্রবর্ততে। অতশ্চায়মুপগমো ন যুক্তিক্ষমো বিজ্ঞানমপি বিজ্ঞেয়বৎ সংবৃতিত এব, ন পরমার্থত ইতি। সংবৃতিতোঽপ্যভাবপ্রসঙ্গান্ ন হি সংবৃতির্নিরুপাদানা যুজ্যতে। তস্মাদয়মেকান্তবাদো দ্বিপ্রকারোঽপি নির্যুক্তিকত্বাৎ ত্যাজ্য ইত্যাচার্যবচনম্। এবং চ সর্বং বিজ্ঞেয়ং পরিকল্পিতস্বভাবত্বাদ্বস্তুতো ন বিদ্যতে, বিজ্ঞানং পুনঃ প্রতীত্যসমুৎপন্নত্বাদ্দ্রব্যতোঽস্তীত্যভ্যুপেয়ম্। প্রতীত্যসমুৎপন্নত্বং পুনর্বিজ্ঞানস্য পরিণামশব্দেন জ্ঞাপিতম্।

কথমেতদ্গম্যতে বিনা বাহ্যেনার্থেন বিজ্ঞানমেবার্থাকারমুৎপদ্যত ইতি। বাহ্যো হ্যর্থঃ স্বাভাসবিজ্ঞানজনকত্বেন বিজ্ঞানস্যালম্বনপ্রত্যয় ইষ্যতে, ন তু কারণত্বমাত্রেণ সমনন্তরাদিপ্রত্যয়বিশেষাপ্রসঙ্গাৎ। সংচিতালম্বনাশ্চ পঞ্চবিজ্ঞানকায়াস্তদাকারত্বাৎ। ন চ সংচিতমবয়বসংহতিমাত্রাদ্ অন্যদ্বিদ্যতে তদবয়বানপোহ্য সংচিতাকারবিজ্ঞানাভাবাৎ। তস্মাদ্বিনৈব বাহ্যেনার্থেন বিজ্ঞানং সংচিতাকারমুৎপদ্যতে। ন চ পরমাণব এব সংচিতাস্তস্যালম্বনং, পরমাণূনাম্ অতদাকারত্বাৎ। ন হ্যসংচিতাবস্থাতঃ সংচিতাবস্থায়াং পরমাণূনাং কশ্চিদাত্মাতিশয়ঃ। তস্মাদসং-

চিত্তবৎ সংচিতা অপি পরমাণবো নৈবালম্বনম্। অন্যস্তু মন্যতে। একৈকপরমাণুরন্যনিরপেক্ষোঽতীন্দ্রিয়ো বহবস্তু পরস্পরাপেক্ষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাঃ। তেষামপি সাপেক্ষনিরপেক্ষাবস্থয়োরাত্মাতিশয়াভাবাদ্ একান্তেনেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বম্ অতীন্দ্রিয়ত্বং বা। যদি চ পরমাণব এব পরস্পরাপেক্ষা বিজ্ঞানস্য বিষয়ীভবন্তি, এবং সতি যোঽয়ং ঘটকুড্যাদ্যাকারভেদো বিজ্ঞানে স ন স্যাৎ পরমাণূনাম্ অতদাকারত্বাৎ। ন চান্যনির্ভাসস্য বিজ্ঞানস্যান্যাকারো বিষয়ো যুজ্যতেঽতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিবৎ পরমার্থতঃ সন্তি অর্বাঙ্মধ্যপরভাগসম্ভাবাৎ। তদনভ্যুপগমে বা পূর্বদক্ষিণাপরোত্তরাদিদিগ্ভেদো যঃ স পরমাণোর্ন স্যাৎ। ততশ্চ বিজ্ঞানবৎ পরমাণোরপ্যমূর্তত্বমদেশস্থত্বং চ প্রসজ্যতে। এবং বাহ্যার্থাভাবাদ্বিজ্ঞানমেবার্থাকারমুৎপদ্যতে, স্বপ্নবিজ্ঞানবদ্ ইত্যভ্যুপেতম্। বেদনাদয়োঽপি নাতীতানাগতাস্তদাকারবিজ্ঞানজনকা নিরুদ্ধাজাতত্বাৎ। ন চ বর্তমানা বর্তমানজনকা উৎপদ্যমানাবস্থায়াম্ অসত্ত্বাদ্ উৎপন্নাবস্থায়াং বিজ্ঞানস্যাপি তদাকারেণোৎপন্নত্বান্ন কিংচিৎ কর্তব্যমস্তীতি মনোবিজ্ঞানমপ্যনালম্বনমেবোৎপদ্যতে।

অন্যস্ত্বাহ। অসত্যাত্মনি মুখ্যে ধর্মেষু চোপচারো ন যুজ্যতে। উপচারো হি ত্রিষু ভবতি নান্যতমাভাবে মুখ্যপদার্থে তৎসদৃশেঽন্যস্মিন্ বিষয়ে তয়োশ্চ সাদৃশ্যে। তদ্যথা মুখ্যেঽগ্নৌ তৎসদৃশে চ মাণবকে তয়োশ্চ সাধারণে ধর্মে কপিলত্বে তীক্ষ্ণত্বে বা সত্যগ্নির্মাণবক ইত্যুপচারঃ ক্রিয়তে। অত্র হ্যগ্নির্মাণবক ইতি জাতির্দ্রব্যং বোপচর্যতে। উভয়থাপ্যুপচারাভাবঃ। তত্র তাবন্নজাতেঃ সাধারণং কপিলত্বং তীক্ষ্ণত্বং বা। ন চ সাধারণে ধর্মাভাবে মাণবকে জাতেরুপচারো যুজ্যতেঽতিপ্রসঙ্গাৎ। অতদ্ধর্মত্বেঽপি জাতেঃ তীক্ষ্ণত্বকপিলত্বয়োঃ জাত্যবিনাভাবিত্বান্মাণবকে জাত্যুপচারো ভবিষ্যতি। জাত্যভাবেঽপি তীক্ষ্ণত্বকপিলত্বয়োঃ মাণবকে দর্শনাৎ অবিনাভাবিত্বমযুক্তম্। অবিনাভাবিত্বে চোপচারাভাবোঽগ্নাবিব মাণবকেঽপি জাতিসদ্ভাবাৎ। তস্মান্ন মাণবকে জাত্যুপচারঃ সম্ভবতি। নাপি দ্রব্যোপচারঃ সামান্যধর্মাভাবাৎ। ন হি যোঽগ্নেস্তীক্ষ্ণো গুণং কপিলো বা স এব মাণবকে। কিং তর্হি। ততোঽন্যঃ। বিশেষস্য স্বাশ্রয়প্রতিবদ্ধত্বাৎ, ন বিনাগ্নিগুণেনাগ্নের্মাণবকে উপচারো যুক্তঃ। অগ্নিগুণসাদৃশ্যাৎ যুক্ত ইতি চেৎ। এবমপ্যগ্নিগুণস্যৈব তীক্ষ্ণস্য কপিলস্য বা মাণবকগুণে তীক্ষ্ণে কপিলে বা সাদৃশ্যাদ্ উপচারো যুক্তো ন তু মাণবকেঽগ্নেঃ গুণসাদৃশ্যেনাসম্বন্ধাৎ। তস্মাৎ দ্রব্যোপচারোঽপি নৈব যুজ্যতে।

মুখ্যোঽপি॰ পদার্থো নাস্তি, তৎস্বরূপস্য সর্বজ্ঞানাভিধানবিষয়াতিক্রান্তত্বাৎ। প্রধানে হি গুণরূপেণৈব জ্ঞানাভিধানে প্রবর্ততে তৎস্বরূপাসংস্পর্শাৎ, অন্যথা চ গুণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ। ন হি জ্ঞানাভিধানব্যতিরিক্তোঽন্যপদার্থস্বরূপপরিচ্ছিত্ত্যুপায়োঽ-

স্তীত্যতঃ প্রধানস্বরূপবিষয়জ্ঞানাভিধানাভাবাৎ নৈব মুখ্যঃ পদার্থোঽস্তীত্যবগন্তব্যম্। এবং যাবচ্ছব্দে সম্বন্ধাভাবাৎ জ্ঞানাভিধানাভাব এবং চাভিধানাভিধেয়াভাবান্ নৈব্য মুখ্যঃ পদার্থোঽস্তি। অপি চ সর্ব এবায়ং গৌণ এব ন মুখ্যোঽস্তি। গৌণো হি নাম যো যত্রাবিদ্যমানেন রূপেণ প্রবর্ততে। সর্বশ্চ শব্দঃ প্রধানেঽবিদ্যমানেনৈব গুণরূপেণ প্রবর্ততে অতো মুখ্যো নাস্ত্যেব। তত্র যদুক্তং অসত্যাত্মনি মুখ্যে ধর্মেষু চোপচারো ন যুক্ত ইতি তদযুক্তম্।

বিজ্ঞানপরিণামঃ কতিভেদ ইতি ন জ্ঞায়তে। অ স্তদ্‌প্রভেদোপদর্শনার্থমাহ। পরিণামঃ স চ ত্রিধা। ইতি।

যত্রাত্মাদ্যুপচারো ধর্মোপচারশ্চ স পুনর্হেতুভাবেন ফলভাবেন চ বিদ্যতে। তত্র হেতুপরিণামো যাঽঽলয়বিজ্ঞানে বিপাকনিঃষ্যন্দবাসনাপরিপুষ্টিঃ। ফল-পরিণামঃ পুনর্বিপাকবাসনাবৃত্তিলাভাদ্ আলয়বিজ্ঞানস্য পূর্বকমাক্ষেপপরিসমাপ্তৌ যা নিকায়সভাগান্তরেষ্বভিনিবৃত্তিঃ নিষ্যন্দবাসনাবৃত্তিলাভাচ্চ যা প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানাং ক্লিষ্টস্য চ মনস আলয়বিজ্ঞানাদ্ অভিনির্বৃত্তিঃ। তত্র প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং কুশলা-কুশলম্ আলয়বিজ্ঞানে বিপাকবাসনাং নিঃষ্যন্দবাসনাং চাধত্তে। অব্যাকৃতং ক্লিষ্টং চ মনো নিষ্যন্দবাসনামেব।

অনুবাদ—আত্মা এবং ধর্মের ব্যবহার বিবিধ প্রকার হয় কি বিষয়ে? লোক এবং শাস্ত্রবিষয়ে—ইহাই বাক্যশেষ। আত্মা এবং ধর্মের সম্বন্ধ হইতেছে ব্যবহারে। আত্মা এবং ধর্মের উপচার (ব্যবহার) হয় বলিয়া 'আত্মধর্মোপচার' বলা হয়। ইহাদিগকে আত্ম-প্রজ্ঞপ্তি এবং ধর্মপ্রজ্ঞপ্তিও বলা হইয়া থাকে। 'বিবিধ' শব্দের অনেক অর্থ—আত্মা, জীব, জন্তু, মনুজ, মানব ইত্যাদি আত্মার উপচার। স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান প্রভৃতি ধর্মের উপচার। এই দুই প্রকার উপচার বিজ্ঞানের পরিণামেই হইয়া থাকে, আত্মা এবং ধর্মেতে নহে। কেন? ধর্মসমূহের এবং আত্মার বিজ্ঞান-পরিণামের বাহিরে অভাব হেতু।

এই পরিণাম কি? অন্যথাত্ব অর্থাৎ অন্যরূপ হইয়া যাওয়া। কারণক্ষণের বিনাশকালে কারণক্ষণ হইতে বিলক্ষণ কার্যক্ষণের উৎপত্তিই পরিণাম। আত্মাদি বিকল্পবাসনার পরিপুষ্টিহেতু এবং রূপাদি বিকল্পবাসনার পরিপুষ্টিহেতু আলয়বিজ্ঞান হইতে আত্মাদি এবং রূপাদি আকার বিকল্প উৎপন্ন হয়। সেই আত্মাদি এবং রূপাদি আকারকে সেই বিকল্প হইতে যেন পৃথকরূপে মানিয়া লইয়া অনাদিকালিক আত্মাদি উপচার এবং রূপাদি ধর্মোপচার বাহ্য আত্মা এবং ধর্মসমূহ ব্যতিরেকে প্রবর্তিত হয়। যথা তিমির ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কেশগুচ্ছ দর্শনাদি উপচার হয়। অর্থাৎ যাহা যেখানে নাই সেখানে তাহার আরোপ হয়। যেমন বাহীকেতে গো-এর উপচার। তদ্রূপ বিজ্ঞানস্বরূপে এবং বাহিরে আত্মা এবং ধর্মসমূহের অভাববশতঃ আত্মা এবং ধর্মসমূহ কল্পনামাত্রই। পরমার্থত ইহাদের

অস্তিত্ব নাই। অতএব বিজ্ঞানের ন্যায় বিজ্ঞেয়ও বস্তুত আছে এই একান্তবাদ অভ্যুপেয় নহে অর্থাৎ এই একান্তবাদে উপস্থিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। উপচার আধারশূন্য হইতে পারে না। অতএব বিজ্ঞানের পরিণাম অবশ্যই বস্তুতঃ আছে ইহা বুঝিতে হইবে, যাহার অন্তর্গত আত্মা এবং ধর্মসমূহের উপচার হয়। অতএব ইহা মানিয়া লওয়া যথার্থ হইবে না যে বিজ্ঞানও বিজ্ঞেয়ের ন্যায় সাংবৃতিক, পারমার্থিক নহে। এইরূপ হইলে সংবৃতিরূপেও ইহার অভাবপ্রসঙ্গ হইবে, কারণ সংবৃতি কখনও উপাদানশূন্য হইতে পারে না। অতএব এই দুই প্রকার একান্তবাদ যুক্তিরহিত বলিয়া ত্যাজ্য, ইহাই আচার্যবচন। এইরূপ সকল বিজ্ঞেয় পদার্থ কল্পিতস্বভাবযুক্ত বলিয়া বস্তুতঃ ইহাদের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বিজ্ঞান প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলিয়া বস্তুতঃ ইহার অস্তিত্ব আছে। আবার এই প্রতীত্যসমুৎপন্নতাকে বিজ্ঞানের পরিণাম বলা হইয়াছে।

ইহা কিরূপে জ্ঞাত হইবে যে বাহ্য পদার্থ বিনা বিজ্ঞানই বিষয়াকারে উৎপন্ন হয়? বাহ্য পদার্থ বিজ্ঞানের উৎপাদক হইলে বিজ্ঞানের আলম্বনপ্রত্যয় স্বীকার করা হয়। কেবল কারণত্বের জন্য নহে, তাহা না হইলে সমনন্তরাদি প্রত্যয় হইতে ইহার পার্থক্য থাকিবে না। পাঁচ প্রকার বিজ্ঞানকায়ের আলম্বন সঞ্চিত পদার্থ, কেন না ইহারা ঐ আকারই দৃষ্ট হয়। সঞ্চিত পদার্থ অবয়ব-সমুদায়মাত্র হইতে ভিন্ন কিছু নহে। কেন না ইহাদের অবয়ব-সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ করিলে সঞ্চিতাকার বিজ্ঞানের অভাব হয়। অতএব সঞ্চিতাকার বিজ্ঞান বাহ্যবিষয়ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয়। পরমাণু সঞ্চিতাকার বিজ্ঞানের আলম্বন হইতে পারে না কেন না পরমাণুসমূহের ঐ আকার ত নাই। অসঞ্চিত অবস্থা অপেক্ষা সঞ্চিত অবস্থাতে পরমাণুসমূহে কোন বিশেষত্ব আসে না। অতএব অসঞ্চিত পরমাণুর ন্যায় সঞ্চিত পরমাণুও বিজ্ঞানের আলম্বন হইতে পারে না। অন্য কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, এক একটি পরমাণু স্বতন্ত্ররূপে অতীন্দ্রিয়। কিন্তু বহু পরমাণু পরস্পরাপেক্ষ হইলে অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে। এই পরমাণুগুলির সাপেক্ষ নিরপেক্ষ অবস্থাতেও ইহাদের কোন অতিশয়ত্ব বা বিশেষত্ব আসে না বলিয়া ইহারা একান্তভাবে হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে নচেৎ অতীন্দ্রিয় হইবে। যদি পরস্পরের অপেক্ষাযুক্ত পরমাণুসমূহ বিজ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানে ঘট, প্রাচীরাদির আকারভেদ হইবে না, কারণ পরমাণুসমূহের কোন আকার নাই। এবং অন্যপ্রকার প্রতীতিযুক্ত বিজ্ঞানের অন্য আকৃতি-যুক্ত বিষয় হইতে পারে না। কেন না ইহা স্বীকার করিলে অতিব্যাপ্তির দোষ আসিয়া পড়িবে। স্তম্ভাদির ন্যায় পরমাণুসমূহ পরমার্থতঃ বর্তমান নাই, কেন না অগ্রে, মধ্যে ও পশ্চাতে ইহাদের ভাগ আছে। যদি ইহা অস্বীকৃত হয় তাহা হইলে পরমাণুর পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরাদি দিগ্‌ভেদ হইবে না। এই অবস্থাতে বিজ্ঞানের ন্যায় পরমাণুরও অমূর্তত্ব এবং অদেশস্থত্ব প্রাপ্তি হইবে। এইরূপে বাহ্য পদার্থের অভাবে বিজ্ঞানই স্বপ্নবিজ্ঞানবৎ বিষয়াকারে উৎপন্ন হয়—ইহা বুঝিতে হইবে। অতীত ও অনাগত বেদনা প্রভৃতিও তদ্ তদ্ আকারের বিজ্ঞান উৎপন্ন করে না, কারণ একটি হইতেছে বিনষ্ট এবং অপরটি হইতেছে অনাগত। এমনকি বর্তমানকালীন বেদনা প্রভৃতিও বর্তমানকালিক বিজ্ঞান উৎপন্ন করে

না, কারণ উৎপদ্যমান অবস্থাতে ইহার অস্তিত্ব নাই; আবার উৎপন্ন অবস্থাতে তদাকারের বিজ্ঞানও উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে। অতএব কিছু করার আবশ্যকতা আর নাই। অতএব মনোবিজ্ঞানও আলম্বন ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হয়।

অন্য কেহ কেহ এইরূপ বলেন। মুখ্য আত্মা এবং ধর্মসমূহের অবর্তমানে উপচার সম্ভব নহে। উপচার তিন অবস্থাতে হয় যাহাদের কোন একটির অভাবে উপচার হইতে পারে না। এই তিন অবস্থা হইতেছে—মুখ্য পদার্থ, তৎসদৃশ অন্য বিষয় এবং উভয়ের সাধারণ ধর্ম। যথা মুখ্য অগ্নি, তৎসদৃশ (কান্তিমান্) মাণবক এবং উভয়ের সাধারণ ধর্ম কপিলত্ব বা তীক্ষ্নত্ব থাকিলে 'এই মাণবক অগ্নি' এই উপচার হয়। এস্থলে 'এই মাণবক অগ্নি' এইরূপ বলিলে ইহাতে জাতি বা দ্রব্যের আরোপ করা হয়। অতএব উভয় প্রকারেই উপচারের অভাব হয়। কপিলত্ব বা তীক্ষ্ণত্ব কোন জাতির সাধারণ ধর্ম নহে। সাধারণ ধর্ম না হইলে মাণবক শব্দে জাতির উপচার করা যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না ইহা করিলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। যদিও এই জাতির ধর্ম নাই ইহা বলা যায়, তথাপি তীক্ষ্নত্ব বা কপিলত্ব জাতি বিনা থাকিতে পারে না। অতএব মাণবকে জাতির উপচার হইয়া যাইবে। জাতির অভাবেও তীক্ষ্নত্ব বা কপিলত্ব মাণবকে দেখা যায় বলিয়া ইহার অস্তিত্ব নাই ইহা স্বীকার করা অযৌক্তিক। অর্থাৎ জাতি বিনা তীক্ষ্ণত্ব এবং কপিলত্ব হইতে পারে না ইহা বলা অযৌক্তিক। যদি ইহা স্বীকারও করা যায় তথাপি উপচারের অভাব হইবে, কারণ যেমন অগ্নিতে তেমন মাণবকেও জাতির অস্তিত্ব আছে। অতএব মাণবকে জাতির আরোপ হইতে পারে না। দ্রব্যেরও আরোপ হইতে পারে না, কেন না তাহাতে সামান্য ধর্মের অভাব আছে। অগ্নির যে তীক্ষ্নত্ব বা কপিলত্ব গুণ আছে তাহা মাণবকে নাই। তবে কি আছে? তাহা হইতে ভিন্ন কিছু আছে। প্রত্যেকের বিশেষত্ব নিজ নিজ আশ্রয়ে সীমিত থাকার ফলে অগ্নির গুণ বিনা মাণবকে অগ্নির উপচার করা যুক্ত নহে। যদি এইরূপ বলা যায় যে অগ্নির গুণের সাদৃশ্যের দ্বারা ইহা যুক্ত, তাহা হইলেও অগ্নির গুণ তীক্ষ্নত্ব বা কপিলত্ব এবং মাণবকের গুণ তীক্ষ্ণত্ব বা কপিলত্ব—উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যবশতঃ উপচার সম্ভব। কিন্তু মানবকে অগ্নির উপচার অসম্ভব। কেননা অগ্নির গুণের সাদৃশ্যের সহিত মাণবকের সম্বন্ধ নাই। অতএব দ্রব্যোপচারও যুক্তিসঙ্গত নহে।

মুখ্য পদার্থও নাই। কারণ উহার স্বরূপ সর্বপ্রকার জ্ঞান ও শব্দের বিষয় অতিক্রম করিয়াছে। মুখ্যপদার্থে গুণ এবং রূপের দ্বারাই জ্ঞান এবং শব্দের প্রবৃত্তি হয়। কেন না উহার স্বরূপের প্রতীতি হয় না, অন্যথা গুণের ব্যর্থতাপ্রাপ্তি ঘটিবে। জ্ঞান এবং শব্দের অতিরিক্ত পদার্থস্বরূপের জ্ঞানের কোন অন্য উপায় নাই। অতএব প্রধানের স্বরূপের বিষয়ে জ্ঞান এবং শব্দের অভাবহেতু মুখ্যপদার্থ নাই ইহা বুঝিতে হইবে। এইরূপ শব্দে সম্বন্ধের অভাবে জ্ঞান এবং শব্দের অভাব হইবে, শব্দ এবং অর্থের অভাবে মুখ্য পদার্থের অভাব হইবে। কিন্তু সকল শব্দোপচারই গৌণ, মুখ্য নহে। গৌণ তাহাকেই বলে যাহা অবিদ্যমান রূপের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়। সকল শব্দ মুখ্য পদার্থে

অবিদ্যমান গুণ-রূপের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়, অতএব মুখ্য পদার্থ নাই। অতএব আত্মা এবং মুখ্য ধর্মসমূহের অবিদ্যমানতায় উপচারও যুক্ত হইবে না ইহা বলা অযৌক্তিক।

বিজ্ঞান পরিণামের ভেদ কয় প্রকার ইহা অজ্ঞাত। অতএব উহার প্রভেদ দেখাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে যে এই পরিণাম তিন প্রকার।

আত্মাদি উপচার এবং ধর্মোপচার পুনরায় হেতু ও ফলরূপে বিদ্যমান। হেতু পরিণাম হইতেছে আলয়বিজ্ঞানে বিপাক এবং নিঃষ্যন্দবাসনার পরিপুষ্টি। ফলপরিণাম হইতেছে বিপাকবাসনার বৃত্তিলাভের দ্বারা আলয়বিজ্ঞানের পূর্বকর্মাক্ষেপের পরিসমাপ্তিতে অন্য শরীরের জন্য নির্বৃত্তি এবং নিঃষ্যন্দবাসনার বৃত্তিলাভের দ্বারা প্রবৃত্তিবিজ্ঞানসমূহের এবং ক্লিষ্ট মনের আলয়বিজ্ঞান হইতে নির্বৃত্তি। কুশলাকুশল প্রবৃত্তিবিজ্ঞান আলয়বিজ্ঞানে বিপাকবাসনা এবং নিঃষ্যন্দবাসনা উৎপন্ন করে। অব্যাকৃত ক্লিষ্ট মন নিঃষ্যন্দবাসনা উৎপন্ন করে।

যোঽসৌ ত্রিবিধঃ পরিণাম উক্তোঽসাবপি ন জ্ঞায়তে। অতস্তদ্ভেদপ্রদর্শনার্থমাহ—

বিপাকো মননাখ্যশ্চ বিজ্ঞপ্তির্বিষয়স্য চ।
তত্রালয়াখ্যং বিজ্ঞানং বিপাকঃ সর্ববীজকম্॥ ২॥

ভাষ্য—ইতি। স এষ ত্রিবিধঃ পরিণামো বিপাকাখ্যো মননাখ্যো বিষয়বিজ্ঞপ্ত্যাখ্যশ্চ। তত্র কুশলাকুশলকর্মবাসনাপরিপাকবশাদ্ যথাক্ষেপং ফলাভিনির্বৃত্তির্বিপাকঃ। ক্লিষ্টং মনো নিত্যং মননাত্মকত্বাৎ মননাখ্যম্। রূপাদিবিষয়প্রত্যবভাসত্বাৎ চক্ষুরাদিবিজ্ঞানং ষট্প্রকারমপি বিষয়বিজ্ঞপ্তিঃ। তৎস্বরূপনির্দেশমন্তরেণ ন তৎ প্রতীয়তে ইত্যতো যস্য যৎস্বরূপং তদ্যথাক্রমং প্রদর্শয়ন্নাহ—তত্রালয়াখ্যং বিজ্ঞানং বিপাকঃ সর্ববীজকমিতি।

তত্রেতি যোঽয়মনন্তরোক্তঃ ত্রিবিধঃ পরিণামঃ। আলয়াখ্যমিত্যালয়বিজ্ঞানসংজ্ঞকং যদ্বিজ্ঞানং স বিপাকপরিণামঃ। তত্র সর্বসাংক্লেশিকধর্মবীজস্থানত্বাদ্ আলয়ঃ। আলয়ঃ স্থানমিতি পর্যায়ৌ। অথ বালীয়ন্তে উপনিবধ্যন্তেঽস্মিন্ সর্বধর্মাঃ কার্যভাবেন। যদ্বালীয়তে উপনিবধ্যতে কারণভাবেন সর্বধর্মেষ্বিত্যালয়ঃ। বিজানাতীতি বিজ্ঞানম্। সর্বধাতুগতিযোনিজাতিষু কুশলাকুশলকর্মবিপাকত্বাদ্ বিপাকঃ। সর্বধর্মবীজাশ্রয়ত্বাৎ সর্ববীজকম্।

অনুবাদ—যে তিন প্রকার পরিণামের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা সম্যক্‌রূপে জানা যায় না। অতএব উহাদের ভেদ প্রদর্শন করিবার জন্য বলা হইয়াছে—বিপাক, মনন এবং বিষয়বিজ্ঞপ্তি—এই তিনপ্রকার পরিণাম। সেখানে কুশলাকুশল কর্মবাসনার পরিপাক হইলে আক্ষেপ অনুসারে যে ফলসিদ্ধি হয় তাহাই বিপাক। ক্লিষ্ট মন সর্বদা মননাত্মক

হইলে মনন বলা হয়। রূপাদি বিষয়সমূহের প্রকাশক হয় বলিয়া চক্ষুবিজ্ঞান প্রভৃতি ছয় প্রকার বিজ্ঞানকে বিষয়বিজ্ঞপ্তি বলা হয়। যাহার যাহা স্বরূপ উহার নির্দেশ ব্যতিরেকে স্বরূপের প্রতীতি হয় না। অতএব যাহার যাহা স্বরূপ তাহার যথাক্রম দেখাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে—উহাদের মধ্যে আলয়বিজ্ঞান সকলের বীজস্বরূপ—উহাকেই বিপাক বলা হয়।

'উহাদের মধ্যে' অর্থাৎ পূর্বোক্ত তিন পরিণামের মধ্যে। আলয় নামক যে বিজ্ঞান আছে তাহাই বিপাকপরিণাম। সকল প্রকার সাংক্লেশিক ধর্মসমূহের বীজস্থান বলিয়া ইহার নাম আলয়। আলয় এবং স্থান পর্যায়বাচী শব্দ। অথবা যাহার মধ্যে সকল ধর্ম কার্যভাবের দ্বারা উপনিবদ্ধ হয় সেইজন্যও ইহাকে আলয় বলা হয়। অথবা ধর্মসমূহে কারণভাবের দ্বারা উপনিবদ্ধ হয় বলিয়াও ইহাকে আলয় বলা হয়। বিশেষভাবে জানে বলিয়াই বিজ্ঞান। সকল ধাতু, গতি, যোনি এবং জাতিতে কুশলাকুশল কর্মের বিপাক হয় বলিয়াই বিপাক বলা হয়। সকল ধর্মের বীজের আশ্রয় হয় বলিয়া সর্ববীজক বলা হয়।

যদি প্রবৃত্তিবিজ্ঞানব্যতিরিক্তম্ আলয়বিজ্ঞানমস্তি ততোঽস্যালম্বনম্ আকারো বা বক্তব্যঃ। ন হি নিরালম্বনং নিরাকারং বা বিজ্ঞানং যুজ্যতে। নৈব তন্নিরা-লম্বনং নিরাকারং বেষ্যতে। কিং তর্হ্যপরিচ্ছিন্নালম্বনাকারম্। কিং কারণম্। যস্মাদ্ আলয়বিজ্ঞানং দ্বিধা প্রবর্ততে। অধ্যাত্মম্ উপাদানবিজ্ঞপ্তিতো বহির্ধাঽ-পরিচ্ছিন্নাকারভাজনবিজ্ঞপ্তিশ্চ। তত্রাধ্যাত্মমুপাদানং পরিকল্পিতস্বভাবাভিনিবেশ-বাসনা সাধিষ্ঠানম্ ইন্দ্রিয়রূপং নাম চ অস্যালম্বনস্যাতিসূক্ষ্মত্বাৎ—

অসংবিদিতকোপাদিস্থানবিজ্ঞপ্তিকং চ তৎ।
সদা স্পর্শমনস্কারবিৎসংজ্ঞাচেতনান্বিতম্ ॥ ৩ ॥

ভাষ্য—ইতি। অসংবিদিতক উপাদির্যস্মিন্ অসংবিদিতকাবস্থানবিজ্ঞপ্তির্যস্মিন্ তদালয়বিজ্ঞানম্, অসংবিদিতকোপাদিস্থানবিজ্ঞপ্তিকম্। উপাদানম্ উপাদিঃ। স পুনরাত্মাদিবিকল্পবাসনা রূপাদিধর্মবিকল্পবাসনা চ। তৎ সত্তাবাদালয়-বিজ্ঞানেনাত্মাদিবিকল্পো রূপাদিবিকল্পশ্চ কার্যত্বেনোপাত্ত ইতি। তদ্বাসনাত্মাদি-বিকল্পানাং রূপাদিবিকল্পানাং চোপাদিরিত্যুচ্যতে। সোঽস্মিন্ ইদং তদিতি প্রতি-সংবেদনাকারেণাসংবিদিত ইত্যতস্তদসংবিদিতকোপাদীত্যুচ্যতে। আশ্রয়োপাদানং চোপাদিঃ। আশ্রয় আত্মভাবঃ সাধিষ্ঠানম্ ইন্দ্রিয়রূপং নাম চ। তস্য পুনর্যত্তুপাদানম্ উপগমনম্ একযোগক্ষেমত্বেন তত্তুপাদিঃ। তত্রকামরূপধাত্বোর্দ্বয়োর্নামরূপয়োরু-পাদানম্। আরূপ্যধাতৌ তু রূপবীতরাগত্বাদ্রূপবিপাকানভির্নিবৃত্তের্নামোপাদানমেব। কিং তু বাসনাবস্থমেব তত্র রূপং ন বিপাকাবস্থম্। তৎপুনরুপাদানম্ ইদংতয়া

প্রতিসংবেদয়িতুমশক্যমিত্যতোঽসংবিদিত ইত্যুচ্যতে। স্থানবিজ্ঞপ্তির্ভাজনলোকসংনিবেশবিজ্ঞপ্তিঃ। সাপ্যপরিচ্ছিন্নালম্বনাকারপ্রবৃত্তত্বাদ্ অসংবিদিতেত্যুচ্যতে। কথং বিজ্ঞানম্ অপরিচ্ছিন্নালম্বনাকারং ভবিষ্যতীতি। অন্যবিজ্ঞানবাদিনামপি নিরোধসমাপত্ত্যাদ্যবস্থাসু তুল্যমেতন্ন চ নিরোধসমাপত্ত্যাদ্যবস্থাসু বিজ্ঞানং নৈবাস্তীতি শক্যতে প্রতিপত্তুং যুক্তিবিরোধাৎ সূত্রবিরোধাচ্চেতি।

তত্রালয়াখ্যং বিজ্ঞানমিত্যুক্তং বিজ্ঞানং চাবশ্যং চৈত্তৈঃ সংপ্রযুক্তমিত্যতো বক্তব্যং কতমৈঃ কতিভিশ্চ তচ্চৈত্তৈঃ সদা সংপ্রযুজ্যতে। তথা কিং তৈঃ সর্বদা সংপ্রযুজ্যতে, উত নেত্যত আহ—

সদা স্পর্শমনস্কারবিৎসংজ্ঞাচেতনান্বিতম্। ইতি। সদেতি যাবদালয়বিজ্ঞানং তাবদেভিঃ স্পর্শমনস্কারবেদনাসংজ্ঞাচেতনাখ্যৈঃ পঞ্চভিঃ সর্বত্রগৈঃ ধর্মৈরন্বিতম্। বেদনা বিৎ। তত্র স্পর্শস্ত্রিকসংনিপাতে ইন্দ্রিয়বিকারপরিচ্ছেদঃ বেদনাসংনিশ্রয়কর্মকঃ। ইন্দ্রিয়বিষয়বিজ্ঞানানি ত্রীণ্যেব ত্রিকং, তস্য কার্যকারণভাবেন সমবস্থানং ত্রিকসংনিপাতঃ। তস্মিন্ সতি তৎসমকালমেবেন্দ্রিয়স্য সুখদুঃখাদিবেদনানুকূলো যো বিকারস্তেন সদৃশো বিষয়স্য সুখাদিবেদনীয়াকারপরিচ্ছেদো যঃ স স্পর্শঃ। ইন্দ্রিয়ং পুনর্যেন বিশেষেণ সুখদুঃখাদিবেদনীয়াকারপরিচ্ছেদো যঃ স স্পর্শঃ। ইন্দ্রিয়ং পুনর্যেন বিশেষেণ সুখদুঃখাদিহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে স তস্য বিকারঃ। স্পর্শঃ পুনরিন্দ্রিয়বিকারসাদৃশ্যেনেন্দ্রিয়ং স্পৃশতীন্দ্রিয়েণ বা স্পৃশ্যত ইতি স্পর্শ উচ্যতে। অতএব বিষয়বিকারপরিচ্ছেদাত্মকোঽপীন্দ্রিয়বিকারপরিচ্ছেদ উক্তঃ। বেদনাসংনিশ্রয়ত্বমস্য কর্ম। এবং হ্যুক্তং সূত্রে সুখবেদনীয়ং স্পর্শং প্রতীত্যোৎপদ্যতে সুখং বেদিতমিতি বিস্তরঃ।

মনস্কারশ্চেতস আভোগঃ। আভুজনমাভোগ আলম্বনে যেন চিত্তমভিমুখীক্রিয়তে। স পুনরালম্বনে চিত্তধারণকর্মা। চিত্তধারণং পুনস্তত্রৈবালম্বনে পুনঃ পুনশ্চিত্তস্যাবর্জনম্। এতচ্চ কর্ম চিত্তসংততেরালম্বননিয়মেন বিশিষ্টং মনস্কারমধিকৃত্যোক্তং, ন তু যঃ প্রতিচিত্তক্ষণং, তস্য হি প্রতিক্ষণমেব ব্যাপারো ন ক্ষণান্তরে।

বেদনা অনুভবস্বভাবা। সা পুনর্বিষয়স্যাহ্লাদকপরিতাপকতদুভয়াকারাবিবিক্তস্বরূপসাক্ষাৎকরণভেদাৎ ত্রিধা ভবতি। সুখা দুঃখা অদুঃখাসুখা চ। এবং ত্বন্যে মন্যন্তে। শুভাশুভানাং কর্মণাং ফলবিপাকং প্রত্যনুভবন্ত্যনেনেত্যনুভবঃ। তত্র শুভানাং কর্মণাং সুখোঽনুভবঃ ফলবিপাকঃ। অশুভানাং দুঃখঃ। উভয়েষামদুঃখাসুখঃ। অত্র চালয়বিজ্ঞানমেব শুভাশুভকর্মবিপাকঃ। তৎসম্প্রযুক্তৈবোপেক্ষা পরমার্থতঃ শুভাশুভানাং কর্মণাং ফলবিপাকঃ। সুখদুঃখয়োস্তু কুশলাকুশল-

কর্মবিপাকজত্বাৎ বিপাকোপচারঃ। তত্র সুখোঽনুভবঃ যস্মিন্নুৎপন্নেঽবিয়োগেচ্ছা নিরুদ্ধে চ পুনঃ সংযোগেচ্ছা জায়তে। দুঃখোঽনুভবঃ যস্মিন্নুৎপন্নে বিয়োগেচ্ছা নিরুদ্ধে চ পুনরসংযোগেচ্ছা। অদুঃখাসুখো যস্মিন্নুৎপন্নে নিরুদ্ধে চোভয়ং ন জায়তে।

সংজ্ঞা বিষয়নিমিত্তোদ্‌গ্রহণম্। বিষয় আলম্বনম্। নিমিত্তং তদ্বিশেষো নীলপীতাদ্যালম্বনব্যবস্থাকারণম্। তস্যোদ্‌গ্রহণং নিরূপণং নীলমেতন্ ন পীতমিতি।

চেতনা চিত্তাভিসংস্কারো মনসশ্চেষ্টা। যস্যাং সত্যামালম্বনং প্রতি চেতসঃ প্রস্পন্দ ইব ভবতি অয়স্কান্তবশাদয়ঃপ্রস্পন্দবৎ।

অনুবাদ—যদি আলয়বিজ্ঞান প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ইহার বিষয় বা আকার কি তাহা বক্তব্য। কারণ বিষয় বা আকারশূন্য বিজ্ঞান হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে নিরালম্বন বা নিরাকার আলয়বিজ্ঞান অভীষ্ট নহে। তবে কি অপরিচ্ছিন্ন আলম্বন বা আকারযুক্ত বিজ্ঞান ইষ্ট? ইহার কারণ কি? যেহেতু আলয়-বিজ্ঞান দুই প্রকারের—আধ্যাত্মিক উপাদানবিজ্ঞপ্তি এবং বাহ্যিক অপরিচ্ছিন্নাকার-ভাজনবিজ্ঞপ্তি। ইহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উপাদানবিজ্ঞপ্তি হইতেছে পরিকল্পিত স্বভাবের অভিনিবেশ-বাসনা, অধিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইলে যাহাকে ইন্দ্রিয়রূপ এবং নাম বলা হয়। ইহার আলম্বন অতি সূক্ষ্ম। তাই বলা হইয়াছে অসংবিদিত-উপাদি-স্থানবিজ্ঞপ্তি স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা এবং চেতনার দ্বারা সর্বদা সংযুক্ত।

যাহার মধ্যে উপাদির জ্ঞান নাই, যাহার মধ্যে স্থানবিজ্ঞপ্তি অসংবিদিত, তাহাই অসংবিদিত-উপাদি-স্থানবিজ্ঞপ্তি। উপাদানই উপাদি। ইহা হইতেছে আত্মাদি-বিকল্প-বাসনা এবং রূপাদি ধর্মবিকল্পবাসনা। ইহা বর্তমান থাকিলে আলয়বিজ্ঞানে আত্মাদি-বিকল্প এবং রূপাদিবিকল্প কার্যরূপে গৃহীত হয়। ইহার বাসনা আত্মাদিবিকল্পসমূহ এবং রূপাদিবিকল্পসমূহের উপাদান। 'উহা ইহাতে' 'ইহাই তাহা' এই প্রতিসংবেদনের আকারে ইহাকে জানা যায় না বলিয়া ইহাকে অসংবিদিত উপাদি বা উপাদান বলা হইয়াছে।

আশ্রয়ের উপাদানকেও উপাদি বলা হয়। আশ্রয় হইতেছে আত্মভাব। অধিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইলে ইহাকে ইন্দ্রিয়রূপ এবং নাম বলে। পুনরায় ইহার উপাদান বা উপগমন একযোগক্ষেমযুক্ত বলিয়া উপাদি। কামধাতু এবং রূপধাতু এই উভয় ধাতুতে নাম এবং রূপই উপাদান। আরূপ্যধাতুতে রূপ থাকে না বলিয়া এবং রূপবিপাকের অভিনির্বৃত্তি হয় না বলিয়া নামই একমাত্র উপাদান। কিন্তু রূপ সেখানে বাসনার অবস্থাতেই থাকে, বিপাকাবস্থায় নহে। পুনরায় সেই উপাদানকে 'ইহা এইরূপ' এইভাবে জানা যায় না বলিয়াও ইহাকে অসংবিদিত বলা হয়। ভাজন-লোক-সন্নিবেশ-বিজ্ঞপ্তিকে স্থানবিজ্ঞপ্তি বলা হয়। তাহাও অপরিচ্ছিন্ন আলম্বন এবং আকারে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া ইহাকে অসংবিদিত বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে বিজ্ঞান কিভাবে অপরিচ্ছিন্ন আলম্বন এবং আকারযুক্ত হইবে? উত্তরে বলা হইয়াছে যে অন্যবিজ্ঞানবাদীদের নিরোধসমাপত্তি অবস্থার সহিত ইহা তুলনীয়। নিরোধসমাপত্তি অবস্থাতে বিজ্ঞান নাই, ইহা বলা যায় না। এইরূপ বলা যুক্তিবিরুদ্ধও বটে, সূত্রবিরুদ্ধও বটে।

যখন আলয়কে বিজ্ঞান বলা হয়, তখন ইহা অবশ্যই চৈত্তসমূহের সহিত সম্প্রযুক্ত হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে ইহা কি কি এবং কত চিত্তসমূহের সহিত সম্প্রযুক্ত হয় এবং ইহা চৈত্তসমূহের সহিত সর্বদা সম্প্রযুক্ত থাকে কি না। উত্তরে বলা হইয়াছে—

'স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা এবং চেতনার সহিত ইহা সর্বদা সম্প্রযুক্ত থাকে।'

সূত্রে 'সদা' শব্দের এই অর্থ হইতেছে যে, যাবৎ আলয়বিজ্ঞান তাবৎ ইহা স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা এবং চেতনা—এই পাঁচ প্রকার সর্বত্রগামী ধর্মসমূহের সহিত যুক্ত থাকে। বেদনাকে বিৎ বলা হইয়াছে। ত্রিক সন্নিপাতে যাহা ইন্দ্রিয়বিকারের পরিচ্ছেদ এবং যাহা বেদনাসন্নিশ্রয়কর্মযুক্ত তাহাই স্পর্শ। 'ত্রিক' কি? ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং বিজ্ঞান এই তিনকে ত্রিক বলে। কার্যকারণভাবের দ্বারা ইহাদের যে সমবস্থান তাহাই ত্রিকসন্নিপাত। ইহার বর্তমানে ঐ সময় ইন্দ্রিয়ের যে সুখ-দুঃখাদি বেদনানুকুল বিকার এবং তৎসদৃশ বিষয়ের সুখাদি বেদনীয় আকারের যে পরিচ্ছেদ তাহাই স্পর্শ। যে বিশেষতার দ্বারা ইন্দ্রিয় সুখ-দুঃখাদির কারণ হয়, তাহাই ইহার বিকার। পুনরায় ইন্দ্রিয়বিকারের সাদৃশ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে, অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহার স্পর্শ হয় বলিয়া, ইহাকে স্পর্শ বলে। অতএব বিষয়বিকারপরিচ্ছেদাত্মক হইলেও ইহাকে ইন্দ্রিয়বিকারপরিচ্ছেদ বলা হইয়াছে। বেদনা-সন্নিশ্রয়ত্ব ইহার কর্ম। সূত্রেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে সুখবেদনীয় স্পর্শের কারণে সুখবেদনা উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

মনস্কার হইতেছে চিত্তের আভোগ। আভোগের অর্থ হইতেছে আভুজন অর্থাৎ সেই দিকে প্রবৃত্ত হওয়া। ইহার দ্বারা চিত্তকে আলম্বনাভিমুখী করা হয়। আলম্বনে বা বিষয়ে চিত্তকে ধারণ করাই ইহার কর্ম। চিত্তকে ধারণ করার অর্থ হইতেছে আলম্বনে পুনঃ পুনঃ চিত্তকে আকৃষ্ট করা। এই কর্ম চিত্তসন্ততির আলম্বননিয়মের প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মনস্কারের বিষয়ে উক্ত হইয়াছে; সেই মনস্কারের বিষয়ে নহে যাহা এক এক চিত্তক্ষণে হয়, কেন না ইহার কার্য এক এক ক্ষণ পর্যন্তই বর্তমান থাকে, অন্য ক্ষণে থাকে না।

বেদনা হইতেছে অনুভব-স্বভাবযুক্ত। ইহা পুনরায় বিষয়ের আহ্লাদক, পরিতাপক এবং এই উভয়াকারভিন্ন স্বরূপের সাক্ষাৎকরণ ভেদে তিন প্রকার—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা এবং অদুঃখাসুখ-বেদনা।

অন্যরা অবশ্য এইরূপ মত পোষণ করেন। যাহার দ্বারা শুভাশুভ কর্মসমূহের ফলবিপাক অনুভূত হয় তাহাই অনুভব ইহাতে শুভকর্মসমূহের সুখানুভব, অশুভকর্মসমূহের দুঃখ এবং উভয়ের অদুঃখাসুখ ফলবিপাক। এখানে আলয়বিজ্ঞানই শুভাশুভকর্মসমূহের ফলবিপাক। তৎসম্প্রযুক্ত উপেক্ষাই বস্তুতঃ শুভাশুভকর্মের ফলবিপাক। সুখ-দুঃখ কুশলাকুশল কর্মের বিপাকের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহাতে বিপাক শব্দের

ব্যবহার হয়। সুখানুভব তাহাই, যাহা উৎপন্ন হইলে ইহার বিয়োগের ইচ্ছা জাগে না; অথবা বিনষ্ট হইলে যাহার সংযোগের ইচ্ছা হয়। দুঃখানুভব তাহাই, যাহা উৎপন্ন হইলে ইহার বিয়োগের ইচ্ছা জাগে; অথবা বিনষ্ট হইলে যাহার সংযোগের ইচ্ছা হয় না। অদুঃখাসুখ অনুভব তাহাই যাহা উৎপন্ন বা নিরুদ্ধ হইলে বিয়োগ এবং সংযোগ কোনটার ইচ্ছা হয় না।

বিষয়ের নিমিত্ত গ্রহণ করাই সংজ্ঞা। বিষয়কে আলম্বন বলে। ইহার বিশেষতা অর্থাৎ নীল-পীতাদি যে আলম্বন ব্যবস্থার কারণ তাহাই নিমিত্ত। ইহার উদ্‌গ্রহণ অর্থাৎ নিরূপণ হইতেছে, যেমন 'ইহা নীল, পীত নহে' ইত্যাদি।

চেতনা হইতেছে চিত্তের অভিসংস্কার অর্থাৎ মনের চেষ্টা, যাহার বর্তমানে আলম্বন বা বিষয়ের প্রতি চিত্তের প্রস্পন্দ বা কম্পন হয়, যেমন অয়স্কান্তের (চুম্বকের) প্রতি অয়ঃ বা লোহার কম্পন হয়।

বেদনা ত্রিবিধা সুখা দুঃখা অদুঃখাসুখা চ। ধর্মাশ্চতুঃপ্রকারাঃ—কুশলা অকুশলা অনিবৃতাব্যাকৃতা নিবৃতাব্যাকৃতাশ্চ। তত্রালয়বিজ্ঞানে বিদিতসামান্যোপদেশেন ন বিজ্ঞায়তে, তিসৃণাং বেদনানাং কতমা বেদনা, তথা তদপি কিং কুশলমকুশলমনিবৃতাব্যাকৃতং নিবৃতাব্যাকৃতমিতি ন বিজ্ঞায়ত ইত্যত আহ—

উপেক্ষা বেদনা তত্রানিবৃতাব্যাকৃতং চ তৎ।
তথা স্পর্শাদয়ঃ তচ্চ বর্ততে স্রোতসৌঘবৎ ॥ ৪ ॥

ভাষ্য—ইতি। তত্রেত্যালয়বিজ্ঞানমেব প্রকৃতত্বাৎ সংবধ্যতে। উপেক্ষৈবালয়বিজ্ঞানে বেদনা ন সুখা ন দুঃখা, তয়োঃ পরিচ্ছিন্নালম্বনাকারত্বাদ্ রাগদ্বেষানুশয়িতত্বাচ্চ; অনিবৃতাব্যাকৃতং চ তৎ। আলয়বিজ্ঞানমিতি প্রকৃতম্। তত্রানিবৃতগ্রহণং নিবৃতব্যবচ্ছেদার্থম্। অব্যাকৃতগ্রহণং কুশলাকুশলব্যবচ্ছেদার্থম্। মনোভূমিকৈরাগন্তুকৈরুপক্লেশৈরনাবৃতত্বাদনিবৃতম্। বিপাকত্বাদ্বিপাকং প্রতিকুশলাকুশলত্বেনাব্যাকরণাদব্যাকৃতম্।

তথা স্পর্শাদয়ঃ। যথা আলয়বিজ্ঞানমেকান্তেন বিপাকোঽপরিচ্ছিন্নালম্বনাকারং সদা স্পর্শাদিভিরন্বিতং, তত্র চোপেক্ষৈব বেদনাঽনিবৃতাব্যাকৃতং চ; তথা স্পর্শাদয়োঽপ্যেকান্তেন বিপাকা এবাপরিচ্ছিন্নালম্বনাকারাশ্চাত্মানং হিত্বা ইতরৈশ্চতুর্ভিরালয়বিজ্ঞানেন চ নিত্যমনুগতাস্তেষু চোপেক্ষৈব বেদনা অনিবৃতাব্যাকৃতাশ্চালয়বিজ্ঞানবৎ। ন হি বিপাকেন সংপ্রযুক্তানামবিপাকত্বম্ অপরিচ্ছিন্নালম্বনাকারেণ চ পরিচ্ছিন্নালম্বনাকারত্বং সংভবতি। এবমন্যত্রাপি বাচ্যম্। কিং পুনস্তদালয়বিজ্ঞানম্ একমভিন্নমাসংসারমনুবর্ততে, উত সংতানেন? ন হি

তদেকমভিন্নমনুবর্ততে ক্ষণিকত্বাৎ। কিং তর্হি। 'তচ্চ বর্ততে স্রোতসৌঘবৎ'। তচ্চেত্যালয়বিজ্ঞানমেব সংবধ্যতে। তত্র স্রোতো হেতুফলয়োর্নৈরন্তর্যেণ প্রবৃত্তিঃ। উদকসমূহস্য পূর্বাপরভাগাবিচ্ছেদেন প্রবাহ ওঘ ইত্যুচ্যতে। যথা হ্যোঘস্তৃণকাষ্ঠ-গোময়াদীন্ আকর্ষয়ন্ গচ্ছতি, এবমালয়বিজ্ঞানমপি পুণ্যাপুণ্যানেঞ্জ্যকর্মবাসনানুগতং স্পর্শমনস্কারাদীনাকর্ষয়ৎ স্রোতসাসংসারমব্যুপরতং প্রবর্তত ইতি।

অনুবাদ—বেদনা তিন প্রকার: সুখাত্মক, দুঃখাত্মক এবং অদুঃখাসুখাত্মক। ধর্ম চারি প্রকার—কুশল, অকুশল, অনিবৃতাব্যাকৃত এবং নিবৃতাব্যাকৃত।

আলয়বিজ্ঞানে সামান্য উপদেশের দ্বারা বেদনা উক্ত হইলে ইহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হয় না যে, উক্ত তিন বেদনার মধ্যে কোন বেদনা ঐ স্থানে বর্তমান থাকে। সেই আলয়-বিজ্ঞানও কুশল, অকুশল, অনিবৃতাব্যাকৃত বা নিবৃতাব্যাকৃত ইহার কোনটাই জ্ঞাত হয় না। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—ঐ স্থানে উপেক্ষা বেদনা বর্তমান থাকে এবং উহা অনিবৃতাব্যাকৃত।

'ঐ স্থানে' এই সর্বনাম আলয়বিজ্ঞানেরই পরামর্শক। আলয়বিজ্ঞানে উপেক্ষা বেদনাই বর্তমান থাকে, সুখও নহে, দুঃখও নহে। কারণ সুখ এবং দুঃখ পরিচ্ছিন্ন আলম্বনাকারযুক্ত। রাগ ও দ্বেষের সহিত যুক্ত বলিয়া ইহা অনিবৃতাব্যাকৃত। শ্লোকে 'তত্র' শব্দের দ্বারা আলয়বিজ্ঞানকেই বুঝাইতেছে। এখানে নিবৃতের ব্যবচ্ছেদের জন্য অনিবৃতের গ্রহণ হইয়াছে। কুশল এবং অকুশলের নিরাকরণের জন্য অব্যাকৃতের গ্রহণ হইয়াছে। মনোভূমিতে উৎপন্ন আগন্তুক উপক্লেশের দ্বারা আবৃত হয় না বলিয়া আলয়-বিজ্ঞান অনিবৃত। বিপাক হয় বলিয়া ইহা বিপাক। কুশল বা অকুশলরূপে ব্যাকৃত হয় না বলিয়া ইহা অব্যাকৃত।

যথা আলয়বিজ্ঞান একান্ততঃ বিপাক এবং অপরিচ্ছিন্ন আলম্বনাকারযুক্ত এবং সর্বদা স্পর্শাদির সহিত যুক্ত, সেখানে উপেক্ষা বেদনাই বর্তমান থাকে এবং উহা অনিবৃতাব্যাকৃত, তদ্রূপ স্পর্শাদিও একান্ততঃ বিপাক এবং অপরিচ্ছিন্ন আলম্বনাকারযুক্ত। নিজেকে বাদ দিয়া ইহারা অন্য চারিটির এবং আলয়বিজ্ঞানের নিত্য অনুগত এবং আলয়বিজ্ঞানবৎ ইহাদেরও উপেক্ষাই বেদনা এবং ইহারাও অনিবৃতাব্যাকৃত। বিপাকের দ্বারা সম্প্রযুক্ত বস্তু অবিপাক হইতে পারে না এবং অপরিচ্ছিন্ন আলম্বনাকারের দ্বারা যুক্ত বিজ্ঞানসমূহের পরিচ্ছিন্ন আলম্বনাকারযুক্ত হওয়া অসম্ভব। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বুঝিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—একই আলয়বিজ্ঞান কি অভিন্নরূপে না প্রবাহরূপে যতদিন সংসার ততদিন চলিতে থাকে? উত্তর হইতেছে—না, একই আলয়বিজ্ঞান অভিন্নরূপে চলে না, কারণ ইহা ক্ষণিক। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে 'ইহা প্রবাহরূপে প্রবৃত্ত হয়'।

শ্লোকে 'তৎ' শব্দের দ্বারা আলয়বিজ্ঞানকেই বুঝাইতেছে। কারণ এবং কার্যের নিরন্তর প্রবৃত্তির নামই প্রবাহ। জলরাশির পূর্ব এবং অপরভাগের অব্যবচ্ছিন্ন প্রবাহকে 'ওঘ' বলা হয়। যেমন ওঘ তৃণ-কাষ্ঠ-গোময়াদিকে ভাসাইয়া লইয়া চলে, তদ্রূপ আলয়-

বিজ্ঞান পুণ্য, অপুণ্য এবং আনেঞ্জ (স্থির) কর্মবাসনার দ্বারা অনুগত স্পর্শমনস্কারাদিকে আকর্ষণ করিয়া স্রোতোবৎ সংসারের স্থিতি পর্যন্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

তস্যৈবং স্রোতসা প্রবৃত্তস্য কস্যামবস্থায়াং ব্যাবৃত্তিরিত্যাহ—

তস্য ব্যাবৃত্তিরর্হত্বে তদাশ্রিত্য প্রবর্ততে।
তদালম্বং মনো নাম বিজ্ঞানং মননাত্মকম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্য—কিং পুনরর্হত্বং যদ্যোগাদর্হন্নিত্যুচ্যতে ? কস্য পুনর্যোগাদর্হন্নিত্যুচ্যতে ? ক্ষয়জ্ঞানানুৎপাদজ্ঞানলাভাৎ। তস্যাং হ্যবস্থায়ামালয়বিজ্ঞানাশ্রিতদৌষ্ঠুল্যনিরবশেষ-প্রহাণাদালয়বিজ্ঞানং ব্যাবৃত্তং ভবতি। সৈব চার্হদবস্থা।

উক্তঃ সবিভঙ্গো বিপাকপরিণামঃ। ইদানীং মননাখ্যং দ্বিতীয়ং পরিণামমাহ—তদাশ্রিত্য প্রবর্ত্তত ইতি বিস্তরঃ। তত্র যথা চক্ষুরাদি বিজ্ঞানানাং চক্ষুরাদয়ঃ আশ্রয়ত্বেন রূপাদয়শ্চালম্বনত্বেন প্রসিদ্ধাঃ, নৈবং ক্লিষ্টস্য মনস আশ্রয় আলম্বনং বা প্রসিদ্ধম্। ন চ বিজ্ঞানমাশ্রয়ালম্বননিরপেক্ষং যুজ্যত ইত্যতঃ ক্লিষ্টস্য মনস আশ্রয়ালম্বনপ্রতিপাদনার্থং নিরুক্তিপ্রতিপাদনার্থঞ্চাহ—তদাশ্রিত্য প্রবর্তত ইতি। তচ্ছব্দেনালয়বিজ্ঞানমভিসংবধ্যতে। তদ্বাসনাশ্রয়ো হ্যালয়বিজ্ঞানম্ অতস্তদাশ্রিত্য প্রবর্ততে সংতানেনোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। অথ বা যস্মিন্ ধাতৌ ভূমৌ বালয়বিজ্ঞানং বিপাকস্তদপি ক্লিষ্টং মনস্তদ্ধাতুকং তদ্‌ভূমিকং চেতি তৎপ্রতিবদ্ধপ্রবৃত্তিত্বাত্তদাশ্রিত্য প্রবর্ততে।

তদালম্বমিতি। আলয়বিজ্ঞানালম্বনমেব সৎকায়দৃষ্ট্যাদিভিঃ সংপ্রয়োগাদহং মমেত্যালয়বিজ্ঞানালম্বনত্বাৎ। কথং পুনর্যত এব চিত্তাত্তুৎপদ্যতে তদেবালম্বনং ভবতি। যথা তদনিচ্ছতাং কেষাংচিৎ কস্যাংচিদবস্থায়াং যত এব চিত্তান্মনোবিজ্ঞান-মুৎপদ্যতে তদালম্বনমেব তদুৎপদ্যতে। মনো নাম বিজ্ঞানম্ ইতি। মন ইতি নাম আখ্যা যস্য বিজ্ঞানস্য তদালয়বিজ্ঞানমাশ্রিত্য প্রবর্ততে তদালম্বনং চ। মনো নাম ইত্যনেনালয়বিজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানাচ্চ ব্যবচ্ছিনত্তি। তৎ পুনঃ কিংস্বভাবমিত্যাহ—মননাত্মকমিতি। এবং মননাত্মকত্বান্মন ইত্যুচ্যতে নৈরুক্তেন বিধিনা।

অনুবাদ—ঐ স্রোতের ন্যায় প্রবৃত্ত আলয়বিজ্ঞানের ব্যাবৃত্তি কি অবস্থায় হয়—ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে 'উহার ব্যাবৃত্তি অর্হত্বের অবস্থাতে হয়'।

এই অর্হত্ব কি যাহার যোগে কোন ব্যক্তিকে অর্হৎ বলা হয় ? কি কি গুণের দ্বারা যুক্ত হইলে অর্হৎ বলা হয় ? ক্ষয়জ্ঞান এবং অনুৎপাদজ্ঞানলাভের দ্বারা অর্হৎ হয়। ঐ অবস্থাতে আলয়বিজ্ঞানে স্থিত দৌষ্ঠুল্যসমূহের (কর্মবীজসমূহের) নিরবশেষ প্রহাণ হইলে আলয়বিজ্ঞানের ব্যাবৃত্তি হয়। উহাই অর্হতের অবস্থা।

বিপাক-পরিণাম সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উক্ত হইল। এখন মনন নামক দ্বিতীয় পরিণাম সম্বন্ধে বলা হইতেছে—'উহার আশ্রয় দ্বারা প্রবৃত্ত হয়' ইত্যাদি। উহাতে যেমন চক্ষুরাদি বিজ্ঞানসমূহের চক্ষুরাদি আশ্রয় এবং রূপাদি আলম্বনের রূপে প্রসিদ্ধ হয়, তদ্রূপ ক্লিষ্ট মনের আশ্রয় বা আলম্বন প্রসিদ্ধ হয় না। বিজ্ঞান আশ্রয় এবং আলম্বন-নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না, অতএব ক্লিষ্ট মনের আশ্রয় এবং আলম্বনের প্রতিপাদনের জন্য এবং নিরুক্তিপ্রতিপাদনের জন্য বলা হইয়াছে—'উহার আশ্রয়ের দ্বারা ইহা প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে আলম্বিত হইয়া মননাত্মক মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়'।

'উহার আশ্রয়ের দ্বারা ইহা প্রবৃত্ত হয়' এই বাক্যে আলয়বিজ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। মনোবাসনার আশ্রয় হইতেছে আলয়বিজ্ঞান, অতএব উহার আশ্রয় এবং প্রবাহ দ্বারা মননাত্মক মনোবিজ্ঞান প্রবৃত্ত হয়। অথবা যে ধাতু বা ভূমিতে আলয়বিজ্ঞান বিপাক, তাহাও ক্লিষ্ট মন এবং তদ্ধেতুক ও তদ্ভূমিক। অতএব তৎপ্রতিবদ্ধবৃত্তিযুক্ত বলিয়া উহার আশ্রয়দ্বারা প্রবৃত্ত হয়। 'উহার আশ্রয় লইয়া' বলিতে আলয়বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া বুঝাইতেছে। কারণ সৎকায়দৃষ্টি প্রভৃতির সম্প্রয়োগের দ্বারা 'আমি', 'আমার' এইরূপে আলয়বিজ্ঞানের আলম্বন লইয়া মন প্রবৃত্ত হয়।

পুনরায় প্রশ্ন হইতেছে—যে চিত্ত হইতে উহা উৎপন্ন হয় তাহাই কিভাবে উহার অবলম্বন হয়? উত্তরে বলা হইয়াছে, উক্ত আলয়বিজ্ঞান যাঁহারা স্বীকার করেন না এমন দার্শনিকদের মতে কোন এক অবস্থাতে যেই চিত্ত হইতে মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ঐ বিজ্ঞান উক্ত চিত্তের আলম্বনের দ্বারাই উৎপন্ন হয়।

ইহা মন নামক বিজ্ঞান। যে বিজ্ঞানের 'মন' এই আখ্যা উহা আলয়বিজ্ঞানের আশ্রয়দ্বারা প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাই ইহার অবলম্বন। 'ইহাই মন' এই পদের দ্বারা আলয়বিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইতে উহার পার্থক্য দেখান হইয়াছে। পুনরায়, ইহার কি স্বভাব—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে তাহা 'মননাত্মক'। এই প্রকারে বাচন-ভঙ্গীতে মননাত্মক হয় বলিয়া ইহার 'মন' এই নাম হইয়াছে।

বিজ্ঞানস্বরূপত্বাদবশ্যং তচ্চৈত্তৈঃ সংপ্রযুজ্যতে। ইদং তু ন জ্ঞায়তে কতমৈস্তচ্চৈত্তৈঃ কিয়দ্ভিঃ কিয়ন্তং কালং বা সংপ্রযুজ্যত ইত্যত আহ—

ক্লেশৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতং নিবৃতাব্যাকৃতৈঃ সদা।
আত্মদৃষ্ট্যাত্মমোহাত্মমানাত্মস্নেহসংজ্ঞিতৈঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্য—চৈত্তা হি দ্বিপ্রকারাঃ ক্লেশাস্তদন্যে চ। তদন্যেভ্যো ব্যবচ্ছেদার্থমাহ—ক্লেশৈরিতি। ক্লেশা অপি ষট্। ন চ সর্বঃ সংপ্রযুজ্যতেঽতশ্চতুর্ভিরিত্যাহ। সহিতমিতি সংপ্রযুক্তম্। ক্লেশা অপি দ্বিবিধাঃ। অকুশলা নিবৃতাব্যাকৃতাশ্চ। অকুশলেভ্যো বিশেষার্থমাহ—নিবৃতাব্যাকৃতৈরিতি। ন হি নিবৃতেন বিজ্ঞানেনাকুশলানাং

সংপ্রযোগঃ সম্ভবতি। নিবৃতাঃ ক্লিষ্টত্বাৎ। অব্যাকৃতাঃ কুশলাকুশলত্বেনাব্যাকরণাৎ। সদেতি সর্বকালম্। তাবদস্তি যাবত্তৈঃ সংপ্রযুক্তম্। সামান্যনির্দেশাদ্বিশেষতো ন জ্ঞায়ন্ত ইতি বিশেষতো নির্দিশতি—আত্মদৃষ্ট্যাত্মমোহাত্মমানাত্মস্নেহসংজ্ঞিতৈরিতি।

উপাদানস্কন্ধেষ্বাত্মেতি দর্শনমাত্মদৃষ্টিঃ, সৎকায়দৃষ্টিরিত্যর্থঃ। মোহোঽজ্ঞানম্। আত্মন্যজ্ঞানমাত্মমোহঃ। আত্মবিষয়ে মান আত্মমানোঽস্মিমান ইত্যর্থঃ। আত্মনি স্নেহ আত্মস্নেহ আত্মপ্রেমেত্যর্থঃ। তত্রালয়বিজ্ঞানস্বরূপে সংমূঢ়ঃ সন্নালয়বিজ্ঞানে আত্মদৃষ্টিমুৎপাদয়তি। আত্মদর্শনাখ্যা চিত্তস্যোন্নতিঃ সোঽস্মিমানঃ। এতস্মিংস্ত্রয়ে সতি আত্মাভিমতে বস্তুনি যোঽভিষঙ্গঃ স আত্মস্নেহঃ। আহ চ—

অবিদ্যয়া চাত্মদৃষ্ট্যা চাস্মিমানেন তৃষ্ণয়া।
এভিশ্চতুর্ভিঃ সংক্লিষ্টং মননালক্ষণং মনঃ॥
বিপর্যাসনিমিত্তং তু মনঃ ক্লিষ্টং সদৈব যৎ।
কুশলাব্যাকৃতে চিত্তে সদাহংকারকারণম্॥

এতে হি—'আত্মমোহাদয়ঃ ক্লেশাঃ মনোবন্নবভূমিকাঃ।'

অনুবাদ—বিজ্ঞানস্বরূপহেতু উহা অবশ্যই চৈত্তসমূহের সহিত সংযুক্ত হইবে। কিন্তু ইহা জ্ঞাত হইতেছে না যে উহা কি বা কি কি চৈত্তের সহিত কত সময়ের জন্য সম্প্রযুক্ত হয়। বলা হইয়াছে—

'চারি নিবৃতাব্যাকৃত ক্লেশের সহিত উহা সর্বদা সংযুক্ত থাকে।'

চৈত্ত দুই প্রকার—ক্লেশ এবং ক্লেশভিন্ন। ক্লেশভিন্ন চৈত্তসমূহ হইতে পৃথক করিবার জন্যই বলা হইয়াছে—'ক্লেশসমূহের দ্বারা।' ক্লেশ ছয় প্রকার। কিন্তু ইহাদের সকলের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত হয় না বলিয়া বলা হইয়াছে যে কেবল চারিটির সহিত সম্প্রযুক্ত হয়। 'সহিত' শব্দের অর্থ হইতেছে 'সম্প্রযুক্ত'। ক্লেশসমূহকে পুনরায় দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে—অকুশল এবং নিবৃতাব্যাকৃত। অকুশলসমূহ হইতে উহাকে পৃথক করিবার জন্য বলা হইয়াছে 'উহা নিবৃতাব্যাকৃতের সহিত বর্তমান থাকে।'

নিবৃত বিজ্ঞানের সহিত অকুশলসমূহের সম্প্রযোগ অসম্ভব। ক্লিষ্ট হয় বলিয়াই ইহাকে নিবৃত বলা হয়। কুশল বা অকুশলরূপে ইহা ব্যাকৃত হয় না বলিয়া ইহা অব্যাকৃত। 'সদা' শব্দের দ্বারা সর্বকালে বুঝাইতেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আলয়বিজ্ঞান বর্তমান থাকিবে ততক্ষণ উহা ক্লেশসমূহের সহিতও সম্প্রযুক্ত থাকিবে।

সামান্যের নির্দেশের দ্বারা বিশেষের জ্ঞান হয় না। অতএব এখন বিশেষের নির্দেশ করা হইতেছে। আলয়বিজ্ঞান 'আত্মদৃষ্টি, আত্মমোহ, আত্মমান এবং আত্মস্নেহ—এই চারি ক্লেশের সহিত যুক্ত থাকে।'

উপাদানস্কন্ধকে আত্মারূপে দেখার নাম 'আত্মদৃষ্টি' অর্থাৎ সৎকায়দৃষ্টি। 'মোহ'

হইতেছে অজ্ঞান। আত্মবিষয়ক অজ্ঞানকে 'আত্মমোহ' বলা হয়। আত্মবিষয়ক মানকে 'আত্মমান' বলা হয়, অর্থাৎ অস্মিমান। আত্মাতে স্নেহ বা প্রেম 'আত্মস্নেহ', অর্থাৎ আত্মপ্রেম। আলয়বিজ্ঞানের স্বরূপ না জানিয়া মানুষ আলয়বিজ্ঞানে আত্মদৃষ্টি উৎপন্ন করিয়া থাকে। অর্থাৎ উহাকে আত্মা বলিয়া মনে করে। আত্মদৃষ্টিবশতঃ চিত্তের যে উন্নতি তাহার নাম 'অস্মিমান'। এই তিনের কারণে আত্মারূপে জ্ঞাত বস্তুর প্রতি যে আসক্তি হয় তাহাই আত্মস্নেহ। বলা হইয়াছে—

'মনন লক্ষণযুক্ত মন অবিদ্যা, আত্মদৃষ্টি, অস্মিমান এবং তৃষ্ণা—এই চারিটির সহিত সংক্লিষ্ট। ক্লিষ্ট মন সর্বদাই মিথ্যা জ্ঞানের নিমিত্ত হয়, এবং কুশল ও অব্যাকৃত চিত্তে ইহা সর্বদা অহংকারের কারণ হয়।'

'এই আত্মমোহাদি ক্লেশ মনের ন্যায় নয় ভূমিযুক্ত'।

ইহ চ সামান্যেনাভিধানান্ন জ্ঞায়তে কিং স্বভূমিকৈরেব সংপ্রযুজ্যতে উতান্য-ভূমিকৈরপীত্যত আহ—

যত্রজস্তন্ময়ৈরন্যৈঃ স্পর্শাদ্যৈশ্চার্হতো ন তৎ।
ন নিরোধসমাপত্তৌ মার্গে লোকোত্তরে ন চ॥ ৭ ॥

ভাষ্য—ইতি। যত্র জাতো যত্রজঃ। তন্ময়ৈরিতি যত্র ধাতৌ ভূমৌ বা জাতস্তদ্ধাতুকৈঃ তদ্ভূমিকৈরেব চ সংপ্রযুজ্যতে নান্যধাতুকৈরন্যভূমিকৈর্বা। কিং পুনশ্চতুর্ভিরেব ক্লেশৈঃ সংপ্রযুজ্যতে। নেত্যাহ।

অন্যৈঃ স্পর্শাদ্যৈশ্চ সংপ্রযুজ্যত ইতি সম্বধ্যতে। চশব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। স্পর্শাদ্যৈরিতি স্পর্শমনস্কারবেদনাসংজ্ঞাচেতনাভিঃ। এতে হি পঞ্চধর্মাঃ সর্বত্রগতত্বাৎ সর্ববিজ্ঞানৈঃ সংপ্রযুজ্যন্তে। এতৈরপি যত্র জাতস্তন্ময়ৈরেব সংপ্রযুজ্যতে নান্যধাতু-ভূমিকৈঃ। অথ বান্যৈরিতি মূলবিজ্ঞানসংপ্রযুক্তেভ্যো ব্যবচ্ছেদার্থম্। মূলবিজ্ঞানে হ্যনিবৃতাব্যাকৃতাঃ স্পর্শাদয়ঃ। ক্লিষ্টে তু মনসি মনোবন্নিবৃতাব্যাকৃতাঃ। যদি তৎ ক্লিষ্টং মনঃ কুশলক্লিষ্টাব্যাকৃতাবস্থাস্ববিশেষেণ প্রবর্ততে ন তস্য তর্হি নিবৃত্তিরস্তি। অনিবৃত্তে চ তস্মিন্ কুতো মোক্ষ ইতি। কথং ন মোক্ষাভাবঃ প্রসজ্যতে। ন প্রসজ্যতে। যস্মাৎ—

অর্হতস্তাবদশেষক্লেশপ্রহাণাৎ ক্লিষ্টং মনো নৈবাস্তি। তদ্ধি ভাবাগ্রিকভাবনা-প্রহাতব্যক্লেশবদর্হত্বপ্রাপ্ত্যানন্তর্যমার্গেণৈব প্রহীয়তে। তদন্যক্লেশবদর্হত্বাবস্থায়াং নৈব বিদ্যতে। আকিংচন্যায়তনবীতরাগস্যাপ্যনাগামিনো নিরোধসমাপত্তিলাভিনো মার্গবলেন নিরোধসমাপত্তের্লভ্যত্বান্মার্গবন্নিরোধসমাপত্ত্যবস্থায়ামপি নিরুধ্যতে। নিরোধাচ্চ ব্যুত্থিতস্য পুনরালয়বিজ্ঞানাদেব প্রবর্ততে।

মার্গে লোকোত্তরে ন চেতি। লোকোত্তরগ্রহণং লৌকিকব্যবচ্ছেদার্থম্। লৌকিকে তু মার্গে ক্লিষ্টং মনঃ প্রবর্তত এব। নৈরাত্ম্যদর্শনস্যাত্মদর্শনপ্রতিপক্ষত্বান্ন লোকোত্তরমার্গে প্রবর্তিতুমুৎসহতে। বিপক্ষপ্রতিপক্ষয়োরযৌগপদ্যাল্লোকোত্তর-মার্গে তন্নিরুধ্যতে। তস্মাদপি ব্যুত্থিতস্য পুনরালয়বিজ্ঞানাদেবোৎপদ্যতে।

অনুবাদ—এস্থলে সামান্য কথনের দ্বারা ইহা জ্ঞাত হইতেছে না উহা কি স্বভূমিকদের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়, না অন্যভূমিকদের সহিতও যুক্ত হয়। এইজন্য উক্ত হইয়াছে—'যেখানে জন্ম নেয়, তাহার সহিত' ইত্যাদি।

'যত্রজ' শব্দের অর্থ যেখানে উৎপন্ন হয়। 'তাহার সহিত' বলিতে বুঝাইতেছে—যে ধাতু বা ভূমিতে উৎপন্ন হয় ঐ ধাতু বা ভূমিযুক্তদের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়, অন্য ধাতু বা অন্য ভূমিযুক্তদের সহিত নহে।

পুনশ্চ, ইহা কি চারিটি ক্লেশের সহিতই সম্প্রযুক্ত হয়? বলা হইয়াছে—'অন্য স্পর্শাদির সহিতও'।

'সম্প্রযুক্ত হয়'—এই সম্বন্ধ করিয়া লইতে হইবে। চ শব্দ সমুচ্চয়ার্থক। স্পর্শাদির অর্থ হইতেছে—স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা এবং চেতনার সহিত। এই পাঁচটি ধর্ম সর্বত্রগামী বলিয়া সকলেই বিজ্ঞানসমূহের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়। যেখানে ইহারা উৎপন্ন হয়, সেই সেই ধাতু বা ভূমির সহিতই ইহাদের সম্প্রয়োগ হয়, অন্য ধাতু বা ভূমিযুক্তদের সহিত নহে। অথবা 'অন্য' শব্দ এখানে মূলবিজ্ঞানের সহিত সম্প্রযুক্ত চৈত্তসমূহ হইতে পৃথক করার জন্য উক্ত হইয়াছে। মূলবিজ্ঞানে অনিবৃতাব্যাকৃত হইতেছে স্পর্শাদি। ক্লিষ্ট মনে ইহারা মনোবৎ নিবৃতাব্যাকৃত।

যদি এই ক্লিষ্ট মন কুশল, ক্লিষ্ট এবং অব্যাকৃত অবস্থাসমূহে সামান্যরূপে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। উহার নিবৃত্তি না হইলে মোক্ষ কি করিয়া হইবে? অতএব কেনই বা মোক্ষের অভাব হইবে না?

বলা হইয়াছে যে মোক্ষাভাবপ্রাপ্তি হইতে পারে না। কারণ 'অর্হতের ঐ মন হয় না। ইহা নিরোধসমাপত্তির অবস্থাতেও থাকে না, লোকোত্তরমার্গের অবস্থাতেও নয়।'

অর্হতের সম্পূর্ণ ক্লেশ নষ্ট হয় বলিয়া তাহার ক্লিষ্ট মনও থাকে না। কারণ ক্লিষ্ট মন ভাবাগ্রিক ভাবনার দ্বারা বিনাশ্য ক্লেশসমূহের ন্যায় আনন্তর্য মার্গের দ্বারা বিনষ্ট হয় অন্যান্য ক্লেশের ন্যায় ইহা অর্হৎ-অবস্থাতে বিদ্যমান থাকে না। আকিঞ্চন্যায়তন হইতে বীতরাগ অনাগামীর নিরোধসমাপত্তিলাভীর মার্গবলের দ্বারা নিরোধসমাপত্তির প্রাপ্তি হয় বলিয়া মার্গের ন্যায় নিরোধসমাপত্তির অবস্থাতেও উহা নিরুদ্ধ হয়। নিরোধ-সমাপত্তি হইতে উত্থিত হইলে পুনরায় উহা আলয়বিজ্ঞান হইতে প্রবৃত্ত হয়।

কিন্তু লোকোত্তর মার্গে হয় না। লোকোত্তর শব্দের গ্রহণ লৌকিকের ব্যবচ্ছেদের জন্য। লৌকিক মার্গে ক্লিষ্ট মন প্রবৃত্ত হয়। নৈরাত্ম্যদর্শনের আত্মদর্শন-প্রতিপক্ষহেতু লোকোত্তরমার্গে উহা প্রবৃত্ত হয় না। বিপক্ষ এবং প্রতিপক্ষ দুই-ই একত্রে হইতে পারে না

বলিয়া উহা লোকোত্তরমার্গে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব নিরোধসমাপত্তি হইতে উত্থিত হইলে পুনরায় আলয়বিজ্ঞান হইতেই ইহা উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয়ঃ পরিণামোঽয়ং তৃতীয়ঃ ষড়্বিধস্য যা।
বিষয়স্যোপলব্ধিঃ সা কুশলাকুশলাদ্বয়া ॥ ৮ ॥

ভাষ্য—উদ্দিষ্টো নির্দ্দিষ্টশ্চেতি নিগময়তি। দ্বিতীয়পরিণামানন্তরং তৃতীয়-পরিণামো বক্তব্য ইত্যত আহ—

তৃতীয়ো বিজ্ঞানপরিণাম ইতি বাক্যশেষঃ। ষড়্বিধস্যেতি ষট্প্রকারস্য রূপশব্দগন্ধরসস্প্রষ্টব্যধর্মাত্মকস্য বিষয়স্য যা উপলব্ধিগ্রর্হণং প্রতিপত্তিরিত্যর্থঃ। সা পুনঃ কিং কুশলা অকুশলা অব্যাকৃতেত্যত আহ—

কুশলাঽকুশলাঽদ্বয়েত্যব্যাকৃতাপি। অলোভাদ্বেষামোহৈঃ সংপ্রযুক্তা কুশলা। লোভদ্বেষমোহৈঃ সংপ্রযুক্তাঽকুশলা। কুশলাকুশলৈরসংপ্রযুক্তা অদ্বয়া। ন কুশলা নাকুশলেত্যর্থঃ।

অনুবাদ—'ইহা দ্বিতীয় পরিণাম।'—এই বাক্যের দ্বারা ইহাই সূচিত করিতেছে যে, ইহা উদ্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট উভয়ই হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিণাম বলার পর তৃতীয় পরিণাম বলিতে হইবে। তাই উক্ত হইয়াছে—

এই তৃতীয় পরিণামের নাম বিজ্ঞানপরিণাম—ইহাই বাক্যশেষ। 'ষড়্বিধ' শব্দের অর্থ হইতেছে—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য এবং ধর্ম—এই ছয় প্রকার বিষয়ের উপলব্ধি, গ্রহণ এবং প্রতিপত্তি। পুনরায় ইহা কুশল, না অকুশল, না অব্যাকৃত এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে 'কুশল, অকুশল এবং অদ্বয় অর্থাৎ অব্যাকৃত।' অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহের সহিত সম্প্রযুক্ত হইলে বলা হয় কুশল। লোভ, দ্বেষ এবং মোহের সহিত সম্প্রযুক্ত হইলে বলা হয় অকুশল। কুশল এবং অকুশল কোনটার সহিত সম্প্রযুক্ত না হইলে বলা হয় অদ্বয় বা অব্যাকৃত অর্থাৎ কুশলও নহে, অকুশলও নহে।

সা পুনঃ কীদৃশৈশ্চৈতসিকৈঃ সংপ্রযুজ্যতে? কিয়ন্তো বা তৎসংপ্রযোগিণ-শ্চৈতসিকা ইত্যত আহ—

সর্বত্রগৈর্বিনিয়তৈঃ কুশলৈশ্চৈতসৈরসৌ।
সংপ্রযুক্তা তথা ক্লেশৈরুপক্লেশৈস্ত্রিবেদনা ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পুনরায় এই তৃতীয় পরিণাম কি কি চৈতসিকের সহিত সম্প্রযুক্ত? কি কি চৈতসিক ইহার সম্প্রযোগী? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—

"ইহা সর্বত্রগ, বিনিয়ত, কুশল, ক্লেশসমূহ, উপক্লেশসমূহ—এই সকল চৈতসিকের সহিত এবং তিন প্রকার বেদনার সহিত সম্প্রযুক্ত।"

য এতে সর্বত্রগা উদ্দিষ্টাস্তে ন বিজ্ঞায়ন্ত ইত্যতস্তৎপ্রদর্শনার্থমাহ—

আদ্যাঃ স্পর্শাদয়শ্ছন্দাধিমোক্ষস্মৃতয়ঃ সহ।
সমাধিধীভ্যাং নিয়তাঃ শ্রদ্ধাথ হ্রীরপত্রপা ॥ ১০ ॥

ভাষ্য—আদৌ নির্দিষ্টত্বাদাদ্যাঃ সর্বত্রগা ইত্যর্থঃ। তথা হি সদা স্পর্শমনস্কারবিৎসংজ্ঞাচেতনান্বিতম্ ইতি প্রথমতো নির্দিষ্টাঃ। স্পর্শ এষামাদিরিতি স্পর্শাদয়ঃ। তে পুনঃ স্পর্শমনস্কারাদয়ঃ পঞ্চ ধর্মাঃ সর্বং চিত্তমনুগচ্ছন্তীতি সর্বত্রগাঃ। তথা হ্যেত আলয়বিজ্ঞানে ক্লিষ্টে মনসি প্রবৃত্তিবিজ্ঞানেষু চ অবিশেষেণ প্রবর্তন্তে। বিনিয়তানধিকৃত্যাহ—ছন্দাধিমোক্ষস্মৃতয়ঃ সহেতি।

বিশেষে নিয়তত্বাদ্বিনিয়তাঃ। এষাং হি বিশেষ এব বিষয়ো ন সর্বঃ। তত্র ছন্দোঽভিপ্রেতে বস্তুন্যভিলাষঃ। অভিপ্রেতে বস্তুন্যভিলাষ ইতি প্রতিনিয়তবিষয়ত্বং জ্ঞাপিতং ভবতি, অনভিপ্রেতে ছন্দাভাবাৎ। দর্শনশ্রবণাদিক্রিয়াবিষয়ত্বেন যদভিমতং বস্তু তদভিপ্রেতম্। তত্র দর্শনশ্রবণাদিপ্রার্থনা ছন্দঃ। স চ বীর্যারম্ভসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ। অধিমোক্ষো নিশ্চিতে বস্তুনি তথৈবাবধারণম্। নিশ্চিতগ্রহণমনিশ্চিতপ্রতিষেধার্থম্। যুক্তিত আপ্তোপদেশতো বা যদ্বস্তু অসংদিগ্ধং তন্নিশ্চিতং। যেনৈবাকারেণ তন্নিশ্চিতমনিত্যদুঃখাদ্যাকারেণ তেনৈবাকারেণ তস্য বস্তুনশ্চেতস্যভিনিবেশনমেবমেতন্নান্যথেত্যবধারণমধিমোক্ষঃ। স চাসংহার্যতাদানকর্মকঃ। অধিমুক্তিপ্রধানো হি স্বসিদ্ধান্তাৎ পরপ্রবাদিভিরপহর্তুং ন শক্যতে। স্মৃতিঃ সংস্তুতে বস্তুন্যসংপ্রমোষশ্চেতসোঽভিলপনতা। সংস্তুতং বস্তু পূর্বানুভূতম্। আলম্বনগ্রহণাবিপ্রণাশকারণত্বাদসংপ্রমোষঃ। পূর্বগৃহীতস্য বস্তুনঃ পুনঃ আলম্বনাকারস্মরণমভিলপনতা। অভিলপনমেবাভিলপনতা। সা পুনরবিক্ষেপকর্মিকা। আলম্বনাভিলপনে সতি চিত্তস্যালম্বনান্তরে আকারান্তরে বা বিক্ষেপাভাবাদবিক্ষেপকর্মিকা। সমাধিরুপপরীক্ষ্যে বস্তুনি চিত্তস্যৈকাগ্রতা। উপপরীক্ষ্যং বস্তু গুণতো দোষতো বা। একাগ্রতা একালম্বনতা। জ্ঞানসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ। সমাহিতে চিত্তে যথাভূতপরিজ্ঞানাৎ। ধীঃ প্রজ্ঞা। সাপ্যুপপরীক্ষ্য এব বস্তুনি প্রবিচয়ো যোগাযোগবিহিতোঽন্যথা বেতি। প্রবিচিনোতীতি প্রবিচয়ঃ। যঃ সম্যঙ্মিথ্যা বা সংকীর্ণস্বসামান্যলক্ষণেষ্বিব ধর্মেষু বিবেকাববোধঃ। যুক্তির্যোগঃ। স পুনরাপ্তোপদেশোঽনুমানং প্রত্যক্ষং চ। তেন ত্রিপ্রকারেণ যোগেন যো জনিতঃ স যোগবিহিতঃ। স

পুনঃ শ্রুতময়শ্চিন্তাময়ো ভাবনাময়শ্চ। তত্রাপ্তবচনপ্রামাণ্যাজ্জোঽববোধঃ স শ্রুতময়ঃ। যুক্তিনিধ্যানজশ্চিন্তাময়ঃ। সমাধিজো ভাবনাময়ঃ। অযোগোঽনাপ্তোপদেশোঽনুমানাভাসো মিথ্যাপ্রণিহিতশ্চ সমাধিস্তেনাযোগেন জনিতোঽযোগবিহিতঃ। উপপত্তিপ্রতিলম্ভিকো লৌকিকব্যবহারাববোধশ্চ ন যোগবিহিতো নাযোগবিহিতঃ। এষা চ সংশয়ব্যাবর্তনকর্মিকা। সংশয়ব্যাবর্তনং প্রজ্ঞয়া ধর্মান্ প্রবিচিন্বতো নিশ্চয়লাভাদিতি। এতে হি পঞ্চ ধর্মাঃ পরস্পরং ব্যতিরিচ্যাপি প্রবর্তন্তে। এবং যত্রাধিমোক্ষস্তত্র নাবশ্যমিতরৈরপি ভবিতব্যম্। এবং সর্বত্র বাচ্যম্। উক্তা বিনিয়তাঃ। তদনন্তরোদ্দিষ্টাস্ত্বিদানীং কুশলা বক্তব্যা ইত্যত আহ—শ্রদ্ধাথ হ্রীরপত্রপেতি।

অনুবাদ—যেগুলি সর্বত্র গতিযুক্ত বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে সেগুলি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হয় না। অতএব, সেগুলিকে দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে—'আদ্যা' ইত্যাদি। আদিতে উক্ত হইয়াছে বলিয়া আদ্যা বলা হয়। সর্বত্র গতিযুক্ত চৈতসিকসমূহকেই এখানে আদ্যা বলা হইয়াছে। স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা এবং চেতনার সহিত সর্বদা যুক্ত থাকে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখানে স্পর্শ প্রথমে আছে বলিয়া স্পর্শাদি বলা হইয়াছে। পুনরায় স্পর্শ-মনস্কারাদি পঞ্চ ধর্ম সকল চিত্তের অনুগামী বলিয়া ইহাদিগকে সর্বত্র গতিযুক্ত বলা হইয়াছে। এইগুলি আলয়বিজ্ঞান, ক্লিষ্ট মন এবং প্রবৃত্তিবিজ্ঞানসমূহে অবিশেষরূপে প্রবৃত্ত হয়।

পুনরায় বিনিয়তসমূহকে লক্ষ্য করিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে—'সমাধি, ধী, ছন্দ, অধিমোক্ষ এবং স্মৃতি—এইগুলি হইতেছে বিনিয়ত চৈতসিক।' বিনিয়ত কেন? বিশেষ বিষয়ে নিয়ত থাকে বলিয়া বিনিয়ত বলা হইয়াছে। কারণ এইগুলির বিশেষ বিশেষ বিষয়ই হয়, সর্ব বিষয় নহে।

অভীষ্ট বস্তুর অভিলাষকে ছন্দ বলা হইয়াছে। 'অভীষ্ট বস্তুতে অভিলাষ' এই উক্তির দ্বারা প্রতিনিয়তবিষয়ত্ব জ্ঞাপিত হইতেছে, কারণ অনভিপ্রেত বস্তুর প্রতি অনিচ্ছা আছে। দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়াবিষয়ত্বের দ্বারা যে অভীষ্ট বস্তু তাহাই অভিপ্রেত। দর্শন-শ্রবণাদির প্রার্থনাই ছন্দ। তাহা উহাদের জন্য বীর্যারম্ভের অর্থাৎ উদ্যোগ করার আশ্রয় প্রদান করে।

নিশ্চিত বস্তুতে সেইভাবে যে অবধারণ তাহাই অধিমোক্ষ। অনিশ্চিতের নিষেধের জন্য নিশ্চিত শব্দ গৃহীত হইয়াছে। যুক্তি বা আপ্তোপদেশের দ্বারা যে বস্তু অসন্দিগ্ধ তাহাই নিশ্চিত। যে উপায়ে অনিত্যদুঃখাদি-আকারে বস্তু নিশ্চিত হয়, সেই উপায়ে সেই বস্তুর চিত্তে অভিনিবেশ অর্থাৎ 'ইহা এইরূপ, অন্যথা নহে' এইরূপ অবধারণই অধিমোক্ষ। অসংহার্যতা প্রদান করাই ইহার কাজ। অধিমুক্তিপ্রধান ব্যক্তি পরবাদিদের দ্বারা স্বসিদ্ধান্ত হইতে বিচলিত হয় না।

পূর্বে অনুভূত বস্তুতে চিত্তের যে অসংপ্রমোষ এবং অভিলপনতা তাহার নামই স্মৃতি। সংস্তুত বস্তুর অর্থ হইতেছে পূর্বানুভূত বস্তু। আলম্বন গ্রহণের নাশ হয় না বলিয়া অসং-

প্রমোষ, এবং পূর্বগৃহীত বস্তুর আলম্বনাকারে পুনঃ পুনঃ স্মরণই অভিলপনতা। অভিলপনই অভিলপনতা। ইহা পুনরায় অবিক্ষেপকর্মিকা। আলম্বনের অভিলপন হইলে চিত্ত অন্য আলম্বনে বা অন্য আকারে বিক্ষিপ্ত হয় না বলিয়া ইহাকে অবিক্ষেপকর্মিকা বলা হইয়াছে।

উপপরীক্ষ্য বস্তুতে চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। যাহাতে গুণের বা দোষের পরীক্ষা করা যায় তাহাই উপপরীক্ষ্য বস্তু। একাগ্রতার অর্থ হইতেছে একালম্বনতা। জ্ঞানের সংনিশ্রয় প্রদান করাই ইহার কাজ। কারণ চিত্ত সমাহিত হইলেই যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়।

ধী হইতেছে প্রজ্ঞা। ইহা হইতেছে উপপরীক্ষ্য বস্তুতে যোগবিহিত বা অযোগবিহিত বা তদুভয়ভিন্ন প্রবিচয়ের নাম। প্রকৃষ্টরূপে বিচয়ন করে বলিয়া প্রবিচয়। সত্য বা মিথ্যামিশ্রিত স্বলক্ষণ এবং সামান্য লক্ষণ যুক্ত ধর্মসমূহের বিবেকযুক্ত জ্ঞানই ধী।

যুক্তির নামই যোগ। ইহা পুনরায় তিন প্রকার—আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। এই তিনপ্রকার জ্ঞানের দ্বারা যাহা জনিত তাহাই যোগবিহিত। ইহা পুনরায় শ্রুতময়, চিন্তাময় এবং ভাবনাময়। আপ্তবচনের প্রামাণ্যের দ্বারা যে জ্ঞান তাহাই শ্রুতময়। যুক্তি এবং নিধ্যান বা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যে জ্ঞান তাহাই চিন্তাময়। যাহা সমাধিজাত তাহাই ভাবনাময়। অযোগও তিন প্রকার—অনাপ্তোপদেশ, অনুমানাভাস এবং মিথ্যাপ্রণিহিত সমাধি। সেই অযোগের দ্বারা যাহা জাত তাহা অযোগবিহিত।

যে প্রজ্ঞা উপপত্তিপ্রতিলম্ভিক এবং লৌকিব্যবহারাবোধ তাহা যোগবিহিতও নহে, অযোগবিহিতও নহে। সংশয় দূর করাই ইহার কাজ। প্রজ্ঞার দ্বারা ধর্মসমূহের প্রবিচয়ের ফলে যে নিশ্চয়লাভ হয় তাহার দ্বারা সংশয় দূর করা যায়—সেজন্য সংশয়ব্যাবর্তন বলা হইয়াছে। এই পাঁচ ধর্ম এক অন্য হইতে পৃথকভাবেও প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে যেখানে অধিমোক্ষ আছে, সেখানে অন্য ধর্মসমূহের বর্তমান থাকা অনাবশ্যক। সর্বত্র এই ভাবেই বুঝিতে হইবে। এইভাবে 'বিনিয়ত চৈতসিক' উক্ত হইয়াছে।

অতঃপর কুশল সম্বন্ধে বলিতে হইবে। তাই উক্ত হইয়াছে—শ্রদ্ধা, হ্রী, অপত্রপা ইত্যাদি একাদশ ধর্ম কুশল।

অলোভাদিত্রয়ং বীর্যং প্রশ্রব্ধিঃ সাপ্রমাদিকা।
অহিংসা কুশলাঃ ক্লেশা রাগপ্রতিঘমূঢ়য়ঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্য—এত একাদশধর্মা ইতি বাক্যশেষঃ। তত্র শ্রদ্ধা কর্মফলসত্যরত্নেষ্বভিসংপ্রত্যয়ঃ প্রসাদশ্চেতসোঽভিলাষঃ। শ্রদ্ধা হি ত্রিধা প্রবর্ততে। সতি বস্তুনি গুণবত্যগুণবতি বা সংপ্রত্যয়াকারা। সতি গুণবতি চ প্রসাদাকারা। সতি গুণবতি চ প্রাপ্তুমুৎপাদয়িতুং বা শক্যেঽভিলাষাকারা চেতসঃ প্রসাদ ইতি। শ্রদ্ধা হি চিত্তকালুষ্যবৈরোধিকীত্যতস্তৎসংপ্রয়োগে ক্লেশোপক্লেশমলকালুষ্যবিগমাচ্চিত্তং শ্রদ্ধামাগম্য প্রসীদতীতি চেতসঃ প্রসাদ উচ্যতে। সা পুনশ্ছন্দসংনিশ্রয়দান-

কর্মিকা। হ্রীরাত্মানং ধর্মং বা অধিপতিং কৃত্বাবদ্যেন লজ্জা। সদ্ভির্গর্হিতত্বাদ-নিষ্টবিপাকত্বাচ্চ পাপমেবাবদ্যম্। তেন অবদ্যেন কৃতেনাকৃতেন বা যা চিত্তস্যাবলীনতা লজ্জা সা হ্রীঃ। ইয়ং চ দুশ্চরিতসংযমনসংনিশ্রয়দানকর্মিকা। অপত্রাপ্যং লোকমধিপতিং কৃত্বাবদ্যেন লজ্জা। লোকে হ্যেতদ্ গর্হিতং মাং চৈবং কর্মাণং বিদিত্বা গর্হিষ্যতীত্যশ্লোকাদিভয়াদবদ্যেন লজ্জতে। ইদমপি দুশ্চরিত-সংযমনসংনিশ্রয়দানকর্মকম্। অলোভো লোভপ্রতিপক্ষঃ। লোভো নাম ভবে ভবোপকরণেষু চ যাসক্তিঃ প্রার্থনা চ। তৎ প্রতিপক্ষোঽলোভো ভবে ভবো-পকরণেষু চানাসক্তিঃ বৈমুখ্যং চ। অয়ং চ দুশ্চরিতাপ্রবৃত্তিসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ। অদ্বেষো দ্বেষপ্রতিপক্ষো মৈত্রী। দ্বেষো হি সত্ত্বেষু দুঃখে দুঃখস্থানীয়েষু চ ধর্মেষ্বাঘাতঃ। অদ্বেষো দ্বেষপ্রতিপক্ষত্বাৎ সত্ত্বেষু দুঃখে দুঃখস্থানীয়েষু চ ধর্মেষ্বনাঘাতঃ। অয়মপি দুশ্চরিতাপ্রবৃত্তিসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ। অমোহো মোহপ্রতিপক্ষঃ। অযথা-ভূতসংপ্রতিপত্তির্মোহঃ। কর্মফলসত্যরত্নেষ্বজ্ঞানম্। মোহপ্রতিপক্ষত্বাদ্ অমোহস্তেষ্বেব কর্মফলসত্যরত্নেষু সংপ্রতিপত্তিঃ। অয়মপি দুশ্চরিতাপ্রবৃত্তিসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ। বীর্যং কৌশীদ্যপ্রতিপক্ষঃ। কুশলে চেতসোঽভ্যুৎসাহঃ। ন তু ক্লিষ্টে। ক্লিষ্টে তুৎসাহঃ কুৎসিতত্বাৎ কৌশীদ্যমেব। এতচ্চ কুশলপক্ষপরিপূরণপরিনিশ্রয়কর্মকম্। প্রশ্রব্ধিঃ দৌষ্ঠুল্যপ্রতিপক্ষঃ কায়চিত্তকর্মণ্যতা। দৌষ্ঠুল্যং কায়চিত্তয়োরকর্মণ্যতা সাংক্লেশিকধর্মবীজানি চ। তদপগমে প্রশ্রব্ধিসম্ভাবাৎ। তত্র কায়কর্মণ্যতা কায়স্য স্বকার্যেষু লঘুসমুত্থানতা যতো ভবতি। চিত্তকর্মণ্যতা সম্যঙ্‌মনসিকার-সংপ্রযুক্তচিত্তস্যাহ্লাদলাঘবনিমিত্তং যচ্চৈতসিকং ধর্মান্তরং তদ্যোগাচ্চিত্তমালম্বনে প্রবর্ততেঽতস্তচ্চিত্তকর্মণ্যতেত্যুচ্যতে। কায়স্য পুনঃ স্প্রষ্টব্যবিশেষ এব প্রীত্যাহৃতঃ কায়প্রশ্রব্ধির্বেদিতব্যা। 'প্রীতমনসঃ কায়ঃ প্রশ্রভ্যত' ইতি সূত্রে বচনাৎ। ইয়ং তদ্বশেনাশ্রয়পরাবৃত্তিতোঽশেষক্লেশাবরণনিষ্কর্ষণকর্মিকা। সাপ্রমাদিকা। সহা-প্রমাদেন বর্তত ইতি সাপ্রমাদিকা। কা পুনরসৌ। উপেক্ষা। কুত এতৎ। একান্তকুশলত্বাৎ। সর্বকুশলানাং চেহ নির্দেশাধিকারাচ্ছ্রদ্ধাদিবৎ সাক্ষাদনির্দেশাৎ তদ্ব্যতিরিক্তান্যকুশলাভাবাচ্চ উপেক্ষৈব বিজ্ঞায়তে। তত্রাপ্রমাদঃ প্রমাদ-প্রতিপক্ষঃ। অলোভাদ্যাবদ্বীর্যমপ্রমাদঃ। যৈরলোভাদীন্নিশ্রিত্যাকুশলান্ ধর্মান্ প্রজহাতি তৎপ্রতিপক্ষাংশ্চ কুশলান্ধর্মান্ ভাবয়তি তেঽলোভাদয়োঽপ্রমাদঃ। অত এব প্রমাদপ্রতিপক্ষঃ প্রমাদস্যাতো বিপরীতত্বাৎ। স পুনঃ লৌকিকলোকোত্তর-সম্পত্তিপরিপূরণকর্মকঃ। উপেক্ষা চিত্তসমতা চিত্তপ্রশঠতা চিত্তানাভোগতা। এভিস্ত্রিভিঃ পদৈরুপেক্ষায়া আদিমধ্যাবসানাবস্থা দ্যোতিতাঃ। তত্র লয় ঔদ্ধত্যং বা চেতসো বৈষম্যম্। তস্যাভাবাদাদৌ চিত্তসমতা। ততোঽনভিসংস্কারেণাপ্রযত্নেন

সমাহিতচেতসো যথাভিযোগং সমস্যৈব যা প্রবৃত্তিঃ সা চিত্তপ্রশঠতা। সা পুনরবস্থা লয়ৌদ্ধত্যশংকানুগতাচিরভাবিত্বাৎ। ততো ভাবনাপ্রকর্ষগমনাত্তদ্বিপক্ষ-দূরীভাবাত্তচ্ছঙ্কাভাবে লয়ৌদ্ধত্যপ্রতিপক্ষনিমিত্তেষ্বাভোগমকুর্বতোঽনাভোগাবস্থা চিত্তস্যানাভোগতা। ইয়ং চ সর্বক্লেশোপক্লেশানবকাশসংনিশ্রয়দানকর্মিকা। অবিহিংসা বিহিংসাপ্রতিপক্ষঃ। বধবন্ধনাদিভিঃ সত্ত্বানামবিহেঠনমবিহিংসা সত্ত্বেষু করুণা। কং রুণদ্ধীতি করুণা। কমিতি সুখস্যাখ্যা সুখং রুণদ্ধীত্যর্থঃ। কারুণিকো হি পরদুঃখদুঃখী ভবতীতি। ইয়ং চাবিহেঠনকর্মিকা।

উক্তা একাদশ কুশলাস্তদনন্তরোদ্দিষ্টাস্তু ক্লেশা ইত্যতস্তানধিকৃত্যাহ ক্লেশা রাগপ্রতিঘমূঢ়য়ঃ ইতি। রাগশ্চ প্রতিঘশ্চ মূঢ়িশ্চ রাগপ্রতিঘমূঢ়য়ঃ। তত্র রাগো ভবভোগয়োরধ্যবসানং প্রার্থনা চ। স পুনর্দুঃখসংযোজনকর্মকঃ। দুঃখমত্রো-পাদানস্কন্ধাস্তেষাং কামরূপারূপ্যতৃষ্ণাবশাদভিনির্বৃত্তিঃ। অতো রাগস্য দুঃখ-সংযোজনং কর্ম নির্দিশ্যতে। প্রতিঘঃ সত্ত্বেষ্বাঘাতঃ সত্ত্বেষু রুক্ষচিত্ততা যেনাবিষ্টঃ সত্ত্বানাং বধবন্ধনাদিকমনর্থং চিন্তয়তি। স পুনরস্পর্শবিহারদুশ্চরিতসংনিশ্রয়দান-কর্মকঃ। স্পর্শঃ সুখং, তেন সহিতো বিহারঃ স্পর্শবিহারঃ, ন স্পর্শ বিহারোঽ-স্পর্শবিহারঃ, দুঃখসহিত ইত্যর্থঃ। আঘাতচিত্তস্যাবশ্যং দৌর্মনস্যসমুদাচারাচ্চিত্তং তপ্যতে। চিত্তানুবিধানাচ্চ কায়োঽপি তপ্যত এবেতি সর্বের্যাপথেষু সদুঃখ-সবিঘাতোঽস্পর্শবিহারো ভবতি। প্রতিহতচিত্তস্য চ ন কিঞ্চিদ্দুশ্চরিতং বিদূর ইতি প্রতিঘোঽস্পর্শবিহারদুশ্চরিতসংনিশ্রয়দানকর্মক উক্তঃ। মোহোঽপায়েষু সুগতৌ নির্বাণে তৎপ্রতিষ্ঠাপকেষু হেতুষু তেষাং চাবিপরীতে হেতুফলসম্বন্ধে যদজ্ঞানম্। অয়ং চ সংক্লেশোৎপত্তিসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ। তত্র ক্লেশকর্মজন্মাত্মক-স্ত্রিবিধঃ সংক্লেশঃ। তস্যোৎপত্তিঃ পূর্বপূর্বসংক্লেশনিমিত্ত উত্তরোত্তরস্য সংক্লেশ-স্যাত্মলাভঃ। উৎপত্তেঃ সংনিশ্রয়দানকর্মকমিতি। মূঢ়স্যৈব হি মিথ্যাজ্ঞানসংশয়-রাগাদিক্লেশপৌনর্ভবিককর্মজন্মনাং প্রবৃত্তির্নামূঢ়স্যেতি।

অনুবাদ—শ্রদ্ধা, হ্রী, অপত্রপা, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, বীর্য, প্রশ্রব্ধি, অপ্রমাদ, উপেক্ষা এবং অহিংসা—এই একাদশ ধর্ম কুশল—ইহাই বাক্যশেষ।

কর্মফল, আর্যসত্য এবং ত্রিরত্নে যে বিশ্বাস, প্রসাদ এবং চিত্তের অভিলাষ তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা তিন প্রকারে প্রবর্তিত হয়। যথা গুণবান বা গুণহীন বিদ্যমান বস্তুতে সংপ্রত্যয়াকারে বা বিশ্বাসরূপে, গুণবান বস্তুতে প্রসাদ বা প্রসন্নতারূপে এবং গুণবান বস্তু যাহা পাওয়া যাইতে পারে এবং উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহাতে অভিলাষ বা চিত্তের প্রসাদরূপে। শ্রদ্ধা চিত্তের কলুষতার বিরোধিনী। ইহার সংযোগে ক্লেশ এবং উপক্লেশরূপ মলসমূহ বিনষ্ট হইলে চিত্ত শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হয়। এইজন্য

শ্রদ্ধাকে চিত্তের প্রসাদ বলা হইয়াছে। ছন্দ বা ইচ্ছাকে আশ্রয় দেওয়াই ইহার কাজ।

আত্মাধিপত্য বা ধর্মাধিপত্যবশে অবদ্য অর্থাৎ পাপকর্মে যে লজ্জা তাহাই হ্রী। সজ্জনদের দ্বারা নিন্দিত হইলে এবং পরিণামে অনিষ্টকারী হইলে পাপকে বলা হয় অবদ্য। কৃত বা অকৃত সেই অবদ্যের প্রতি চিত্তের যে অবলীনতা যে লজ্জা তাহাই হ্রী। দুশ্চরিত্র হইতে সংযমকে আশ্রয় দেওয়াই ইহার কাজ।

লোকাধিপত্যবশে অবদ্য বা পাপকর্মে যে লজ্জা তাহাই অপত্রাপ্য। জগতে ইহা গর্হিত বা নিন্দনীয়, 'এইরূপ করিলে আমাকেও নিন্দা করিবে' এইরূপ অপ্রশংসাদির ভয়ে যে লজ্জা উৎপন্ন হয় তাহাই অপত্রাপ্য। ইহাও দুশ্চরিত্র হইতে সংযমকে আশ্রয় প্রদান করে।

অলোভ হইতেছে লোভ-প্রতিপক্ষ। ভব বা ভবের উপকরণে যে আসক্তি এবং প্রার্থনা তাহাই লোভ। ইহার প্রতিপক্ষী অলোভ হইতেছে ভব এবং ভবের উপকরণে অনাসক্তি এবং বিমুখতা। দুশ্চরিত্রে অপ্রবৃত্তিকে আশ্রয়দানই ইহার কাজ।

অদ্বেষ হইতেছে দ্বেষপ্রতিপক্ষী অর্থাৎ মৈত্রী। সত্ত্বগণের প্রতি দুঃখে এবং দুঃখস্থানীয় ধর্মসমূহে যে আঘাত তাহাই দ্বেষ। অদ্বেষ হইতেছে দ্বেষবিরোধী অর্থাৎ সত্ত্বগণের প্রতি দুঃখ এবং দুঃখস্থানীয় ধর্মসমূহে অনাঘাত। ইহারও কাজ হইতেছে দুশ্চরিত্রে অপ্রবৃত্তিকে আশ্রয় দান করা।

অমোহ মোহপ্রতিপক্ষ। অযথাভূত বা মিথ্যা জ্ঞানই মোহ অর্থাৎ কর্মফল, আর্যসত্য এবং ত্রিরত্নবিষয়ে অজ্ঞান। মোহের প্রতিপক্ষী হইতেছে অমোহ অর্থাৎ কর্মফল, আর্যসত্য এবং ত্রিরত্নবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান। দুশ্চরিত্রে অপ্রবৃত্তিকে আশ্রয়দানই ইহার কাজ।

বীর্য হইতেছে আলস্য বিরোধী। ক্লিষ্ট কর্মে নহে, কুশলকর্মে চিত্তের যে উৎসাহ তাহাই বীর্য। ক্লিষ্টকর্মে যে উৎসাহ তাহা আলস্য। কুশলপক্ষের পরিপূরণকে আশ্রয়দানই ইহার কাজ।

প্রশ্রব্ধি হইতেছে দৌষ্ঠুল্যবিরোধী, কায় এবং চিত্তের কর্মণ্যতার নাম। দৌষ্ঠুল্য হইতেছে কায় এবং চিত্তের অকর্মণ্যতা এবং সাংক্লেশিক ধর্মসমূহের বীজ। উহা বিনষ্ট হইলে প্রশ্রব্ধি হয়। তন্মধ্যে কায়কর্মণ্যতা হইতেছে কায়ের স্বকার্যসমূহে লঘু সমুত্থান এবং এবং চিত্তকর্মণ্যতা হইতেছে সম্যক্ মনস্কারযুক্ত চিত্তের আহ্লাদ তথা লাঘবের জন্য উৎপন্ন অবস্থার নাম। ইহার যোগে চিত্ত আলম্বনে প্রবৃত্ত হয়—এইজন্য ইহাকে চিত্তকর্মণ্যতা বলা হয়।

প্রীতির দ্বারা আহৃত কায়ের স্প্রষ্টব্যবিশেষের নাম কায়প্রশ্রব্ধি—'প্রীতমনের কায় প্রশ্রব্ধ হয়' এই সূত্রবচনের দ্বারা। ইহার কারণে আশ্রয়পরাবৃত্তি হয়। অতএব কায়-প্রশ্রব্ধি ক্লেশাবরণ দূরীকরণের কাজ করে।

সাপ্রমাদিকা শব্দের অর্থ হইতেছে যাহা অপ্রমাদের সহিত বর্তমান। তাহা কি? উপেক্ষা। কেন এইরূপ বলা হইয়াছে? ইহা একান্তত কুশল বলিয়া। সমস্ত কুশলধর্মের নির্দেশ করিতে যাইয়া শ্রদ্ধাদির ন্যায় ইহারও সাক্ষাৎ নির্দেশ না করিয়া উপায়

নাই, কারণ তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কুশল নাই। অতএব শ্রদ্ধাদির সহিত উপেক্ষার কথাই মনে পড়ে।

অপ্রমাদ হইতেছে প্রমাদ-প্রতিপক্ষ। অলোভ হইতে বীর্য পর্যন্ত চারিটিকে বলা হয় অপ্রমাদ। যেগুলির দ্বারা কেহ অলোভাদিকে আশ্রয় করিয়া অকুশল ধর্মসমূহকে পরিত্যাগ করে এবং তৎপ্রতিপক্ষ কুশলসমূহের ভাবনা করে সেই অলোভাদি চারি ধর্মই অপ্রমাদ। অতএব ইহা প্রমাদপ্রতিপক্ষ। কারণ প্রমাদ ইহার বিরোধী। লৌকিক এবং লোকোত্তর সম্পত্তির পরিপূরণ করাই ইহার কাজ।

উপেক্ষা হইতেছে চিত্তের সমতা, প্রশঠতা এবং অনাভোগতা। চিত্তসমতাদি তিনটি পদের দ্বারা উপেক্ষার আদি, মধ্য এবং অবসান অবস্থা দ্যোতিত হয়। লয় বা ঔদ্ধত্য হইতেছে চিত্তের বৈষম্য। ইহার অভাবে প্রথমে চিত্তের সমতা হয়। তারপর অভিসংস্কার এবং প্রযত্ন বিনা সমাহিতচিত্তের স্থিতাবস্থার যে প্রবৃত্তি হয় তাহাই চিত্তপ্রশঠতা। পুনরায় এই অবস্থা লয় এবং ঔদ্ধত্যের আশঙ্কার দ্বারা যুক্ত থাকে। ভাবনার প্রকর্ষের দ্বারা ইহার বিপক্ষ দূরীভূত হইলে এবং উহার আশংকা না থাকিলে লয় এবং ঔদ্ধত্যের প্রতিপক্ষের নিমিত্তসমূহে আভোগ বা চিন্তন না করার ফলে যে অনাভোগ অবস্থা হয় তাহাই চিত্তের অনাভোগতা। কোন ক্লেশ এবং উপক্লেশের অবকাশ না দেওয়াই ইহার কাজ।

অবিহিংসা বিহিংসার প্রতিপক্ষী। বধ-বন্ধনাদির দ্বারা প্রাণীদের হিংসা না করা এবং করুণা বা দয়া করাই অবিহিংসা। ক বা সুখকে রুদ্ধ করে বলিয়াই করুণা। ক এর অর্থ হইতেছে সুখ। ইহাকে যাহা রুদ্ধ করে তাহাই করুণা। কারণ কারুণিক পরদুঃখে দুঃখী হয়। দুঃখ না দেওয়া বা হিংসা না করাই ইহার কাজ।

এইভাবে একাদশ কুশল ধর্ম উক্ত হইল। ইহার পর ক্লেশ সমূহ উপদিষ্ট হইতেছে। অতএব ক্লেশবিষয়ে বলা হইয়াছে যে, ক্লেশ হইতেছে রাগ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি। রাগ, দ্বেষ এবং মোহকে রাগপ্রতিঘমূঢ়ী বলা হইয়াছে।

ভব এবং ভোগের অধ্যবসান এবং প্রার্থনাই রাগ। দুঃখ সংযোজনই ইহার কর্ম। উপাদান স্কন্ধই দুঃখ। কামলোক, রূপলোক এবং আরূপ্যলোকে তৃষ্ণাবশে ইহাদের অভিনির্বৃত্তি হয়। অতএব বলা হইয়াছে যে দুঃখ সংযোজনই রাগের কর্ম।

প্রতিঘ হইতেছে সত্ত্বগণের প্রতি আঘাত এবং রুক্ষচিত্ততা যাহার দ্বারা আবিষ্ট হইলে মানুষ সত্ত্বগণের বধ-বন্ধনাদিরূপ অনর্থের কথা চিন্তা করে। ইহা পুনরায় অস্পর্শ-বিহার এবং দুশ্চরিত্রের আশ্রয় প্রদানকারী। স্পর্শ হইতেছে সুখ, ইহার সহিত যে বিহার তাহাই স্পর্শবিহার। স্পর্শবিহারের অভাব অস্পর্শবিহার অর্থাৎ দুঃখের সহিত বিহার। আঘাতচিত্তযুক্ত ব্যক্তির মন অবশ্য দৌর্মনস্যবশে সন্তপ্ত থাকে। চিত্ত সন্তপ্ত হইলে কায়ও সন্তপ্ত হয়। অতএব সমস্ত ঈর্যাপথে (উপবেশন-শয়নাদি কায়ের চারিটি অবস্থাতে) দুঃখ এবং বিঘাত-সহিত অস্পর্শবিহার হয়। প্রতিহতচিত্তের অর্থাৎ দ্বেষ-যুক্ত চিত্তের ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনও দুশ্চরিত বিশেষ দূরে নয়। অতএব বলা হইয়াছে যে প্রতিঘ অস্পর্শবিহার এবং দুশ্চরিতের আশ্রয় প্রদান করে।

অপায়সমূহ, সুগতি, নির্বাণ, নির্বাণের প্রতিষ্ঠাপক হেতুসমূহ, ইহাদের অবিপরীত হেতুফলসম্বন্ধ—ইত্যাদি বিষয়ে যে অজ্ঞান তাহাই মোহ। ক্লেশোৎপত্তির আশ্রয় দানই ইহার কর্ম। সংক্লেশ তিন প্রকার—ক্লেশ, কর্ম এবং জন্ম। ইহার উৎপত্তির অর্থ পূর্ব পূর্ব ক্লেশসমূহের কারণে উত্তরোত্তর ক্লেশসমূহ উৎপন্ন হওয়া। উৎপত্তির আশ্রয় প্রদানই ইহার কর্ম। মূঢ় পুরুষেরই মিথ্যা জ্ঞান, সংশয়, রাগাদি ক্লেশ, পুনর্জন্মপ্রদানকারী কর্ম এবং জন্মের প্রবৃত্তি হয়, অমূঢ়ের নহে।

মানদৃষ্টিচিকিৎসাশ্চ ক্রোধোপনহনে পুনঃ।
ম্রক্ষঃ প্রদাশ ঈর্ষ্যাথ মাৎসর্যং সহ মায়য়া ॥ ১২ ॥
শাঠ্যং মদো বিহিংসা অহ্রীরত্রপা স্ত্যানমুদ্ধবঃ।
আশ্রদ্ধ্যমথ কৌশীদ্যং প্রমাদো মুষিতা স্মৃতিঃ ॥ ১৩ ॥
বিক্ষেপোঽসংপ্রজন্যং চ কৌকৃত্যং মিদ্ধমেব চ।
বিতর্কশ্চ বিচারশ্চেত্যুপক্লেশা দ্বয়ে দ্বিধা ॥ ১৪ ॥

ভাষ্য—মানঃ। মানো হি নাম সর্ব এব সৎকায়দৃষ্টিসমাশ্রয়েণ প্রবর্ততে। স পুনশ্চিত্তস্যোন্নতিলক্ষণঃ। তথা হ্যাত্মাত্মীয়ভাবং স্কন্ধেষধ্যারোপ্যায়মহমিদং মমেত্যাত্মানং তেন তেন বিশেষেণোন্নময়তি অন্যেভ্যোঽধিকং মন্যতে। স চাগৌর বদুঃখোৎপত্তিসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ। অগৌরবং গুরুষু গুণবৎসু চ পুদ্‌গলেষু স্তব্ধতা কায়বাচোরপশৃতত‍া। দুঃখোৎপত্তিঃ পুনরত্র পুনর্ভবোৎপত্তিঃ। স চ পুনশ্চিত্তোন্নতি-স্বরূপাভেদেঽপি চিত্তোন্নতিনিমিত্তভেদাৎ সপ্তধা ভিদ্যতে। মানোঽতিমান ইত্যে-বমাদি। হীনাৎ কুলবিজ্ঞানবিত্তাদিভিঃ 'শ্রেয়ানস্মি' কুলবিজ্ঞানবিত্তাদিভিরিতি যা চিত্তস্যোন্নতিঃ সদৃশেন বা কুলাদিভিরেব 'সদৃশোঽস্মীতি' যা চিত্তস্যোন্নতিঃ স মানঃ।

অতিমানঃ। কুলবিজ্ঞানবিত্তাদিভিঃ সদৃশাত্ত্যাগশীলপৌরুষাদিভিঃ 'শ্রেয়ানস্মি' শ্রেয়সা বা কুলবিদ্যাদিভিঃ 'সদৃশোঽস্মি' বিজ্ঞানবিত্তাদিভিরিত্যয়মতিমানঃ। শ্রেয়সঃ কুলবিজ্ঞানবিত্তৈরহমেব শ্রেয়ান্ কুলবিজ্ঞানবিত্তৈরিতি যা চিত্তস্যোন্নতিরিয়ং মানাতিমানঃ। অস্মিমানঃ। পঞ্চস্বুপাদানস্কন্ধেষ্বাত্মাত্মীয়রহিতেষ্বাত্মাত্মীয়াভি-নিবেশাদ্যা চিত্তস্যোন্নতিঃ সোঽস্মিমানঃ। অভিমানঃ। অপ্রাপ্ত উত্তরে বিশেষা-ধিগমে 'প্রাপ্তো ময়েতি' যা চিত্তস্যোন্নতিঃ সোঽভিমানঃ। উনমানঃ। বহ্বন্তর-বিশিষ্টাৎ কুলবিদ্যাদিভিরল্পান্তরহীনোঽস্মি কুলবিদ্যাদিভিরিতি যা চিত্তস্যোন্নতিরয়-মুনমানঃ।

মিথ্যামানঃ। অগুণবতো গুণবানস্মীতি যা চিত্তস্যোন্নতিঃ স মিথ্যামানঃ। অগুণা হি দৌঃশীল্যাদয়স্তে যস্য বিদ্যন্তে সোঽগুণবান্। তস্মাদ্ গুণবানস্মীতি

অনেন হি দানশীলাদ্যভাবেঽপি গুণবত্ত্বমভ্যুপগতং ভবতীত্যতো নির্বস্তুকত্বান্মিথ্যামান ইত্যুচ্যতে। দৃগিতি সামান্যনির্দেশেঽপি ক্লেশাধিকারাৎ পঞ্চৈব ক্লেশাত্মিকাঃ সৎকায়দৃষ্ট্যাদিকাঃ দৃষ্টয়ঃ সংবধ্যন্তে। ন লৌকিকী সম্যগ্‌দৃষ্টিরনাস্রবা। আসাং তু ক্লিষ্টনিতীরণাকারত্বাদবিশেষেঽপ্যালম্বনাকারভেদাৎ পরস্পরতো ভেদঃ। তত্র সৎকায়দৃষ্টির্যৎপঞ্চসূপাদানস্কন্ধেষ্বাত্মাত্মীয়দর্শনম্। অন্তগ্রাহদৃষ্টিস্তেষ্বেব পঞ্চসূপাদানস্কন্ধেষ্বাত্মাত্মীয়ত্বেন গৃহীতেষু যদুচ্ছেদতঃ শাশ্বততো বা দর্শনম্। মিথ্যাদৃষ্টিঃ। যয়া মিথ্যাদৃষ্ট্যা হেতুং বাপবদতি ফলং ক্রিয়াং বা সদ্বা বস্তু নাশয়তি, সা সর্বদর্শনপাপত্বান্মিথ্যাদৃষ্টিরিত্যুচ্যতে। দৃষ্টিপরামর্শঃ। পঞ্চসূপাদানস্কন্ধেষগ্রতো বিশিষ্টতঃ শ্রেষ্ঠতঃ পরমতশ্চ যদ্দর্শনম্। শীলব্রতপরামর্শঃ। পঞ্চসূপাদানস্কন্ধেষু শুদ্ধিতো মুক্তিতো নৈর্যাণিকতশ্চ যদ্দর্শনম্। বিচিকিৎসা। কর্মফলসত্যরত্নেষু বিমতিঃ। বিবিধা মতির্বিমতিঃ। স্যান্ন স্যাদিতি প্রজ্ঞাতশ্চেয়ং জাত্যন্তরমেবোক্তা।

উক্তাঃ ষট্‌ক্লেশাস্তদনন্তরোদ্দিষ্টাস্ত্বিদানীমুপক্লেশা বক্তব্যা ইত্যত আহ—ক্রোধোপনহনেতি।

তত্র ক্রোধো বর্তমানমপকারমাগম্য যশ্চেতস আঘাতঃ অয়ং চাঘাতস্বরূপত্বাৎ প্রতিঘান্ন ভিদ্যতে। কিন্তস্য প্রতিঘস্যাবস্থাবিশেষে প্রজ্ঞপ্তত্বাৎ প্রতিঘাংশিকঃ। বর্তমানমপকারমাগম্য যশ্চেতস আঘাতঃ সত্ত্বাসত্ত্ববিষয়ো দণ্ডদানাদিসংনিশ্রয়দানকর্মকশ্চ স ক্রোধ ইতি প্রজ্ঞপ্যতে। উপনাহো বৈরানুবন্ধঃ। ক্রোধাদূর্ধ্বং মমানেনেদমপকৃতমিত্যস্য বৈরাত্মকস্যানুশয়স্যানুৎসর্গঃ প্রবন্ধেন প্রবর্তনমুপনাহঃ। অয়ং চাক্ষান্তিসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ। অক্ষান্তিরপকারামর্ষণং প্রত্যপকারচিকীর্ষা চ। অয়মপি ক্রোধবৎপ্রদ্বেষাবস্থাবিশেষে প্রজ্ঞপ্যতে। অতঃ প্রজ্ঞপ্তিসন্নেব বেদিতব্যঃ। ম্রক্ষ আত্মনোঽবদ্যপ্রচ্ছাদনা। ছন্দদ্বেষভয়াদীন্নিরাকৃত্য কালে তদ্ধিতৈষিণা চোদকেন তৎ ত্বমেবংকারীত্যনুযুক্তস্য মোহাংশিক্যবদ্যপ্রচ্ছাদনা ম্রক্ষঃ। মোহাংশিকত্বন্তু ম্রক্ষস্য প্রচ্ছাদনাকারত্বাৎ। অয়ং চ কৌকৃত্যাস্পর্শসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ। ধর্মতৈষা যদবদ্যং প্রচ্ছাদয়তঃ কৌকৃত্যমুৎপদ্যতে। কৌকৃত্যাচ্চাবশ্যং দৌর্মনস্যেন সংপ্রয়োগাদস্পর্শবিহার ইতি। প্রদাশশ্চণ্ডবচোদাশিতা। চণ্ডং বচঃ প্রগাঢ়ং পারুষ্যং। মর্মঘট্টনযোগেন দশনশীলো দাশী তদ্‌ভাবো দাশিতা। অয়ং চ ভাবপ্রত্যয়ঃ স্বার্থিকঃ। চণ্ডেন বচসা প্রদশতীতি চণ্ডবচোদাশিতা। অয়ং চ ক্রোধোপনাহপূর্বকশ্চেতস আঘাতস্বভাব ইতি প্রতিঘাংশিক এব ন দ্রব্যতো ভিদ্যতে। অয়ং চ বাগ্‌দুশ্চরিতপ্রসবকর্মকঃ অস্পর্শবিহারকর্মকশ্চ। তদ্বতঃ পুদ্‌গলস্য দুঃখসংবাসত্বাৎ।

ঈর্ষ্যা। পরসংপত্তৌ চেতসো ব্যারোষঃ। লাভসৎকারাধ্যবসিতস্য লাভসৎকার কুলশীলশ্রুতাদীন্ গুণবিশেষান্ পরস্যোপলভ্য দ্বেষাংশিকোঽমর্ষকৃতশ্চেতসো ব্যারোষ ঈর্ষ্যা। স্বমাশ্রয়ং ব্যাপ্য রোষো ব্যারোষঃ। দৌর্মনস্যসংপ্রয়োগাৎ তৎ-পূর্বকশ্চাস্পর্শবিহার ইতি দৌর্মনস্যাস্পর্শবিহারকর্মিকোচ্যতে। মাৎসর্যং দানবিরোধী চেতস আগ্রহঃ। উপাত্তং বস্তু ধর্মামিষকৌশলাত্মকং যেন পূজানুগ্রহকাম্যয়ার্থিনে বা দীয়তে তদ্ দানম্। তস্মিন্ সতি দানাভাবাত্তদ্বিরোধীত্যুচ্যতে। লাভসৎকারাধ্য-বসিতস্য জীবিতোপকরণেষু রাগাংশিকশ্চেতস আগ্রহোঽপরিত্যাগেচ্ছা মাৎসর্যম্। ইদং চাসংলেখসংনিশ্রয়দানকর্মকম্। অসংলেখঃ পুনর্মাৎসর্যেণানুপযুজ্যমানানাম-প্যুপকরণানাং সংচয়াদ্বেদিতব্যঃ। মায়া পরবঞ্চনা যাভূতার্থসংদর্শনতা। লাভসৎ-কারাধ্যবসিতস্য পরবঞ্চনাভিপ্রায়েণান্যথাবস্থিতস্য শীলাদেরর্থস্যান্যথা প্রকাশনা। ইয়ং চ সহিতাভ্যাং রাগমোহাভ্যামভূতান্ গুণান্ প্রকাশয়তস্তয়োঃ সমুদিতয়োঃ প্রজ্ঞপ্যত ইতি। ক্রোধাদিবৎ প্রজ্ঞপ্তিত এব ন দ্রব্যত ইতি। মিথ্যাজীবসংনিশ্রয়দান-কর্মিকা। শাঠ্যং স্বদোষপ্রচ্ছাদনোপায়সংগৃহীতং চেতসঃ কৌটিল্যম্। স্বদোষ-প্রচ্ছাদনোপায়ঃ পরব্যামোহনম্। তৎপুনঃ অন্যেনান্যৎপ্রতিসরন্বিক্ষিপতি। অপরি-স্ফুটং বা প্রতিপদ্যতে। অত এব শাঠ্যং ব্রক্ষ্যাদিত্যতে। স হি স্ফুটমেব প্রচ্ছাদয়তি ন কাঙ্ক্ষা। ইদমপি লাভসৎকারাধ্যবসিতোপায়াভ্যাং রাগমোহাভ্যাং স্বদোষপ্রচ্ছাদ-নার্থং পরব্যামোহনায় প্রবর্ততে। তয়োরেব সহিতয়োঃ প্রজ্ঞপ্যতে। ইদং চ সম্যগববাদলাভপরিপন্থিকর্মকম্। সম্যগববাদস্য যো লাভো যোনিশোমনসিকারস্ত-স্যান্তরায়ং করোতি। মদঃ স্বসংপত্তৌ রক্তস্যোদ্ধর্ষশ্চেতসঃ পর্যাদানম্। কুলারোগ্য-যৌবনবলরূপৈশ্বর্যবুদ্ধিমেধাপ্রকর্ষঃ স্বসংপত্তিঃ। উদ্‌ধর্ষো হর্ষবিশেষঃ। যেন হর্ষবিশেষেণ চিত্তমস্বতন্ত্রীক্রিয়তে তেন তদাত্মতন্ত্রীকরণাৎ পর্যাত্তং ভবতীত্যেতদুক্তং চেতসঃ পর্যাদানমিতি। অয়ং চ সর্বক্লেশোপক্লেশসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ। বিহিংসা সত্ত্ববিহেঠনা। বিবিধৈর্বধবন্ধনতাড়নতর্জনাদিভিঃ সত্ত্বানাং হিংসা বিহিংসা। বিহেঠ্যন্তেঽনয়া সত্ত্বা বধবন্ধনাদিভির্দুঃখদৌর্মনস্যোৎপাদনাদিতি সর্বসত্ত্ববিহেঠনা। সা পুনঃ প্রতিঘাংশিকী নির্ঘৃণতা সত্ত্বেষু চিত্তরূক্ষতা সত্ত্ববিহেঠনকর্মিকা বিহিংসেত্যু-চ্যতে। আহ্রীক্যং স্বয়মবদ্যেনালজ্জা। তস্মিন্কর্মণ্যাত্মানমযোগ্যং মন্যমানস্যাপি যাবদ্যেনালজ্জা সাহ্রীক্যং হ্রীবিপক্ষভূতম্। অনপত্রাপ্যম্ পরতোঽবদ্যেনালজ্জা। লোকশাস্ত্রবিরুদ্ধমেতন্ময়া ক্রিয়ত ইত্যেবমবগচ্ছতোঽপি যা তয়া পাপক্রিয়য়া-ঽলজ্জা সাপত্রাপ্যবিপক্ষভূতমনপত্রাপ্যম্। এতচ্চ দ্বয়মপি সর্বক্লেশোপক্লেশসাহায্য-কর্মকম্। রাগদ্বেষমোহপ্রকারেষু সর্বাসৎকার্যপ্রভবহেতুষু রাগদ্বেষয়োরযৌগপ-দ্যাদ্যথাসংভবং প্রজ্ঞপ্যতে ন তু স্বতন্ত্রমস্তি। স্ত্যানং চিত্তস্যাকর্মণ্যতা স্তৈমিত্যম্।

স্তিমিতস্য ভাবঃ স্তৈমিত্যং যদ্যোগাচ্চিত্তং জড়ীভবতি স্তিমিতং ভবতি নালম্বনং প্রতিপত্তুং সমুৎসহতে। এতচ্চ সর্বক্লেশোপক্লেশসাহায্যদানকর্মকম্। মোহাংশে প্রজ্ঞপ্তত্বাচ্চ মোহাংশিকমেব ন পৃথগিষ্যতে। ঔদ্ধত্যং চিত্তস্যাব্যুপশমঃ। ব্যুপশমো হি শমথস্তদ্বিরুদ্ধোঽব্যুপশমঃ। স পুনরেষ রাগানুকূলপূর্বহসিতরমিতক্রীড়িতাদ্যনুস্মরতশ্চেতসোঽব্যুপশমহেতুঃ শমথপরিপন্থিকর্মকঃ। আশ্রদ্ধ্যং কর্মফলসত্যরত্নেষ্বনভিসংপ্রত্যয়ঃ শ্রদ্ধাবিপক্ষঃ। শ্রদ্ধা হ্যস্তিত্বগুণবত্ত্বশক্যত্বেষ্বভিসংপ্রত্যয়ঃ প্রসাদোঽভিলাষশ্চ যথাক্রমম্। অশ্রদ্ধা তদ্বিপর্যয়েণাস্তিত্বগুণবত্ত্বশক্যত্বেষ্বনভিসংপ্রত্যয়োঽপ্রসাদোঽনভিলাষশ্চ। কৌসীদ্যসংনিশ্রয়দানকর্মকম্। অশ্রদ্দধানস্য কুশলপ্রয়োগচ্ছন্দাভাবাৎ কৌসীদ্যসংনিশ্রয়দানকর্মকত্বম্। কৌশীদ্যং কুশলে চেতসোঽনভ্যুৎসাহো বীর্যবিপক্ষঃ। কুশলে কায়বাক্মনঃকর্মণি নিদ্রাপার্শ্বশয়নসুখমাগম্য যো মোহাংশিকশ্চেতসোঽনভ্যুৎসাহঃ। এতচ্চ কুশলপক্ষপ্রয়োগপরিপন্থিকর্মকম্। প্রমাদো যৈর্লোভদ্বেষমোহকৌসীদ্যৈঃ ক্লেশাদ্রাগদ্বেষমোহাদিকাচ্চিত্তং ন রক্ষতি কুশলং চ তৎপ্রতিপক্ষভূতং ন ভাবয়তি। তষু লোভদ্বেষমোহকৌসীদ্যেষু প্রমাদঃ প্রজ্ঞপ্যতে। অয়ং চাকুশলবৃদ্ধিকুশলপরিহাণিসংনিশ্রয়দানকর্মকঃ।

মুষিতা স্মৃতিঃ ক্লিষ্টা স্মৃতিঃ। ক্লিষ্টেতি ক্লেশসংপ্রযুক্তা। ইয়ং চ বিক্ষেপসংনিশ্রয়দানকর্মিকা। বিক্ষেপো রাগদ্বেষমোহাংশিকশ্চেতসো বিসারঃ। বিবিধং ক্ষিপ্যতেঽনেন চিত্তমিতি বিক্ষেপঃ। যৈঃ রাগদ্বেষমোহৈশ্চিত্তং সমাধ্যালম্বনাদ্বহিঃ ক্ষিপ্যতে তেষু যথাসংভবং বিক্ষেপঃ প্রজ্ঞপ্যতে। এষ চ বৈরাগ্যপরিপন্থিকর্মকঃ। অসংপ্রজন্যং ক্লেশসংপ্রযুক্তা প্রজ্ঞা। যয়া সংবিদিতা কায়বাক্চিত্তচর্যা অতিক্রমপ্রক্রমাদিষু বর্ততে করণীয়াকরণীয়াজ্ঞানাৎ। এতচ্চাপত্তিসংনিশ্রয়দানকর্মকম্। কৌকৃত্যং চেতসো বিপ্রতিসারঃ। কুৎসিতং কৃতমিতি কুকৃতম্। তদ্ভাবঃ কৌকৃত্যম্। ইহ তু কুকৃতবিষয়শ্চেতসো বিলেখঃ কৌকৃত্যং চৈতসিকাধিকারাৎ। এতচ্চ চিত্তস্থিতিপরিপন্থিকর্মকম্। মিদ্ধমস্বতন্ত্রবৃত্তিচেতসোঽভিসংক্ষেপঃ। বৃত্তিরালম্বনে প্রবৃত্তিঃ। সাঽস্বতন্ত্রা চেতসো যতো ভবতি তন্মিদ্ধম্। কায়চিত্তসংধারণাসমর্থা বা বৃত্তিশ্চেতসোঽস্বতন্ত্রতা সা যতো ভবতি তন্মিদ্ধম্। অভিসংক্ষেপশ্চেতসশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়দ্বারেণাপ্রবৃত্তিঃ। এতচ্চ মোহাংশে প্রজ্ঞপনান্মোহাংশিকং কৃত্যাতিপত্তিসংনিশ্রয়দানকর্মকং চ। বিতর্কঃ পর্যেষকো মনোজল্পঃ প্রজ্ঞাচেতনাবিশেষঃ। পর্যেষকঃ কিমেতদিতি নিরূপণাকারপ্রবৃত্তঃ। মনসো জল্পঃ মনোজল্পঃ। জল্প ইব জল্পঃ। জল্পোঽর্থকথনম্। চেতনাপ্রজ্ঞাবিশেষ ইতি, চেতনায়াশ্চিত্তপরিস্পন্দাত্মকত্বাৎ, প্রজ্ঞায়াশ্চ গুণদোষবিবেকাকারত্বাত্তদ্বশেন চিত্তপ্রবৃত্তিঃ, কদাচিচ্চিত্তচেতনয়োর্বিতর্কপ্রজ্ঞপ্তিঃ। কদাচিৎ প্রজ্ঞাচেতসোর্যথাক্রম-

মনভূ্যহাভূ্যহাবস্থয়োঃ। অথ বা চেতনাপ্রজ্ঞয়োরেব বিতর্কপ্রজ্ঞপ্তিস্তদ্বশেন চিত্তস্য তথাপ্রবৃত্তত্বাৎ। স এব চিত্তস্যৌদারিকতা। ঔদারিকতেতি স্থূলতা বস্তুমাত্রপর্যেষণাকারত্বাৎ। এষ চ নয়ো বিচারেঽপি দ্রষ্টব্যঃ। বিচারোঽপি হি চেতনাপ্রজ্ঞাবিশেষাত্মকঃ প্রত্যবেক্ষকো মনোজল্প এব। ইদং তদিতিপূর্বাধিগত নিরূপণাৎ। অত এব চ চিত্তসূক্ষ্মতেত্যুচ্যতে। এতৌ চ স্পর্শাস্পর্শবিহারসং-নিশ্রয়দানকর্মকৌ। অনয়োশ্চৌদারিকসূক্ষ্মতয়া ব্যবস্থাপনাৎ পৃথক্করণম্। দ্বয়ে দ্বিধেতি; দ্বয়ং চ দ্বয়ং চ দ্বয়ে। তে পুনঃ কৌকৃত্যমিদ্ধে বিতর্কবিচারৌ চ। এতে চ চত্বারো ধর্মা দ্বিধা ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাশ্চ। তত্রাকুশলমকৃত্বা কুশলং চ কৃত্বা যশ্চেতসো বিলেখস্তৎসংক্লিষ্টং কৌকৃত্যম্। যৎ কুশলমকৃত্বা তৎ কৌকৃত্যমক্লিষ্টম্। মিদ্ধমপি ক্লিষ্টচিত্তাবিদ্ধং ক্লিষ্টচিত্তসংপ্রযুক্তং চ ক্লিষ্টম্। অক্লিষ্টচিত্তাবিদ্ধমক্লিষ্ট-চিত্তসংপ্রযুক্তং চাক্লিষ্টম্। কামব্যাপাদবিহিংসাদিবিতর্কাঃ ক্লিষ্টাঃ। নৈষ্কর্ম্যাদিবিতর্কা অক্লিষ্টাঃ। এবং পরোপঘাতোপায়বিচারঃ ক্লিষ্টঃ। পরানুগ্রহোপায়বিচারোঽক্লিষ্টঃ। তত্র যে কৌকৃত্যমিদ্ধবিতর্কবিচারাঃ ক্লিষ্টাঃ ত এবোপক্লেশা নেতরে। তত্র যথা রূপশব্দাদ্যুপলব্ধিঃ ষট্প্রকারা যথাসংভবং সর্বৈশ্চৈতসিকৈঃ সংপ্রযুজ্যতে, সর্বত্রগৈ-র্বিনিয়তৈঃ কুশলৈঃ ক্লেশৈরুপক্লেশৈশ্চ, এবং ত্রিবেদনা তিসৃভিশ্চ বেদনাভিঃ সংপ্রযুজ্যতে সুখয়া দুঃখয়া অদুঃখাসুখয়া চ। সৌমনস্যদৌর্মনস্যোপেক্ষাস্থানীয়েষু রূপাদিষু তদুৎপত্তেঃ কুশলা অকুশলা অব্যাকৃতা চ। আলয়বিজ্ঞানং তু সর্বত্রগৈঃ পঞ্চভিরেব সংপ্রযুজ্যতে নান্যৈস্তত্র চোপক্ষৈব বেদনা অনিবৃতাব্যাকৃতং চ। ক্লিষ্টং মনঃ সর্বত্রগৈঃ পঞ্চভিশ্চতুর্ভিশ্চ ক্লেশৈরাত্মমোহাদিভিঃ। তত্রোপেক্ষৈব বেদনা নিবৃতাব্যাকৃতং চেতি।

অনুবাদ—পূর্ব কারিকায় ছয় ক্লেশের মধ্যে তিনটি (রাগ, দ্বেষ, মোহ) উক্ত হইয়াছে। এখন অবশিষ্ট তিনটি উক্ত হইতেছে।

মান। সমস্ত প্রকার মান সৎকায়দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়। চিত্তকে গর্বিত করাই ইহার লক্ষণ। স্কন্ধসমূহে আত্মা এবং আত্মীয়ভাব আরোপিত করিয়া 'ইহাই আমি', 'ইহাই আমার' এই প্রকার বিবিধ বিশেষতার দ্বারা মানুষ স্বয়ং গর্ব অনুভব করে এবং অন্যদের হইতে নিজকে অধিক বলিয়া মনে করে। সুতরাং অগৌরবজনিত দুঃখোৎ-পত্তির আশ্রয় হইতেছে মান। গুরু এবং গুণবান মনুষ্যগণের প্রতি কায় এবং বাক্যের যে স্তব্ধতা অবিনম্রতা তাহাই অগৌরব। দুঃখোৎপত্তির অর্থ হইতেছে পুনর্জন্ম। ইহা চিত্তকে গর্বিত করার কাজে এক হইলেও গর্বিতকারী কারণসমূহের ভেদে সাত প্রকার হয়। যথা, মান, অতিমান ইত্যাদি।

হীন কুল, জ্ঞান এবং বিত্তশালী ব্যক্তি হইতে নিজকে 'আমি শ্রেয়ঃ' বলিয়া মনে

করা, এবং সদৃশ কুল, জ্ঞান ও বিত্তশালী বক্তির সহিত নিজকে 'আমি সদৃশ' বলিয়া মনে মনে করা—এই যে চিত্তের উন্নতি বা অহংকার তাহাই মান।

অতিমান। কুল, জ্ঞান এবং বিত্ত বিষয়ে যে নিজের সমান তাহা হইতে ত্যাগ, শীল ও পৌরুষাদি বিষয়ে নিজকে 'আমি শ্রেষ্ঠ' বলিয়া মনে করা, এবং যে কুল, বিদ্যাদি বিষয়ে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ সেই ক্ষেত্রে 'আমি তাহার সমান' এই বলিয়া মনে করা—এই অহংকারের নামই অতিমান।

মানাতিমান। যে ব্যক্তি কুল, ধন, জ্ঞানাদি বিষয়ে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহার ক্ষেত্রে 'আমি তাহা অপেক্ষা বড়' এইরূপ মনে করার নামই মানাতিমান।

অস্মিমান। পাঁচ উপাদানস্কন্ধ যাহা আত্মা ও আত্মীয়রহিত তাহাতে আত্মা ও আত্মীয়ের আরোপের দ্বারা চিত্তের যে অহংকার তাহাই অস্মিমান।

অভিমান। উত্তর-বিশেষতা লাভ না করিয়াও 'আমি লাভ করিয়াছি' এই বলিয়া মনে করাই অভিমান।

উনমান। যে ব্যক্তি কুল, বিদ্যাদি বিষয়ে নিজ হইতে অনেক বড়, তাহার ক্ষেত্রে 'আমি তাহা অপেক্ষা একটু কম' এই বলিয়া যে অহংকার তাহাই উনমান।

মিথ্যামান। গুণ না থাকিলেও নিজকে গুণবান বলিয়া মনে করাই মিথ্যামান। অগুণ হইতেছে দুঃশীলতা প্রভৃতি। যাহার এইগুলি আছে সে অগুণবান। সেইজন্য দান শীলাদিগুণ না থাকিলেও নিজকে গুণবান বলিয়া মনে করে। অতএব এই যে না থাকিলেও আছে বলিয়া যে অহংকার তাহাই মিথ্যামান।

দৃক্ শব্দের দ্বারা সামান্য নির্দেশ হইলেও ক্লেশাধিকারবশতঃ এখানে সৎকায়দৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চ ক্লেশাত্মক দৃষ্টি গ্রহণ করিতে হইবে। লৌকিকী সম্যগ্ দৃষ্টি অনাস্রব নহে। যদিও এই পাঁচ দৃষ্টি ক্লিষ্ট তথাপি অবলম্বন এবং আকারভেদে এইগুলির পরস্পর ভেদ আছে।

সৎকায়দৃষ্টি। পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে আত্মা এবং আত্মীয়ের আরোপ করাই সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি।

অন্তগ্রাহদৃষ্টি। পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে আত্মা এবং আত্মীয়ের আরোপ করিয়া সেইগুলিকে শাশ্বত বা উচ্ছেদরূপে গ্রহণ করাই অন্তগ্রাহদৃষ্টি।

মিথ্যাদৃষ্টি। যে মিথ্যাদর্শনের দ্বারা হেতু, ফল বা ক্রিয়ার অপবাদ দেয় এবং সৎ বা বর্তমান বস্তুকে নষ্ট করে, সেই সর্বদর্শনের বিনষ্টকারী দৃষ্টিকেই মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়।

দৃষ্টিপরামর্শ। পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে অগ্র, বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ এবং পরমরূপে দর্শন করাই দৃষ্টিপরামর্শ।

শীলব্রতপরামর্শ। পঞ্চ উপাদনস্কন্ধকে শুদ্ধ, মুক্তিদায়ক ও মুক্তিতে নয়নকারীরূপে দেখাই শীলব্রতপরামর্শ।

বিচিকিৎসা। কর্মফল, আর্যসত্য এবং ত্রিরত্নবিষয়ে বিমতিই বিচিকিৎসা। বিবিধ

মতিই বিমতি—অর্থাৎ হবে কি হবে না, হয় কি নয় এই যে দ্বিধা তাহাই বিমতি। তাই প্রজ্ঞা হইতে ভিন্ন জাতিরূপে ইহাকে দেখা হইয়াছে।

এই ভাবে ছয় প্রকার ক্লেশ উক্ত হইল। ইহার পর উপক্লেশ উদ্দিষ্ট হইবে। তাই বলা হইয়াছে—"ক্রোধ, উপনাহ" ইত্যাদি। উপক্লেশ হইতেছে—ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, প্রদাশ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য, মায়া, শাঠ্য, মদ, বিহিংসা, অহ্রী, অত্রপা, স্ত্যান, উদ্ধব, অশ্রদ্ধা, কৌসীদ্য, প্রমাদ, স্মৃতিভ্রষ্টতা, বিক্ষেপ, অসংপ্রজন্য, কৌকৃত্য, মিদ্ধ, বিতর্ক এবং বিচার।

ক্রোধ। বর্তমান অপকারবশতঃ চিত্তে যে আঘাত হয় তাহাই ক্রোধ। ইহা আঘাত-স্বরূপী বলিয়া প্রতিঘ হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু প্রতিঘেরই অংশবিশেষ বলিয়া ইহাকে প্রতিঘাংশিক বলা হয়। বর্তমান অপকারবশতঃ সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব বিষয়ে চিত্তের যে আঘাত তাহাই ক্রোধ। দণ্ডদানাদির আশ্রয় প্রদান করাই ইহার কর্ম।

উপনাহ। শত্রুতারই অপর নাম উপনাহ। ইহা ক্রোধের পরবর্তী অবস্থা। 'এ আমার এইরূপ অপকার করিয়াছে' এইরূপ শত্রুতাত্মক ভাব মন হইতে দূর না করিয়া তাহাতেই চিত্তকে নিবিষ্ট রাখার নাম উপনাহ। অক্ষান্তির আশ্রয় দানই ইহার কর্ম। অপকার সহ্য না করা এবং প্রত্যপকার করার যে ইচ্ছা তাহাই অক্ষান্তি। ইহাও ক্রোধের ন্যায় দ্বেষের অবস্থাবিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব ইহাকে প্রজ্ঞপ্তিসৎরূপে জানিতে হইবে।

ম্রক্ষ। স্বকৃত পাপ গোপন করাই ম্রক্ষ। ছন্দ, দ্বেষ, ভয়াদি দূর করিয়া সময়ে পাপকারীর কোন হিতৈষী 'তুমি কি ইহা করিয়াছ' এইরূপ প্রশ্ন করা সত্ত্বেও তাহার পাপকে গোপন রাখার নাম ম্রক্ষ; ইহা মোহেরই অংশবিশেষ। ইহাকে মোহের অংশ বলা হইয়াছে কারণ ইহাতে ম্রক্ষকে গোপনের ক্রিয়া আছে। কৌকৃত্যজনিত অস্পর্শ বা দুঃখকে আশ্রয় দেওয়াই ইহার কর্ম। ইহা স্বাভাবিক যে পাপ গোপনকারীর কৌকৃত্য উৎপন্ন হয়। কৌকৃত্য হেতু অবশ্যই দৌর্মনস্যের সম্প্রযোগ হয় বলিয়া অস্পর্শবিহার বা দুঃখবিহার হইয়া থাকে।

প্রদাশ। প্রদাশ হইতেছে কঠোর বাক্য দ্বারা অন্যের মনে কষ্ট দেওয়া। চণ্ডবচনের অর্থ হইতেছে অত্যন্ত কঠোর বচন। মর্মকে কষ্ট দেওয়ার যোগে যাহা দশনশীল বা হিংসা-শীল তাহাই দাশী। ইহার যে ভাব তাহাই দাশিতা। এই ভাবপ্রত্যয় স্বার্থিক। চণ্ডবচন দ্বারা যে হিংসা বা দাশিতা তাহাই চণ্ডবচোদাশিতা। ইহা ক্রোধ এবং উপনাহপূর্বক চিত্তের আঘাতকারী। এইজন্য ইহাকে প্রতিঘের অংশ বলা হইয়াছে—বস্তুতঃ ইহা ভিন্ন নহে। বাগ্‌দুশ্চরিতের এবং দুঃখবিহারের উৎপাদন করাই ইহার কাজ। কারণ ইহা যাহার মধ্যে উৎপন্ন হয় সে ব্যক্তির পক্ষে অন্যের সঙ্গে থাকা কষ্টসাধ্য।

ঈর্ষ্যা। পরের সম্পত্তির প্রতি চিত্তের যে ব্যারোষ বা ক্রোধ তাহাই ঈর্ষ্যা। অন্যের মধ্যে লাভ, সৎকার, কুল, শীল, শ্রুতাদির আধিক্য দেখিয়া লাভসৎকার প্রাপ্তির ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তির চিত্তে যে দ্বেষাংশিক অমর্ষ বা অসহনশীলতাবশতঃ যে ব্যারোষ বা ক্রোধ উৎপন্ন হয়

তাহাই ঈর্ষ্যা। নিজের আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া যে রোষ উৎপন্ন হয় তাহাই ব্যারোষ। দৌর্মনস্যের সংযোগহেতু তদ্দ্বারা অস্পর্শবিহার উৎপন্ন হয় বলিয়া ঈর্ষ্যাকে দৌর্মনস্যজনিত অস্পর্শবিহারকর্মিকা বলা হইয়াছে।

মাৎসর্য। দানবিরোধী চিত্তের যে আগ্রহ তাহাই মাৎসর্য। সংগৃহীত ধর্ম, আমিষ এবং কৌশলাত্মক বস্তু দ্বারা পূজা এবং কৃপাপ্রাপ্তির ইচ্ছায় যাচ্ঞাকারীকে বা অযাচ্ঞাকারীকে দান করার নামই দান। মাৎসর্য উৎপন্ন হইলে দানকর্মের অভাব হয় বলিয়া ইহাকে দানবিরোধী বলা হয়। লাভসৎকারের ইচ্ছাযুক্ত মানুষের জীবনোপযোগী উপকরণসমূহে আসক্তিপূর্ণ চিত্তের যে আগ্রহ এবং পরিত্যাগের বা দানের অনিচ্ছা তাহাই মাৎসর্য। অসংলেখকে আশ্রয় দানই ইহার কর্ম। মাৎসর্যবশতঃ ভোগে লাগিতেছেনা এইরূপ উপকরণ সমূহের সঞ্চয়ের যে প্রবৃত্তি তাহাই অসংলেখ।

মায়া। অন্যকে বঞ্চনা করা অর্থাৎ যে পদার্থের অস্তিত্ব নাই তাহাকে দেখানোই মায়া। লাভসৎকারলাভেচ্ছু ব্যক্তি অন্যকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে শীলাদি যে বস্তু যেখানে নাই সেখানে তাহা আছে বলিয়া প্রকাশ করাই মায়া। রাগ এবং মোহ উভয়ই মিলিত হইয়া মিথ্যা গুণকে প্রকাশিত করে বলিয়া উভয়ের সম্মিলিত নামান্তর হইয়াছে মায়া। ক্রোধাদির ন্যায় ইহার অস্তিত্বও প্রজ্ঞপ্তিরূপে আছে, বস্তুত নাই। ইহা মিথ্যা আজীবকে আশ্রয় দান করে।

শাঠ্য। নিজের দোষকে গোপন করিবার জন্য সংগৃহীত যে উপায়, চিত্তের যে কুটিলত্ব তাহাই শাঠ্য। নিজের দোষকে গোপন করিবার অর্থ হইতেছে অন্যকে প্রতারিত করা। অন্য বস্তুর দ্বারা অন্যকে ব্যক্ত করিতে যাইয়া ইহা বিক্ষেপ উৎপন্ন করে, স্পষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন করে না। অতএব শাঠ্য ম্রক্ষ হইতে ভিন্ন। কারণ ম্রক্ষ স্পষ্টকেই গোপন করে, অস্পষ্টকে নহে। ইহাও লাভ-সৎকারের ইচ্ছায় উৎপত্তিহেতু রাগ এবং মোহের দ্বারা স্বীয় দোষ গোপন করার জন্য এবং অন্যদের বঞ্চিত করার জন্য প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের উভয়ের সহিতই শাঠ্য প্রজ্ঞপ্ত হয়। ইহা সম্যক্ জ্ঞান লাভের বিরোধীরূপে কাজ করে। সম্যক্ জ্ঞানের লাভ অর্থাৎ মনস্কার বা চিন্তনের ইহা বিঘ্ন উৎপাদনকারী।

মদ। স্বীয় সম্পত্তিতে অনুরক্ত ব্যক্তির চিত্তের যাহা অতি হর্ষ বা প্রফুল্লতা তাহাই মদ। কুল, আরোগ্য, যৌবন, বল, রূপ, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি এবং মেধার যাহা প্রকর্ষ বা বিশেষতা তাহাই স্বসম্পত্তি। উদ্ধর্ষ হইতেছে বিশেষ হর্ষ। এই হর্ষবিশেষের দ্বারা চিত্ত নিজের অধীনে থাকে না, বরং ঐ হর্ষই চিত্তকে নিজবশে লইয়া যায়। এইজন্য বলা হয় চিত্ত হর্ষের পর্যাত্ত হইয়া যায়—ইহাই চিত্তের পর্যাদান ('পরি+আ—দা' শব্দের অর্থ হইতেছে নিজের করিয়া লওয়া)। ইহা সমস্ত ক্লেশ এবং উপক্লেশের আশ্রয়দাতা।

বিহিংসা। সত্ত্বগণকে কষ্ট প্রদানই বিহিংসা। অনেক প্রকারের বধ, বন্ধন, তাড়ন, তর্জনাদির দ্বারা সত্ত্বগণকে যে হিংসা করা তাহাই বিহিংসা। বধ-বন্ধনাদির দ্বারা সত্ত্বগণের দুঃখ এবং দৌর্মনস্য উৎপন্ন হয়। তাই বলা হইয়াছে ইহার দ্বারা সত্ত্বগণ কষ্ট ভোগ করে। এইজন্য বিহিংসার নাম সর্বসত্ত্ববিহেঠনা। ইহা পুনরায় প্রতিঘের

অংশবিশেষ নির্দয়তা, সত্ত্বগণের প্রতি চিত্তরূক্ষতা। সত্ত্বগণকে কষ্টপ্রদানই ইহার কর্ম। এইজন্যই ইহাকে বিহিংসা বলা হইয়াছে।

অহ্রী বা আহ্রীক্য। ইহার অর্থ হইতেছে পাপে স্বয়ং লজ্জিত না হওয়া। ঐ পাপ কর্ম করার ব্যাপারে নিজকে অযোগ্য বলিয়া মনে করিলেও পাপে লজ্জিত না হওয়ার আহ্রীক্য, যাহা হ্রী বা লজ্জার বিরোধী।

অত্রপা বা অনপত্রাপ্য। অন্যের কারণে পাপবিষয়ে লজ্জিত না হওয়াই অনপত্রাপ্য। 'এই কাজ আমার দ্বারা লোক এবং শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কৃত হইয়াছে' এইরূপ জানিয়াও যে পাপকর্মে লজ্জিত হয় না তাহাই অনপত্রাপ্য, যাহা অপত্রাপ্য-বিরোধী। ইহা সর্বক্লেশ এবং উপক্লেশ উভয়েরই সহায়ক। রাগ, দ্বেষ এবং মোহের প্রকারসমূহে এবং সকল অসৎকার্য-প্রভব কারণ-সমূহে রাগ এবং দ্বেষ একত্রে উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া অনপত্রাপ্য। যথাসম্ভব রাগ, দ্বেষ এবং মোহের অন্তর্গত ইহা বুঝিতে হইবে, স্বতন্ত্ররূপে নহে।

স্ত্যান। চিত্তের অকর্মণ্যতা বা স্তিমিতভাবই স্ত্যান। স্তিমিতের ভাব স্তৈমিত্য যাহার যোগে চিত্ত জড়তা প্রাপ্ত হয় এবং স্তিমিত হয় এবং আলম্বন গ্রহণে সমর্থ হয় না। ইহা সমস্ত ক্লেশ এবং উপক্লেশের সহায়ক। মোহের অংশরূপে প্রজ্ঞপ্ত হওয়ায় ইহা মোহাংশিক, পৃথক্ নহে।

উদ্ধব বা ঔদ্ধত্য। চিত্তে ব্যুপশম বা শান্তির অভাবই ঔদ্ধত্য। ব্যুপশম শব্দের অর্থ হইতেছে শমথ। অব্যুপশম ইহার বিরোধী। ইহা আসক্তির অনুকুল পূর্বের হাস্য, রমণ, ক্রীড়াদির স্মরণের দ্বারা উৎপন্ন চিত্তের অশান্তির কারণ এবং শান্তির বিরোধী।

আশ্রদ্ধ্য। কর্মফল, সত্য এবং রত্নসমূহে অবিশ্বাসই আশ্রদ্ধ্য। ইহা শ্রদ্ধার বিরোধী। অস্তিত্ব, গুণবত্ত্ব এবং শক্যত্ববিষয়ে ক্রমশঃ যে বিশ্বাস, প্রসাদ এবং অভিলাষ চিত্তে উৎপন্ন হয় তাহাই শ্রদ্ধা। উহার বিপরীত হইতেছে আশ্রদ্ধ্য অর্থাৎ অস্তিত্ব, গুণবত্ত্ব এবং শক্যত্ববিষয়ে ক্রমশঃ যে অবিশ্বাস, অপ্রসাদ এবং অনভিলাষ তাহাই অশ্রদ্ধা বা আশ্রদ্ধ্য। ইহা কৌসীদ্যকে আশ্রয়দান করে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির প্রয়োগেচ্ছাও থাকে না। এইজন্য বলা হইয়াছে যে আশ্রদ্ধ্য কৌসীদ্যকে আশ্রয়দান করে।

কৌসীদ্য। কুশল কর্মে অনুৎসাহের নাম কৌসীদ্য। ইহা বীর্যের বিরোধী। কায়-বাক্য-মনের দ্বারা করা যাইতে পারে এমন কুশলকর্মে নিদ্রা এবং পার্শ্বশয়নসুখ প্রাপ্ত হইয়া মোহজনিত চিত্তের যে অনুৎসাহ তাহাই কৌসীদ্য। ইহা কুশলপক্ষের প্রয়োগের বিরোধী।

প্রমাদ। যে লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং কৌসীদ্যবশতঃ মানুষ রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশ হইতে চিত্তকে রক্ষা করিতে পারে না এবং ইহাদের প্রতিপক্ষভূত কুশলের ভাবনা করিতে পারে না তাহাই প্রমাদ। প্রমাদ সেই লোভ, দ্বেষ, মোহ এবং কৌসীদ্যের অন্তর্গত। ইহা অকুশলের বৃদ্ধি এবং কুশলের পরিহানি ঘটায়।

মুষিতা স্মৃতি বা স্মৃতিভ্রষ্টতা। ক্লিষ্ট স্মৃতিই মুষিতা স্মৃতি বা স্মৃতিভ্রষ্টতা। ক্লেশের সহিত যুক্ত বলিয়াই ক্লিষ্ট। ইহা বিক্ষেপের আশ্রয় দান করে।

বিক্ষেপ। রাগ, দ্বেষ এবং মোহবশে বিবিধ বিষয়ে চিত্তের যে গমন তাহাই বিক্ষেপ। ইহার দ্বারা চিত্ত বিবিধ উপায়ে ক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই ইহার নাম বিক্ষেপ। যে সকল রাগ, দ্বেষ এবং মোহের দ্বারা চিত্ত সমাধির আলম্বন হইতে বাহিরে ক্ষিপ্ত হয়, সেইগুলিতে যথাসম্ভব বিক্ষেপ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ইহা বৈরাগ্যের পরিপন্থী।

অসংপ্রজন্য। ক্লেশযুক্ত প্রজ্ঞার নামই অসংপ্রজন্য যাহার দ্বারা সংবিদিত কায়-বাক-চিত্তক্রিয়া অতিক্রম, প্রক্রমাদিতে প্রবৃত্ত হয়, কারণ ইহার দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান হয় না। ইহা আপত্তিকেই আশ্রয়দান করে।

কৌকৃত্য। চিত্তের বিপ্রতিসারই কৌকৃত্য। কুৎসিত কর্ম কুকৃত্য। উহার ভাব কৌকৃত্য। কুকৃত্য বিষয়ে চিত্তের যে আগ্রহ তাহাই কৌকৃত্য, কারণ এই স্থলে চৈতসিকের অধিকার বর্তমান। ইহা চিত্তের একাগ্রতার পরিপন্থী।

মিদ্ধ। অস্বতন্ত্রবৃত্তিযুক্ত চিত্তের যে অভিসংক্ষেপ বা সংকোচন তাহাই মিদ্ধ। বৃত্তি হইতেছে আলম্বনে প্রবৃত্তি। এই চিত্তপ্রবৃত্তি যদ্দ্বারা অস্বতন্ত্র হইয়া যায় তাহাই মিদ্ধ। অথবা কায় এবং চিত্তের ধারণকার্যে অসমর্থ যে বৃত্তি তাহাই চিত্তের অস্বতন্ত্রতা। উহা যদ্দ্বারা হয় তাহাই মিদ্ধ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তের যে অপ্রবৃত্তি তাহাই অভিসংক্ষেপ। ইহা মোহের অংশরূপে প্রজ্ঞপ্ত বলিয়া ইহার নাম মোহাংশিক। ইহা কৃত্যের অসিদ্ধির আশ্রয়দানকারী।

বিতর্ক। অনুসন্ধানকারী মানসিক ক্রিয়াই বিতর্ক যাহা প্রজ্ঞা এবং চেতনার বিশেষ গুণ। 'ইহা কি' এইরূপ নিরূপণাকার প্রবৃত্তিকে পর্যেষক বলে। মনের জল্প বা কথনই মনোজল্প। জল্প যেরূপ হয় তাহাই জল্প অর্থাৎ কোন কথার অর্থকথন। 'চেতনা এবং প্রজ্ঞার বিশেষ গুণ' এই কথা কেন বলা হইয়াছে? কারণ চেতনা হইতেছে চিত্ত পরিস্পন্দাত্মক এবং প্রজ্ঞা হইতেছে গুণ-দোষ-বিবেকাত্মক—ইহার জন্য চিত্তের প্রবৃত্তি হয়। কখনও কখনও অনভ্যূহ অবস্থাতে চিত্ত এবং চেতনার জন্য বিতর্ক শব্দের প্রয়োগ হয়, কখনও বা অভ্যূহ অবস্থাতে প্রজ্ঞা এবং চিত্তের জন্য বিতর্ক শব্দের প্রয়োগ হয়। অথবা চেতনা এবং প্রজ্ঞার জন্য বিতর্ক শব্দের প্রয়োগ হয়, কারণ চিত্তের তদনুরূপ প্রবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাই চিত্তের ঔদারিকতা। ঔদারিকতার অর্থ স্থূলতা, কারণ ইহাতে বস্তুমাত্রেরই অনুসন্ধানাকার থাকে। 'বিচার' শব্দের ক্ষেত্রেও এই নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

বিচার। বিচারও বিতর্কের ন্যায় প্রজ্ঞা-চেতনা-বিশেষাত্মক প্রত্যবেক্ষণকারী মনোজল্প। 'ইহা তাহাই' এইভাবে পূর্বজ্ঞাত বস্তুর নিরূপণ হয় বলিয়া ইহাকে চিত্তসূক্ষ্মতা বলা হইয়াছে। বিতর্ক এবং বিচার উভয়ই স্পর্শ বিহার (সুখ) এবং অস্পর্শ বিহার (দুঃখ) এই উভয়ের আশ্রয়প্রদানকারী। ঔদারিকতা আর সূক্ষ্মতা এই ব্যবস্থাপনার দ্বারা ইহাদের পার্থক্য নির্দেশিত হইয়াছে।

দুই যুগল দুই প্রকারের। দুই এবং দুই এইজন্য 'দ্বয়ে' বলা হইয়াছে অর্থাৎ চার। এই চার হইতেছে—কৌকৃত্য, মিদ্ধ, বিতর্ক এবং বিচার। এই চার ধর্মের প্রত্যেকই ক্লিষ্ট

এবং অক্লিষ্টভেদে দুই প্রকার। ইহাদের মধ্যে অকুশল না করিয়া এবং কুশল সম্পাদন করিয়া চিত্তের যে বিলেখ বা বিষাদ হয় তাহা সংক্লিষ্ট কৌকৃত্য। কুশল কর্ম না করিয়া চিত্তের যে বিলেখ হয় তাহা অক্লিষ্ট কৌকৃত্য। মিদ্ধও দুই প্রকার ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট। যাহা ক্লিষ্টচিত্তাবিদ্ধ এবং ক্লিষ্টচিত্ত-সম্প্রযুক্ত তাহা ক্লিষ্টসিদ্ধ। যাহা অক্লিষ্টচিত্তাবিদ্ধ এবং অক্লিষ্টচিত্ত-সম্প্রযুক্ত তাহা অক্লিষ্টসিদ্ধ। কাম, ব্যাপাদ, বিহিংসাদির বিতর্ক ক্লিষ্ট। নৈষ্কর্ম্যাদি বিতর্ক অক্লিষ্ট। এইরূপ অন্যের অনিষ্ট করিবার উপায়ের যে বিচার তাহা ক্লিষ্ট এবং অন্যকে অনুগৃহীত করিবার উপায়ের যে বিচার তাহা অক্লিষ্ট। ইহাদের মধ্যে যে সকল কৌকৃত্য, মিদ্ধ, বিতর্ক এবং বিচার ক্লিষ্ট সেই গুলিই উপক্লেশ, অন্যগুলি নহে।

তন্মধ্যে যেমন রূপ-শব্দাদি ছয় প্রকার উপলব্ধি যথাসম্ভব সকল চৈতসিকের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ সর্বত্রগামী বিনিয়ত, কুশল, ক্লেশ এবং উপক্লেশের সহিত সম্প্রযুক্ত হয় তদ্রূপ ইহারা ত্রিবেদনা অর্থাৎ সুখ, দুঃখ এবং অদুঃখাসুখ—এই তিন বেদনার সহিতও সম্প্রযুক্ত হয়। সৌমনস্যস্থানীয়, দৌর্মনস্যস্থানীয় এবং উপেক্ষাস্থানীয় রূপাদিতে ইহাদের উৎপত্তি হইলে এই সকল উপলব্ধি কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত হইবে। আলয়বিজ্ঞান সর্বত্রগামী পাঁচটি চৈতসিকের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়, অন্য চৈতসিকসমূহের সহিত নহে। সেখানে উপেক্ষা বেদনাই বর্তমান থাকে এবং উহা অনিবৃতাব্যাকৃত। ক্লিষ্ট মন সর্বত্রগামী পাঁচটি চৈতসিকের সহিত এবং চার আত্মমোহাদি ক্লেশের সহিত সম্প্রযুক্ত হয়। উহাতে উপেক্ষা বেদনাই বর্তমান থাকে এবং উহা নিবৃতাব্যাকৃত।

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে। কিং পঞ্চানাং চক্ষুর্বিজ্ঞানাদীনাং যুগপদালম্বনপ্রত্যয়-সাংনিধ্যেঽপ্যালয়বিজ্ঞানাদেকস্যৈবোৎপত্তির্ভবতি ন দ্বয়োর্ন বহূনাং বা? যথৈকে মন্যন্তে 'ন দ্বয়োর্ন বহূনাং বা যুগপৎসমনন্তরপ্রত্যয়াভাবাদেকস্যৈব বিজ্ঞানস্যোৎ-পত্তির্ভবতি। ন চৈকং বিজ্ঞানং বহূনাং সমনন্তরপ্রত্যয়ত্বং প্রতিপত্তুমুৎসহতে'। উতানিয়মেন?

যদ্যেকস্যৈব প্রত্যয়সাংনিধ্যমেকমেবোৎপদ্যতে, এবং দ্বয়োর্বহূনাং চ প্রত্যয়-সাংনিধ্য উৎপত্তির্ভবতীত্যত আহ—

পঞ্চানাং মূলবিজ্ঞানে যথাপ্রত্যয়মুদ্ভবঃ।
বিজ্ঞানানাং সহ ন বা তরঙ্গাণাং যথা জলে ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য—পঞ্চানামিতি চক্ষুরাদিবিজ্ঞানানাং তদনুচরমনোবিজ্ঞানসহিতানাম্। পঞ্চানানাং চক্ষুরাদিবিজ্ঞানানাং বীজাশ্রয়ত্বাত্তত উৎপত্তের্গতিষু জন্মোপাদানাচ্চালয়-বিজ্ঞানং মূলবিজ্ঞানমিত্যুচ্যতে। যথাপ্রত্যয়মুদ্ভব ইতি, যস্য যস্য যঃ প্রত্যয়ঃ সন্নিহিতস্তস্য তস্য নিয়মেনোদ্ভব আত্মলাভঃ। সহ ন বেতি, যুগপৎক্রমেণ বা। তরঙ্গাণাং যথা জল ইতি। আলয়বিজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানাং যুগপদযুগপচ্চোৎ-

পত্তৌ দৃষ্টান্তঃ। যথোক্তম্। তদ্যথা বিশালমতে [সন্ধিনির্মোচনসূত্রে ৫.৫], মহত উদকৌঘস্য বহতঃ সচেদেকস্য তরঙ্গস্যোৎপত্তিপ্রত্যয়ঃ প্রত্যুপস্থিতো ভবত্যেকমেব তরঙ্গং প্রবর্ততে। সচেদ্‌দ্বয়োস্ত্রয়াণাং সংবহুলানাং তরঙ্গাণামুৎপত্তিপ্রত্যয়ঃ প্রত্যুপস্থিতো ভবতি। যাবৎসংবহুলানি তরঙ্গানি প্রবর্তন্তে। ন চ তস্যোদকৌঘস্য স্রোতসা বহতঃ সমুচ্ছিত্তির্ভবতি। ন পর্য্যুপযোগঃ প্রজ্ঞায়তে। এবমেব বিশালমতে, তদোঘস্থানীয়মালয়বিজ্ঞানং সংনিশ্রিত্য প্রতিষ্ঠায় সচেদেকস্য চক্ষুর্বিজ্ঞানস্যোৎপত্তিপ্রত্যয়ঃ প্রত্যুপস্থিতো ভবতি একমেব চক্ষুর্বিজ্ঞানং প্রবর্ততে। সচেদ্‌দ্বয়োস্ত্রয়াণাং সচেৎ যাবৎ পঞ্চানাং বিজ্ঞানানামুৎপত্তিপ্রত্যয়ঃ প্রত্যুপস্থিতো ভবতি সকৃদ্যাবৎপঞ্চানাং প্রবৃত্তির্ভবতি। অত্র গাথা—

আদানবিজ্ঞানগভীরসূক্ষ্মো ওঘো যথা বর্ততি সর্ববীজো।
বালান এষো ময়ি ন প্রকাশি[১] মোহৈব আত্মাপরিকল্পয়েয়ুঃ॥

ইতি। ন হি বিজ্ঞানপ্রতিনিয়মেনালম্বনপ্রত্যয়বৎ সমনন্তরপ্রত্যয় ইষ্যতে। সর্ববিজ্ঞানোৎপত্তৌ সর্বস্য বিজ্ঞানস্য তৎসমনন্তরপ্রত্যয়ত্বাভ্যুপগমাৎ। অত একস্মাদপি সমনন্তরপ্রত্যয়াদালম্বনপ্রত্যয়সাংনিধ্যে দ্বয়োর্বহূনাং চ বিজ্ঞানানামুৎপত্তির্ন বিরুধ্যতে। কিং চাত্র কারণং যৎ সমনন্তরপ্রত্যয়প্রতিনিয়মাভাবে পঞ্চানাং চ যুগপদালম্বনপ্রত্যয়সাংনিধ্যে একেনৈবোৎপত্তব্যং ন পঞ্চভিরপীতি? তস্মাদালম্বনসম্ভাবে পঞ্চানামপি চোৎপত্তিরভ্যুপেয়ম্।

অনুবাদ—এখন বিচার্য এই যে চক্ষুবিজ্ঞানাদি পঞ্চ বিজ্ঞানের আলম্বন এবং কারণসমূহের সহিত একত্রে বিদ্যমান থাকিলেও আলয়বিজ্ঞান হইতে একত্রে একটিমাত্র বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, না দুই বা বহুর? যথা কেহ কেহ মনে করে—দুইএরও নহে, বহুরও নহে। যুগপৎ সমনন্তর প্রত্যয়ের অভাববশতঃ একটিমাত্র বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। একই বিজ্ঞান বহু বিজ্ঞানের একত্রে সমনন্তর প্রত্যয় হইতে পারে না। অথবা কি অনিয়মের দ্বারা?

যদি এক বিজ্ঞানের প্রত্যয়সান্নিধ্যে একই বিজ্ঞান উৎপন্ন করে, তাহা হইলে দুই বা বহু বিজ্ঞানের প্রত্যয়সান্নিধ্যে দুই বা বহু বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় কিনা এই প্রশ্নের সমাধানে বলা হইয়াছে—

"মূল বিজ্ঞানে কারণসমূহের সান্নিধ্য হইলে পঞ্চ বিজ্ঞানের একত্রে উৎপত্তি হয়, নাও হইতে পারে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ও উৎপত্তি হইতে পারে, যেমন জলে তরঙ্গসমূহের উৎপত্তি হয়।"

পঞ্চ শব্দের দ্বারা চক্ষুরাদি পঞ্চ বিজ্ঞান এবং ইহাদের অনুচর মনোবিজ্ঞানকে বুঝাইতেছে। আলয়বিজ্ঞান চক্ষুরাদি পঞ্চ বিজ্ঞানের বীজ এবং আশ্রয় হইলে, উহা হইতে

১। পাঠান্তর: বালা এষামপি ন প্রকাশিতে

উহাদের উৎপত্তি হইলে এবং বিবিধ গতিতে জন্মের উপাদান হইলে, ইহাকে মূলবিজ্ঞান বলা হয়।

'যথাপ্রত্যয়সমুদ্ভবের' অর্থ হইতেছে—যাহার যাহার যে প্রত্যয় সন্নিহিত তাহার তাহার নিয়মে উদ্ভব আত্মলাভ। 'সহ ন বেতি' বাক্যের এই অভিপ্রায় যে, একত্রেও হইতে পারে, ক্রমান্বয়েও হইতে পারে। যেমন জলে তরঙ্গরাশির উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ আলয়বিজ্ঞান হইতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানসমূহের যুগপৎ বা অযুগপৎ উৎপত্তি হইবার ইহাই দৃষ্টান্ত। যেমন উক্ত হইয়াছে—'যথা হে বিশালমতে, জলের সুবৃহৎ প্রবাহে এক তরঙ্গের উৎপত্তির কারণ উপস্থিত হইলে একই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়; দুই বা তিন বা বহু তরঙ্গের উৎপত্তির কারণ উপস্থিত হইলে বহু তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, ঐ জলপ্রবাহের কখনও সমুচ্ছেদ হয় না, ইহার সমাপ্তিও হয় না, তদ্রূপ, হে বিশালমতে, ঐ প্রবাহের ন্যায় আলয়বিজ্ঞানের আশ্রয়দ্বারা যদি এক চক্ষুবিজ্ঞান উৎপত্তির কারণ উপস্থিত থাকে তাহা হইলে একই চক্ষুবিজ্ঞান প্রবৃত্ত হয়; যদি দুই বা তিন বা পাঁচ বিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে একত্রে পাঁচ বিজ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়।' এই বিষয়ে একটি গাথা উক্ত হইয়াছে—

"এই আলয়বিজ্ঞান গম্ভীর এবং সূক্ষ্ম। ইহা জলপ্রবাহের ন্যায় এবং ইহা সকল বিজ্ঞানের বীজ। অজ্ঞানী ব্যক্তি তাহা না বুঝিয়া মোহবশে আত্মার কল্পনা করিয়া থাকে।"

আলম্বনপ্রত্যয়ের ন্যায় সমনন্তর প্রত্যয় দ্বারা একই বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা ঈপ্সিত নহে। সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তিতে সকল বিজ্ঞান সমনন্তর প্রত্যয়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব একটি সমনন্তর প্রত্যয় হইতেও আলম্বন এবং কারণসমূহ সন্নিহিত হইলে দুই বা বহু বিজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। এস্থলে কি কারণে যখন সমনন্তর প্রত্যয়ের প্রতিনিয়মের অভাবে পঞ্চ বিজ্ঞানের আলম্বন এবং কারণ একত্রে উপস্থিত হয়, তখন একই বিজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়, পাঁচ বিজ্ঞান নহে? অতএব আলম্বনের বর্তমানে পাঁচ বিজ্ঞানের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব এইরূপ জানিতে হইবে।

ইদমিদানীং বক্তব্যং। কিং মনোবিজ্ঞানং চক্ষুরাদিবিজ্ঞানৈঃ সহ প্রবর্ততে বিনা বা উত নৈবেত্যত আহ—

মনোবিজ্ঞানসংভূতিঃ সর্বদাসংজ্ঞিকাদৃতে।
সমাপত্তিদ্বয়ান্মিদ্ধান্মূর্চ্ছনাদপ্যচিত্তকাৎ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য—ইতি। সর্বদেতি সর্বকালং চক্ষুরাদিবিজ্ঞানৈঃ সহ বিনা বেত্যর্থঃ। অস্যোৎসর্গস্যাপবাদমারভতে। 'আসংজ্ঞিকাদৃতে সমাপত্তিদ্বয়ান্মিদ্ধান্মূর্চ্ছনাদপ্যচিত্তকাদ্' ইতি। তত্রাসংজ্ঞিকমসংজ্ঞিসত্ত্বেষু দেবেষূপপন্নস্য যশ্চিত্তচৈতসিকানাং ধর্মাণাং নিরোধঃ। সমাপত্তিদ্বয়মসংজ্ঞিসমাপত্তির্নিরোধসমাপত্তিশ্চ। তত্রাসংজ্ঞিসমাপত্তি-

স্তৃতীয়ধ্যানাদ্বীতরাগস্য [১]নোর্ধ্বমবীতরাগস্য নিঃসরণসংজ্ঞাপূর্বকেণ মনসিকারে মনোবিজ্ঞানস্য তৎসংপ্রযুক্তানাং চ চৈত্তানাং যো নিরোধঃ সোঽত্রাসংজ্ঞিসমাপত্তিরিত্যুচ্যতে। নিরুধ্যতেঽনেনেতি নিরোধঃ। স পুনঃ সসংপ্রয়োগস্য মনোবিজ্ঞানস্য সমুদাচারনিরোধ আশ্রয়স্যাবস্থাবিশেষঃ। স চ সমাপত্তিচিত্তাদনন্তরং চিত্তান্তরোৎপত্তিবিরুদ্ধ আশ্রয়ঃ প্রাপ্যত ইতি সমাপত্তিরিত্যুচ্যতে। নিরোধসমাপত্তিরাকিংচন্যায়তনবীতরাগস্য শান্তবিহারসংজ্ঞাপূর্বকেণ মনসিকারেণ সসংপ্রয়োগস্য মনোবিজ্ঞানস্য ক্লিষ্টস্য চ মনসো যো নিরোধঃ। ইয়মপ্যসংজ্ঞিসমাপত্তিবদাশ্রয়স্যাবস্থাবিশেষে প্রজ্ঞপ্যতে। অচিত্তকং মিদ্ধং গাঢ়মিদ্ধোপহতত্বাদাশ্রয়স্য তাবৎকালং মনোবিজ্ঞানপ্রবৃত্তেরচিত্তকমিত্যুচ্যতে। অচিত্তিকা মূর্চ্ছা। আগন্তনাভিঘাতেন বাতপিত্তশ্লেষ্মবৈষম্যেণ বা যদাশ্রয়বৈষম্যং মনোবিজ্ঞানপ্রবৃত্তিবিরুদ্ধম্ তত্রাচিত্তিকা মূর্চ্ছোপচর্যতে। এতাঃ পঞ্চাবস্থা বর্জয়িত্বা তদন্যাসু সর্বাস্ববস্থাসু মনোবিজ্ঞানপ্রবৃত্তির্বেদিতব্যা। এবমাসংজ্ঞিকাদিষু মনোবিজ্ঞানে নিরুদ্ধে তদপগমে পুনঃ কুত উৎপদ্যতে যত্তস্য কালক্রিয়া ন ভবতি? তৎ পুনরালয়বিজ্ঞানাদেবোৎপদ্যতে, তদ্ধি সর্ববিজ্ঞানবীজকমিতি।

অনুবাদ—এখন বলা হইতেছে—মনোবিজ্ঞান চক্ষুরাদিবিজ্ঞানসমূহের সহিত প্রবৃত্ত হয় কি না। বলা হইয়াছে—

"আসংজ্ঞিক, দুই সমাপত্তি (অসংজ্ঞিক সমাপত্তি এবং নিরোধ সমাপত্তি), অচিত্তকমিদ্ধ এবং অচিত্তক-মূর্চ্ছা—এই পঞ্চ অবস্থাকে বাদ দিয়া মনোবিজ্ঞানের প্রবৃত্তি জানিতে হইবে।"

সর্বদা শব্দের অর্থ সর্বকাল অর্থাৎ চক্ষুরাদি বিজ্ঞানসমূহের সহিত বা উহাদের ছাড়াও। ইহার উৎসর্গের অপবাদ বলা আরম্ভ হইতেছে। আসংজ্ঞিক, দুই সমাপত্তি, অচিত্তক-মিদ্ধ ও অচিত্তক-মূর্চ্ছা ব্যতীত। এখানে আসংজ্ঞিক শব্দের অর্থ হইতেছে অসংজ্ঞীসত্ত্বগণ এবং দেবগণের মধ্যে উৎপন্ন চিত্ত-চৈতসিক ধর্মসমূহের নিরোধ। সমাপত্তিদ্বয় হইতেছে—অসংজ্ঞিক-সমাপত্তি এবং নিরোধ-সমাপত্তি।

তৃতীয় ধ্যান হইতে বীতরাগ এবং তদূর্দ্ধ ধ্যান হইতে অবীতরাগ ব্যক্তির নিঃসরণসংজ্ঞাপূর্বক মনস্কার দ্বারা মনোবিজ্ঞান এবং তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকসমূহের যে নিরোধ তাহাই অসংজ্ঞী সমাপত্তি। ইহার দ্বারা নিরুদ্ধ হয় বলিয়াই নিরোধ বলা হয়। ইহা পুনরায় সসংপ্রয়োগ (বিষয়ের সহিত) মনোবিজ্ঞানের কার্যের নিরোধ এবং আশ্রয় অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞানের এক অবস্থাবিশেষ। সমাপত্তি চিত্তের অনন্তর অন্য চিত্তোৎপত্তির বিরুদ্ধ আশ্রয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে সমাপত্তি বলা হয়।

১। পাঠান্তর: ঊর্ধ্বম—

আকিঞ্চন্যায়তন হইতে বীতরাগ ব্যক্তির শান্তবিহারসংজ্ঞাপূর্বক মনস্কার দ্বারা সসংপ্রয়োগ (বিষয়ের সহিত) মনোবিজ্ঞানের এবং ক্লিষ্ট মনের যে নিরোধ তাহাই নিরোধ সমাপত্তি। ইহাও অসংজ্ঞী সমাপত্তির ন্যায় আশ্রয় অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞানের অবস্থাবিশেষ।

গাঢ় মিদ্ধ বা আলস্যের দ্বারা আশ্রয় বা আলয়বিজ্ঞান উপহত হয় বলিয়া সেই সময় পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানের প্রবৃত্তি হয় না। সেইজন্য এই মিদ্ধ বা আলস্যকে অচিত্তক মিদ্ধ বলা হইয়াছে।

অচিত্তক মূর্চ্ছা। আগন্তুক অভিঘাত অথবা বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মার বিষমতার দ্বারা মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতিবিরুদ্ধ যে আশ্রয়বৈষম্য বা আলয়বিজ্ঞানের বৈষম্য তাহাই অচিত্তক মূর্চ্ছা।

এই পাঁচ অবস্থাকে বাদ দিয়া অন্য সকল অবস্থাতে মনোবিজ্ঞানের প্রবৃত্তি জানিতে হইবে। এইরূপে আসংজ্ঞিকাদিতে মনোবিজ্ঞান নিরুদ্ধ হইলে, দূরীভূত হইলে, পুনরায় কিভাবে ইহা উৎপন্ন হয়, ইহার কালক্রিয়া বা বিনাশই বা হয় না কেন? (বলা হইয়াছে) আলয়বিজ্ঞান হইতেই ইহা পুনরায় উৎপন্ন হয়, কারণ ইহা সকল বিজ্ঞানের বীজ।

যত্র বিজ্ঞানপরিণামে আত্মধর্মোপচারঃ, স পুনস্ত্রিধেত্যুদ্দিশ্য বিস্তরেণ ত্রিবিধোঽপি নির্দিষ্টঃ। ইদানীমাত্মধর্মোপচারো যঃ প্রজ্ঞপ্যতে স বিজ্ঞানপরিণাম এব ন বিজ্ঞানপরিণামাৎ স পৃথগস্তি আত্মা ধর্মা বেতি যৎপ্রতিজ্ঞাতং তৎপ্রসাধনার্থমাহ—

বিজ্ঞানপরিণামোঽয়ং বিকল্পো যদ্বিকল্প্যতে।
তেন তন্নাস্তি তেনেদং সর্বং বিজ্ঞপ্তিমাত্রকম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্য—ইতি। যোঽয়ং বিজ্ঞানপরিণামস্ত্রিবিধোঽনন্তরমভিহিতঃ সোঽয়ং বিকল্পঃ। অধ্যারোপিতার্থাকারাঃ ত্রৈধাতুকাশ্চিত্তচৈত্তা বিকল্প উচ্যতে। যথোক্তম—"অভূতপরিকল্পস্তু চিত্তচৈত্তাস্ত্রিধাতুকা" ইতি। তেন ত্রিবিধেন বিকল্পেনালয়বিজ্ঞান-ক্লিষ্টমনঃ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্বভাবেন সসংপ্রয়োগেণ যদ্বিকল্প্যতে ভাজনমাত্মা স্কন্ধ-ধাত্বায়তনরূপশব্দাদিকং বস্তু তন্নাস্তীত্যতঃ স বিজ্ঞানপরিণামো বিকল্প উচ্যতে অসদালম্বনত্বাৎ। কথং পুনরেতদ্বিজ্ঞায়তে তদালম্বনম্ অসদিতি। যদ্ধি যস্য কারণং তস্মিন্ সমগ্রে চাবিরুদ্ধে চ তদুৎপদ্যতে নান্যতঃ। বিজ্ঞানং চ মায়াগন্ধর্বনগর-স্বপ্নতিমিরাদাবসত্যালম্বনে জায়তে। যদি চ বিজ্ঞানস্যালম্বনপ্রতিবদ্ধ উৎপাদঃ স্যাৎ এবং সতি মায়াদিষ্বর্থাভাবান্ন বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে। তস্মাৎ পূর্বকান্নিরুদ্ধাৎ তজ্জাতীয়বিজ্ঞানাদ্ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে ন বাহ্যাদর্থাৎ তস্মিন্নসত্যপি ভাবাৎ। দৃষ্টা চাভিন্নেঽপ্যর্থে প্রতিপত্তৄণাং পরস্পরবিরুদ্ধা প্রতিপত্তিঃ। ন চৈকস্য পরস্পর-

বিরুদ্ধানেকাত্মকত্বং যুজ্যতে। তস্মাৎ অধ্যারোপিতরূপত্বাদ্ বিকল্পস্যালম্বনম্ অসদিতি প্রতিপত্তব্যম্।

অনেন তাবৎ সমারোপান্তং পরিহৃত্যাপবাদান্তপরিজিহীর্ষয়া আহ—'তেনেদং সর্বং বিজ্ঞপ্তিমাত্রকম্' ইতি। তেনেতি তস্মাৎ। যস্মাৎ পরিণামাত্মকেন বিকল্পেন যদ্বিকল্প্যতে, তেন তন্নাস্তি। তস্মাদ্বিষয়াভাবাৎ সর্বং বিজ্ঞপ্তিমাত্রকম্। সর্বমিতি ত্রৈধাতুকমসংস্কৃতং চ। মাত্রশব্দস্তদধিকবিষয়ব্যবচ্ছেদার্থঃ। ককারঃ পাদপূরণার্থঃ।

অনুবাদ—যে বিজ্ঞানের পরিণামে আত্মা এবং ধর্মের উপচার হয়, তাহা পুনরায় তিন প্রকার ইহা উল্লেখ করিয়া বিস্তৃতভাবে ঐ তিন প্রকারের নির্দেশ করা হইতেছে।—আত্মা এবং ধর্মের যে উপচার হয় তাহাই বিজ্ঞানপরিণাম। বিজ্ঞানপরিণাম ভিন্ন আত্মা এবং ধর্মের অস্তিত্ব নাই।—এইভাবে যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট সাধনের জন্য বলা হইয়াছে—বিজ্ঞান-পরিণামাদি।

"যাহা কিছু বিকল্প করা হয়, তাহাই বিজ্ঞানপরিণাম। অতএব বস্তুত ইহা নাই। অতএব সমস্ত কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্রক।" যে বিজ্ঞানপরিণাম তিন প্রকার বলা হইয়াছে তাহাই বিকল্প। অধ্যারোপিত বিষয়াকারে যে ত্রৈধাতুক (কাম, রূপ, অরূপধাতু) চিত্ত-চৈতসিক উপলব্ধ হয় তাহাই বিকল্প। যেমন উক্ত হইয়াছে—"যে ত্রৈধাতুক চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম অভূত এবং পরিকল্পিত ইত্যাদি।" এই প্রকারে ত্রিবিধ বিকল্প অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞান, ক্লিষ্ট মন এবং প্রবৃত্তি বিজ্ঞানের স্বভাবের দ্বারা এবং উহার সংপ্রয়োগের দ্বারা যে বিকল্প করা হয়, ভাজন, আত্মা, স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, রূপ, শব্দাদি বস্তু, তাহা বস্তুত নাই। ইহার আলম্বনের বস্তুত অস্তিত্ব নাই বলিয়া সেই বিজ্ঞানপরিণামকে বিকল্প বলা হইয়াছে।

কিভাবে ইহা জানা যায় যে ইহার আলম্বন অসদ্ বা ইহার অস্তিত্ব নাই? যাহা যাহার কারণ তাহা সমগ্র এবং অবিরুদ্ধ হইলে উৎপন্ন হয়, অন্যভাবে নহে। বিজ্ঞান মায়া, গন্ধর্বনগর, স্বপ্ন, তিমিরাদিতে আলম্বন না হইলেও উৎপন্ন হয়। যদি বিজ্ঞানের উৎপত্তি আলম্বনের উপর নির্ভরশীল হইত তাহা হইলে মায়াদিতে বস্তু না থাকিলে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইত না। অতএব পূর্ববিজ্ঞান নষ্ট হইলে তজ্জাতীয় বিজ্ঞান হইতে অন্য বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, বাহ্যপদার্থ হইতে নহে, কারণ উহার অবর্তমানেও বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

অভিন্ন পদার্থে ইহার বোদ্ধাদের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ দেখা যায়। এক বস্তুর পরস্পর বিরুদ্ধ অনেকাত্মক হওয়া যুক্ত নহে। অতএব অধ্যারোপিত রূপযুক্ত হইলে বিকল্পের আলম্বন অসৎ হইবে ইহাই বুঝিতে হইবে। এই কথার দ্বারা সমারোপান্তের পরিহার করিয়া অপবাদান্তের পরিহারের ইচ্ছাবশতঃ উক্ত হইয়াছে—'এই হেতু সমস্ত কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র।'

'তেনেতি' শব্দের অর্থ হইতেছে সেই কারণে। যেহেতু পরিণামাত্মক বিকল্পের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয়। অতএব বস্তুতঃ ইহার অস্তিত্ব নাই। অতএব বিষয়ের অভাবহেতু সমস্ত কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র। 'সর্বমিতি' শব্দের অর্থ হইতেছে ত্রৈধাতুক (কামধাতু, রূপধাতু

এবং অরূপধাতু) এবং অসংস্কৃত। 'মাত্র' শব্দ এখানে উহার অধিক বিষয়ের ব্যবচ্ছেদের জন্য উক্ত হইয়াছে। 'ক'-কার পাদপূরণার্থক।

যদি সর্বং বিজ্ঞপ্তিমাত্রকমেব ন ততোঽন্যঃ কর্তা করণং বাস্তি, কথং মূলবিজ্ঞানাদ্ অনধিষ্ঠিতাদ্ অসতি করণে বিকল্পাঃ প্রবর্তন্ত ইত্যাহ—

সর্ববীজং হি বিজ্ঞানং পরিণামস্তথা তথা।
যাত্যন্যোন্যবশাদ্ যেন বিকল্পঃ স স জায়তে ॥ ১৮

ভাষ্য—তত্র সর্বধর্মোৎপাদনশক্ত্যনুগমাৎ সর্ববীজম্। বিজ্ঞানমিত্যালয়বিজ্ঞানম্। বিজ্ঞানং হ্যসর্ববীজাদপ্যস্তীতি। অতঃ সর্ববীজমিত্যাহ। বিজ্ঞানাদন্যদপি কৈশ্চিৎ প্রধানাদিসর্ববীজং কল্প্যত ইতি বিজ্ঞানমিতাহ। অথ বা একপদব্যভিচারেঽপি বিশেষণবিশেষ্যত্বদর্শনান্নায়ং দোষঃ। পরিণামস্তথা তথা যাত্যন্যোন্যবশাদিতি। পূর্বাবস্থাতোঽন্যথাভাবঃ পরিণামঃ। তথা তথেতি তস্য তস্য বিকল্পস্যানন্তরোৎপাদনসমর্থাবস্থাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অন্যোন্যবশাদিতি তথা হি চক্ষুরাদিবিজ্ঞানং স্বশক্তিপরিপোষে বর্তমানে শক্তিবিশিষ্টস্যালয়বিজ্ঞানপরিণামস্য নিমিত্তং, সোঽপি আলয়বিজ্ঞানপরিণামঃ চক্ষুরাদিবিজ্ঞানস্য নিমিত্তং ভবতি। এবমন্যোন্যবশাদ্ যস্মাদুভয়ং প্রবর্ততে তস্মাদালয়বিজ্ঞানাদ্ অন্যেনানধিষ্ঠিতাদ্ অনেকপ্রকারো বিকল্পঃ স স জায়তে। তত্র চ বর্তমানে জন্মনি যথালয়বিজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্যোৎপত্তির্ভবতি তথাখ্যাতম্।

অনুবাদ—যদি সমস্ত কিছু বিজ্ঞপ্তিমাত্রই, উহা ভিন্ন অন্য কর্তা নাই, অন্য কারণ নাই, তাহা হইলে অধিষ্ঠান এবং কারণের অবর্তমানে মূলবিজ্ঞানের দ্বারা কিভাবে বিকল্পসমূহ প্রবর্তিত হয়? এই প্রশ্নের সমাধানে বলা হইয়াছে—

"সকলের বীজ হইতেছে বিজ্ঞান। অন্যোন্যবশহেতু ঐ ঐ প্রকার পরিণাম হয়, এবং তজ্জন্য বিকল্পও উৎপন্ন হয়।"

সকল ধর্মের উৎপাদিকা শক্তির দ্বারা অনুগত বলিয়া ইহাকে সর্ববীজ বলা হইয়াছে। বিজ্ঞান বলিতে আলয়বিজ্ঞান বুঝাইতেছে। সকলের বীজ নহে এমন বিজ্ঞানও আছে। অতএব কেবল আলয়বিজ্ঞানকে 'সকলের বীজ' বলা হইয়াছে। কাহারও কাহারও দ্বারা বিজ্ঞান ভিন্ন প্রধানাদি সর্ববীজ কল্পিত হইয়াছে। তাই আলয়বিজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান'ই বলা হইয়াছে। অথবা এক পদের ব্যভিচার হইলেও বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব দেখা যায়। অতএব ইহা দোষ নহে। অন্যোন্যবশহেতু ঐ ঐ প্রকার পরিণাম হয়। পরিণাম হইতেছে পূর্বাবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্তি। 'তথা তথা' শব্দের অর্থ সেই সেই বিকল্পের অনন্তর উৎপাদনের সমর্থাবস্থা প্রাপ্তি। 'অন্যোন্যবশ'-শব্দের অর্থ হইতেছে যে চক্ষুরাদি

বিজ্ঞান স্বশক্তির পরিপোষণে বর্তমান থাকিয়া শক্তিবিশিষ্ট আলয়বিজ্ঞানের পরিণামের নিমিত্ত হয়, এবং ঐ আলয়বিজ্ঞানের পরিণামও চক্ষুবিজ্ঞানাদির নিমিত্ত হয়। এইভাবে একের অবলম্বনে অন্যের উৎপত্তি হয়—এই নিয়মের দ্বারা যেহেতু উভয়েরই উৎপত্তি হয়, তদ্ধেতু অন্যের দ্বারা অধিষ্ঠান রহিত আলয়বিজ্ঞানের দ্বারা অনেক অনেক বিকল্প উৎপন্ন হয়। এই জন্মে আলয়-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয় তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

ইদানীং বিজ্ঞপ্তিমাত্রে অনাগতং জন্ম বর্তমানজন্মনিরোধে সতি যথা প্রতিসংধীয়তে তৎ প্রদর্শয়ন্নাহ—

কর্মণো বাসনা গ্রাহদ্বয়বাসনয়া সহ।
ক্ষীণে পূর্ববিপাকেঽন্যদ্বিপাকং জনয়ন্তি তৎ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য—ইতি। পুণ্যাপুণ্যানেঞ্জ্যচেতনা কর্ম। তেন কর্মনা যদনাগতাত্মভাবাভিনির্বৃত্তয়ে আলয়বিজ্ঞানে সামর্থ্যমাহিতং সা কর্মবাসনা। গ্রাহদ্বয়ম্—গ্রাহ্যগ্রাহো গ্রাহকগ্রাহশ্চ। তত্র বিজ্ঞানাৎ পৃথগেব স্বসংতানাধ্যাসিতং গ্রাহ্যমস্তীত্যধ্যবসায়ে গ্রাহ্যগ্রাহঃ। তচ্চ বিজ্ঞানেন প্রতীয়তে বিজ্ঞায়তে গৃহ্যত ইতি যোঽয়ং নিশ্চয়ঃ স গ্রাহকগ্রাহঃ। পূর্বোৎপন্নগ্রাহ্যগ্রাহকগ্রাহাক্ষিপ্তমনাগততজ্জাতীয়গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রাহোৎপত্তিবীজং গ্রাহদ্বয়বাসনা। তত্র কর্মবাসনাভেদাদ্ গতিভেদেনাত্মভাবভেদঃ বীজভেদাদঙ্কুরভেদবৎ। গ্রাহদ্বয়বাসনায়াস্তু সর্বকর্মবাসনানাং যথাস্বম্ আক্ষিপ্তাত্মভাবোৎপাদনে প্রবৃত্তানাং সহকারিত্বং প্রতিপদ্যতে। তদ্যথা অবাদয়োঽঙ্কুরস্যোৎপত্তাবিতি। এবং চ ন কেবলাঃ কর্মবাসনা গ্রাহদ্বয়বাসনানুগৃহীতা বিপাকং জনয়ন্তীত্যুক্তং ভবতি। অত এবাহ গ্রাহদ্বয়বাসনয়া সহেতি।

ক্ষীণে পূর্ববিপাকেঽন্যদ্বিপাকং জনয়ন্তি তদিতি। পূর্বজন্মোপচিতেন কর্মণা য ইহ বিপাকোঽভিনির্বৃত্তস্তস্মিন্ ক্ষীণে ইতি আক্ষেপকালে পর্যন্তাবস্থিতে যথাবলং কর্মবাসনা গ্রাহদ্বয়বাসনাসহিতা উপভুক্তাদ্বিপাকাদ্ অন্যদ্বিপাকং তদেবালয়বিজ্ঞানং জনয়ন্তি। আলয়বিজ্ঞানব্যতিরেকেনান্যস্য বিপাকস্য ভাবাৎ। ক্ষীণে পূর্ববিপাক ইত্যনেন শাশ্বতান্তং পরিহরতি। অন্যদ্বিপাকং জনয়ন্তীত্যুচ্ছেদান্তম্। চক্ষুরাদিবিজ্ঞানব্যতিরিক্তমালয়বিজ্ঞানমস্তি। তদেব চ সর্ববীজকং ন চক্ষুরাদিবিজ্ঞানমিতি। কুত এতৎ। আগমাদ্ যুক্তিতশ্চ। উক্তং হি ভগবতাভিধর্মসূত্রে—

অনাদিকালিকো ধাতুঃ সর্বধর্মসমাশ্রয়ঃ।
তস্মিন্ সতি গতিঃ সর্বা নির্বাণাধিগমোঽপি বা ॥

ন চালয়বিজ্ঞানমন্তরেণ সংসারপ্রবৃত্তির্নিবৃত্তির্বা যুজ্যতে। তত্র সংসারপ্রবৃত্তি-র্নিকায়সভাগান্তরেষু প্রতিসংধিবন্ধঃ। নিবৃত্তিঃ সোপধিশেষো নিরুপধিশেষশ্চ নির্বাণধাতুঃ। তত্রালয়বিজ্ঞানাদ্ অন্যৎ সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং ন যুজ্যতে। সংস্কারপ্রত্যয়বিজ্ঞানাভাবে প্রবৃত্তেরপ্যভাবঃ সংসারস্য। আলয়বিজ্ঞানানভ্যুপগমে প্রতিসংধিবিজ্ঞানং বা সংস্কারপ্রত্যয়ং পরিকল্প্যেত সংস্কারভাবিতা বা ষড়্বিজ্ঞান-কায়াঃ। তত্র যে সংস্কারাঃ প্রাতিসংধিকবিজ্ঞানপ্রত্যয়ত্বেনেষ্যন্তে তেষাং চিরনিরুদ্ধ-ত্বাৎ, নিরুদ্ধস্য চাসত্ত্বাৎ অসতশ্চ প্রত্যয়ত্বাভাবান্ন সংস্কারপ্রত্যয়ং প্রতিসংধিবিজ্ঞানং যুজ্যতে। প্রতিসংধৌ চ নামরূপমপ্যস্তি ন কেবলং বিজ্ঞানং। তত্র বিজ্ঞানমেব সংস্কারপ্রত্যয়ং ন নামরূপমিতি, কা তত্র যুক্তিঃ। তস্মাৎ সংস্কারপ্রত্যয়ং নামরূপ-মিতি বক্তব্যম্, ন তু বিজ্ঞানমিতি। কতমদন্যদ্ বিজ্ঞানপ্রত্যয়ং নামরূপং ? যত্তত্তর-কালমিতি চেত্তস্য প্রাতিসংধিকনামরূপাৎ ক আত্মাতিশ্রয়ঃ যতস্তদেব বিজ্ঞান-প্রত্যয়ং ন পূর্বং পূর্বং চ সংস্কারপ্রত্যয়ং নোত্তরমিতি ? অতশ্চ সংস্কারপ্রত্যয়ং নামরূপমেবাস্তু কিং প্রতিসন্ধিবিজ্ঞানেনাঙ্গান্তরেণ পরিকল্পিতেন। তস্মান্ন প্রতি-সংধিবিজ্ঞানং সংস্কারপ্রত্যয়ং যুজ্যতে। সংস্কারপরিভাবিতা বা ষড়্বিজ্ঞানকায়া অপি ন সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং যুজ্যতে। কিং কারণম্ ? ন হি বিজ্ঞানং বিপাকবাসনাং নিষ্যন্দবাসনাং বা স্বাত্মন্যাধত্তুং সমর্থং স্বাত্মনি কারিত্রবিরোধাৎ নাপ্যনাগতে তস্য তদানুৎপন্নত্বাৎ। অনুৎপন্নস্য চাসত্ত্বাৎ। নাপ্যুৎপন্নে, পূর্বস্য তদা নিরুদ্ধত্বাৎ। অচিত্তিকাসু চ নিরোধসমাপত্ত্যাদ্যবস্থাসু পুনঃ সংস্কারপরিভাবিতচি-ত্তোৎপত্ত্যসংভবাদ্। বিজ্ঞানপ্রত্যয়ং নামরূপং ন স্যাৎ, ষড়ায়তনং ন স্যাৎ, এবং যাবজ্জাতিপ্রত্যয়ং জরামরণং ন স্যাৎ। ততশ্চ সংসারপ্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ। তস্মাদ-বিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ তদধিবাসিতালয়বিজ্ঞানং সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যয়ং প্রতিসংধৌ নামরূপমিত্যেবৈব নীতিরনবদ্যা। সংসারনিবৃত্তিরপি আলয়বিজ্ঞানে অসতি ন যুজ্যতে। সংসারস্য হি কর্ম ক্লেশাশ্চ কারণং তয়োশ্চ ক্লেশাঃ প্রধানম্। তথা হি ক্লেশাধিপত্যত্বাৎ কর্ম পুনর্ভবাক্ষেপসমর্থং ভবতি নান্যথা। তথা আক্ষিপ্তপুনর্ভবমপি কর্ম ক্লেশাধিপত্যাদেব পুনর্ভবো ভবতি নান্যথা। এবং চ ক্লেশা এব সংসারপ্রবৃত্তেঃ প্রধানত্বান্ মূলম্। অতস্তেষু প্রহীণেষু সংসারো বিনি-বর্ততে নান্যথা। ন চালয়বিজ্ঞানমন্তরেণ তৎপ্রহাণং যুজ্যতে। কথং পুনর্ন যুজ্যতে ? সংমুখীভূতো বা ক্লেশঃ প্রহীয়তে বীজাবস্থো বা। তত্র সংমুখীভূতঃ প্রহীয়ত ইতি অনিষ্টিরেবেয়ম্। তত্র তৎ (ক্লেশঃ) প্রহাণমার্গস্থায়িনাং বা বীজাবস্থোঽপি নৈব প্রহীয়তে। ন হি প্রতিপক্ষাৎ তদানীং কিঞ্চিদন্যদভ্যুপগম্যতে, যত্র ক্লেশবীজং ব্যবস্থিতং তৎপ্রতিপক্ষেণ প্রহীয়েত।

অথ প্রতিপক্ষচিত্ত এব ক্লেশবীজানুষক্ত ইষ্যতে। ন হি তৎ ক্লেশবীজানুষক্তমেব তৎপ্রতিপক্ষো ভবিতুমর্হতি। ন চাপ্রহীণক্লেশবীজানাং সংসারনিবৃত্তিঃ সংভবতি। তস্মাদবশ্যম্ আলয়বিজ্ঞানং তদন্যবিজ্ঞানসহভূমিঃ ক্লেশোপক্লেশৈর্ভাব্যতে স্ববীজপুষ্ট্যাধানত ইত্যভ্যুপেয়ম্। যে পুনশ্চিত্ততঃ এব সংততিপরিণামবিশেষাদ্ যথাবলং বাসনাবৃত্তিলাভে সতি ক্লেশোপক্লেশাঃ প্রবর্তন্তে তেষাং চালয়বিজ্ঞানব্যবস্থিতং বীজং তৎসহভুবা ক্লেশপ্রতিপ্রক্ষমার্গেণাপনীয়তে। তস্মিংশ্চাপনীতে ন পুনস্তেনাশ্রয়েণ ক্লেশানামুৎপত্তিরিতি সোপধিশেষো নির্বাণধাতুঃ প্রাপ্যতে। পূর্বকর্মাক্ষিপ্তজন্মনিরোধে চ ততোঽন্যজন্মাপ্রতিসংধানান্নিরুপধিশেষো নির্বাণধাতুঃ। ন হি কর্ম বিদ্যমানমপি ক্লেশেষু প্রহীণেষু সহকারিকারণাভাবাৎ পুনর্ভবমভিনির্বর্তয়িতুং সমর্থম্। এবং আলয়বিজ্ঞানে সতি সংসারপ্রবৃত্তির্নিবৃত্তিশ্চ নান্যথেত্যবশ্যং চক্ষুরাদিবিজ্ঞানব্যতিরিক্তং আলয়বিজ্ঞানম্। তদেব চ সর্বধর্মবীজানুগতং ন চক্ষুরাদিবিজ্ঞানমিত্যভ্যুপগন্তব্যম্। বিস্তরবিচারস্তু পঞ্চস্কন্ধকোপনিবন্ধাদ্ বেদিতব্যঃ।

অনুবাদ—বিজ্ঞপ্তিমাত্রে বর্তমান জন্ম নিরুদ্ধ হইলে অনাগত জন্মের প্রতিসন্ধান কি প্রকারে হয় তাহা প্রদর্শন করিতে বলা হইয়াছে—

"গ্রাহদ্বয়বাসনার (অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহকবাসনার) সঙ্গে কর্মবাসনা পূর্ববিপাক বা পূর্ব আলয় বিজ্ঞানের বিনষ্টের পরে অন্য বিপাক বা আলয়বিজ্ঞান উৎপন্ন করে।"

কুশল, অকুশল এবং আনেঞ্জ্যচেতনাই কর্ম। ঐ কর্মের দ্বারা অনাগতে আত্মভাবের দ্বারা অভিনির্বৃত্তির জন্য আলয়বিজ্ঞানে যে সামর্থ্য উৎপন্ন হয় তাহাই কর্মবাসনা। গ্রাহদ্বয় হইতেছে—গ্রাহ্যগ্রাহ এবং গ্রাহকগ্রাহ। সেখানে বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ স্বসন্তানে (স্বীয় বিজ্ঞানপ্রবাহে) আরোপিত গ্রাহ্য পদার্থ আছে বলিয়া যে অধ্যবসায় তাহাই গ্রাহ্যগ্রাহ। তাহা বিজ্ঞানের দ্বারা জানা যায় এবং গৃহীত হয় বলিয়া যে নিশ্চয় তাহাই গ্রাহকগ্রাহ। পূর্বোৎপন্ন গ্রাহ্য এবং গ্রাহকগ্রাহসমূহের দ্বারা আক্ষিপ্ত অনাগতে তজ্জাতীয় গ্রাহ্য এবং গ্রাহক-গ্রাহসমূহের উৎপত্তির যে বীজ তাহাই গ্রাহদ্বয়বাসনা।

পুনরায় বীজভেদের দ্বারা অংকুরভেদবৎ কর্মবাসনার ভেদের দ্বারা এবং গতিভেদের দ্বারা আত্মভাবভেদ অর্থাৎ জন্মগ্রহণে ভেদ হয়। গ্রাহদ্বয়বাসনা কর্মবাসনাসমূহের নিজ নিজ আক্ষিপ্ত আত্মভাব বা জন্ম উৎপাদনে সহকারী কারণ হয়, যেমন জলাদি অংকুর উৎপাদনের সহায়ক। এইভাবে ইহা উক্ত হইয়াছে যে গ্রাহদ্বয়বাসনার সহকারিতা ব্যতীত কেবল কর্মবাসনাসমূহ বিপাক উৎপন্ন করিতে পারে না। অতএব বলা হইয়াছে—'গ্রাহদ্বয়বাসনার সহিত' ইত্যাদি। 'পূর্ববিপাক ক্ষীণ হইলে ইহা অন্য বিপাক উৎপন্ন করিতে পারে না' ইহার অর্থ এই যে, পূর্বজন্মে উপচিত কর্মের দ্বারা এখানে যে বিপাক অভিনির্বৃত্ত হয়, তাহা ক্ষীণ হইলে আক্ষেপকালের পর্যন্তাবস্থায় গ্রাহদ্বয়বাসনার সহিত কর্মবাসনাসমূহ যথাশক্তি উপভুক্ত বিপাকের দ্বারা অন্যবিপাক সেই আলয়বিজ্ঞান উৎপন্ন করে

যেহেতু আলয়বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য বিপাক হয় না। 'পূর্ব বিপাক ক্ষীণ হইলে' এই কথার দ্বারা শাশ্বতবাদের পরিহার করা হইয়াছে। 'অন্য বিপাক উৎপন্ন করে' এই কথার দ্বারা উচ্ছেদবাদের পরিহার করা হইয়াছে।

চক্ষুরাদিবিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত আলয়বিজ্ঞানও আছে। তাহাই সর্ববীজক, চক্ষুরাদি-বিজ্ঞান নহে। কেন? আগম এবং যুক্তিবশতঃ। অভিধর্মসূত্রে ভগবানের দ্বারাও উক্ত হইয়াছে—

"(এই আলয়বিজ্ঞান) ধর্মসমূহের আশ্রয় এবং অনাদিকালিক ধাতু। ইহার বর্তমানে সংসারের সকল গতির প্রাপ্তি হয় এবং (ইহার দ্বারাই) নির্বাণের প্রাপ্তি হয়।"

আলয়বিজ্ঞান বিনা সংসারের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সম্ভব নহে। সংসারের প্রবৃত্তির অর্থ হইতেছে জন্মান্তরীয় শরীরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ। নিবৃত্তির অর্থ হইতেছে সোপধিশেষ এবং নিরুপধিশেষ নির্বাণধাতু। আলয়বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য সংস্কারপ্রত্যয়বিজ্ঞান সম্ভব নহে। সংস্কারপ্রত্যয়বিজ্ঞানের অভাবে সংসারের প্রবৃত্তিও অসম্ভব। আলয়বিজ্ঞানকে স্বীকার না করিলে প্রতিসন্ধিবিজ্ঞানকেই সংস্কারপ্রত্যয় বলিয়া মানিতে হয় অর্থাৎ সংস্কার-ভাবিত ষড়্বিজ্ঞানকায়কে মানিতে হইবে।

পুনরায় যে সংস্কারসমূহকে প্রাতিসন্ধিক বিজ্ঞানের কারণ বলিয়া মানা হইয়াছে ইহারা বহু পূর্বে নিরুদ্ধ হইলে, নিরুদ্ধের অনস্তিত্বহেতু, এবং অনস্তিত্বের কারণত্বের অভাবহেতু সংস্কার প্রত্যয়ের দ্বারা প্রতিসন্ধিবিজ্ঞান হওয়া উচিত নহে।

প্রতিসন্ধিতে নামরূপও আছে, কেবল বিজ্ঞান নহে। সেখানে কেবল বিজ্ঞানই সংস্কার প্রত্যয়োৎপন্ন, নামরূপ নহে ইহা কিভাবে মানা যাইবে? অতএব নামরূপই সংস্কার প্রত্যয়োৎপন্ন, বিজ্ঞান নহে। আবার বিজ্ঞানোৎপন্ন নামরূপই বা কি? যদি বলা যায় যে ইহা উত্তরকালে উৎপন্ন নামরূপ, তাহা হইলে প্রাতিসন্ধিক নামরূপ হইতে ইহার পার্থক্য কোথায় যাহার দ্বারা বলা যাইতে পারে যে তাহাই বিজ্ঞানোৎপন্ন, পূর্বেরটি নহে, এবং পূর্বেরটি সংস্কারোৎপন্ন, পরেরটি নহে? অতএব যদি সংস্কারের কারণেই নামরূপ উৎপন্ন হয় ইহা মানিয়া লইলে অন্য অঙ্গ প্রতিসন্ধিবিজ্ঞানের কল্পনা করার আবশ্যকতা কি? এইজন্যই সংস্কারের কারণে প্রতিসন্ধিবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় ইহা মানা যাইতে পারে না। সংস্কার-পরিভাবিত ষড়্বিজ্ঞানকায়ও সংস্কারোৎপন্ন বিজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। ইহার কারণ কি? বিজ্ঞান বিপাকবাসনা এবং নিষ্যন্দবাসনাকে নিজের মধ্যে ধারণ করিতে সমর্থ নহে, কারণ তাহা হইলে নিজের মধ্যে নিজের ক্রিয়াবিরোধ হইবে। অনাগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও হইতে পারে না। কারণ তখন পর্যন্ত উহা উৎপন্ন হয় নাই। যাহা অনুৎপন্ন তাহার অস্তিত্ব নাই। যাহা পূর্বোৎপন্ন তাহার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ, কারণ উহা তখন নিরুদ্ধই থাকে। অচিত্তক নিরোধসমাপত্তি আদি অবস্থাতে পুনরায় সংস্কার-পরিভাবিত চিত্তের উৎপত্তি অসম্ভব। যদি বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ না হয়, তাহা হইলে ষড়ায়তনও উৎপন্ন হইবে না, আর (অবশেষে) জাতির প্রত্যয়ে জরামরণও হইবে না। তদ্ধেতু সংসারের প্রবৃত্তিও হইবে না। অতএব অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কারসমূহ উৎপন্ন হয় এবং

তদধিবাসিত আলয়বিজ্ঞানই হইতেছে সংস্কারপ্রত্যয় বিজ্ঞান। প্রতিসন্ধিকালে সেই আলয়বিজ্ঞানেরই প্রত্যয়ে নামরূপ উৎপন্ন হয়—এই নীতিই হইতেছে অনবদ্য অর্থাৎ বিশুদ্ধ।

আলয়বিজ্ঞানের অবর্তমানে সংসারের নিবৃত্তিও হইতে পারে না। সংসারের কারণ হইতেছে কর্ম এবং ক্লেশ। ইহাদের মধ্যে আবার ক্লেশই প্রধান। ক্লেশের আধিপত্যের দ্বারা কর্ম পুনর্ভবে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়, অন্যথায় নহে। পুনর্ভবে লইয়া যাইতে কর্ম সমর্থ হইলেও ক্লেশাধিপত্যের দ্বারা পুনর্ভব হয়, অন্যথায় নহে। এইভাবে সংসারের প্রবৃত্তিতে প্রধান বলিয়া ক্লেশই হইতেছে মূল। অতএব ক্লেশসমূহ প্রহীণ হইলেই সংসারের নিবৃত্তি হয়, অন্যথায় নহে।

আলয়বিজ্ঞান ব্যতীত ক্লেশসমূহের প্রহাণও যুক্ত নহে। কেন যুক্ত নহে? সম্মুখীভূত ক্লেশের প্রহাণ হয় না, বীজাবস্থার ক্লেশের প্রহাণ হয়? ইহাদের মধ্যে সম্মুখীভূত ক্লেশ নষ্ট হয়। কিন্তু ইহাও যুক্ত নহে। প্রহাণমার্গে স্থিত বা বীজাবস্থার ক্লেশ নষ্ট হয় না। প্রতিপক্ষের অতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থের সত্তাকে স্বীকার করা হয় না। যেখানে ক্লেশবীজ ব্যবস্থিত সেখানে ইহা ইহার প্রতিপক্ষের দ্বারা নষ্ট হয়।

প্রতিপক্ষ চিত্তই ক্লেশবীজানুষক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, কিন্তু যাহা ক্লেশবীজানুষক্ত তাহা ইহার প্রতিপক্ষ হইতে পারে না। ক্লেশবীজসমূহের প্রহাণ না হইলে সংসার হইতে নিবৃত্তি সম্ভব নয়। অতএব অবশ্যই আলয়বিজ্ঞান উহা হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানসমূহের সঙ্গে যুক্ত ক্লেশ এবং উপক্লেশসমূহের দ্বারা স্ববীজের পুষ্টির আধানের দ্বারা অর্থাৎ গ্রহণের দ্বারা ভাবিত হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে।

যে ক্লেশোপক্লেশ চিত্তের সন্ততিপরিণামবিশেষের দ্বারা যথাশক্তি বাসনাবৃত্তিলাভে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের আলয়বিজ্ঞানে ব্যবস্থিত বীজ তৎসহজাত ক্লেশপ্রতিপক্ষমার্গের দ্বারা অপনীত হয়। ইহা অপনীত হইলে পুনরায় ঐ আশ্রয়ের দ্বারা ক্লেশসমূহের উৎপত্তি হয় না, এবং সোপধিশেষ নির্বাণধাতুর প্রাপ্তি হয়। পূর্বজন্মাক্ষিপ্ত জন্ম নিরুদ্ধ হইলে এবং ইহার পর অন্য জন্মের প্রতিসন্ধান না হইলে নিরুপধিশেষ নির্বাণপ্রাপ্তি হয়। কর্ম বিদ্যমান থাকিলেও সহকারী কারণের অভাব হইলে আলয়বিজ্ঞান পুনর্জন্ম প্রদান করিতে পারে না। এই প্রকারে আলয়বিজ্ঞান থাকিলেই সংসারের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি সম্ভব, অন্যথায় নহে। অবশ্য এস্থলে চক্ষুরাদি বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত আলয়বিজ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। ইহাই সর্বকর্মবীজানুগত, চক্ষুরাদি বিজ্ঞান নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহার বিস্তৃত বিচার পঞ্চস্কন্ধ বিষয়ে (বসুবন্ধু প্রণীত) অন্য গ্রন্থ হইতে জানিতে হইবে।

যদি বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদং কথং ন সূত্রবিরোধঃ? সূত্রে হি ত্রয়ঃ স্বভাবা উক্তাঃ পরিকল্পিতঃ পরতন্ত্রঃ পরিনিষ্পন্নশ্চ। নাস্তি বিরোধঃ। বিজ্ঞপ্তিমাত্র এব সতি স্বভাবত্রয়ব্যবস্থানাৎ। কথমিত্যত আহ—

যেন যেন বিকল্পেন যদ্যদ্ বস্তু বিকল্প্যতে।
পরিকল্পিত এবাসৌ স্বভাবো ন স বিদ্যতে ॥ ২০ ॥

ভাষ্য—আধ্যাত্মিকবাহ্যবিকল্প্যবস্তুভেদেন বিকল্পানামানন্ত্যং প্রদর্শয়ন্নাহ—যেন যেন বিকল্পেনেতি। যদ্ যদ্ বস্তু বিকল্প্যতে। আধ্যাত্মিকং বাহ্যং বা অন্তশো যাবদ্ বুদ্ধধর্মা অপি। পরিকল্পিত এবাসৌ স্বভাব ইত্যত্র কারণমাহ—ন স বিদ্যত ইতি। যদ্বস্তু বিকল্পবিষয়স্তদ্ যস্মাৎ সত্তাভাবান্ন বিদ্যতে, তস্মাদ্ তদ্বস্তু পরিকল্পিত-স্বভাবমেব, ন হেতুপ্রত্যয়-প্রতিপদ্যস্বভাবম্। তথা হ্যেকস্মিন্ বস্তুনি তদভাবে চ পরস্পরবিরুদ্ধানেকবিকল্পপ্রবৃত্তির্দৃষ্টা। ন চ তদেকং বস্তু তদভাবো বা পরস্পর-বিরুদ্ধানেকস্বভাবো যুজ্যতে। তস্মাৎ সর্বমিদং বিকল্পমাত্রমেব তদর্থস্য পরিকল্পিত-রূপত্বাৎ। উক্তং চ সূত্রে। ন খলু পুনঃ সুভূতে ধর্মাস্তথা বিদ্যন্তে যথা বালপৃথ-গ্‌জনা অভিনিবিষ্টা ইতি।

অনুবাদ—যদি সমস্ত কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র হয়, তাহা হইলে সূত্রের বিরোধ হইতেছে কি? সূত্রসমূহে বস্তুর তিনটি স্বভাব উক্ত হইয়াছে, যথা, পরিকল্পিত, পরতন্ত্র এবং পরিনিষ্পন্ন। ইহাতে সূত্রের বিরোধ হইতেছে না। কারণ বিজ্ঞপ্তিমাত্র হইলেও উক্ত তিন প্রকার স্বভাবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিভাবে? উক্ত হইয়াছে—

"যে যে বিকল্পের দ্বারা যে যে বস্তুর বিকল্প হয় তাহা পরিকল্পিত স্বভাব, বস্তুত ইহার অস্তিত্ব নাই।"

আধ্যাত্মিক এবং বাহ্য বিকল্প বস্তুর ভেদের দ্বারা বিকল্পসমূহের অনন্ততা দেখাইতে বলা হইয়াছে—'যে যে বিকল্পের দ্বারা' ইত্যাদি। যে যে বস্তুর বিকল্পের দ্বারা যে যে বস্তুর বিকল্প করা হয়—আধ্যাত্মিক বা বাহ্য, এমন কি বুদ্ধগণের ধর্ম পর্যন্ত—সমস্তই পরিকল্পিত-স্বভাব। ইহার কারণ বলা হইয়াছে 'উহা বিদ্যমান নহে' ইত্যাদি। যে বস্তু বিকল্পের বিষয়, উহাতে সত্তার অভাব বলিয়া উহা অবিদ্যমান। অতএব সে বস্তু পরিকল্পিত-স্বভাব। অর্থাৎ ইহা হেতু-প্রত্যয়ের দ্বারা প্রাপ্ত স্বভাবযুক্ত নহে। একটি বস্তুতে অথবা ইহার অভাবে (অবিদ্যমানতায়) পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক বিকল্পের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অথচ একটি বস্তু বা ইহার অভাব পরস্পরবিরুদ্ধ অনেক স্বভাবযুক্ত নাই। অতএব বিকল্পের বিষয়ভূত বস্তু পরিকল্পিত বলিয়া সমস্ত কিছু বিকল্পমাত্র। সূত্রে উক্ত হইয়াছে—'হে সুভূতি, ধর্মসমূহ তদ্রূপ নহে, যেভাবে মূর্খ পৃথগ্‌জনেরা মনে করিয়া থাকে।'

পরিকল্পিতানন্তরং পরতন্ত্রস্বভাবো বক্তব্য ইত্যত আহ—

পরতন্ত্রস্বভাবস্তু বিকল্পঃ প্রত্যয়োদ্ভবঃ।
নিষ্পন্নস্তস্য পূর্বেণ সদা রহিততা তু যা ॥ ২১ ॥

ভাষ্য—অত্র বিকল্প ইতি পরতন্ত্রস্বরূপমাহ। প্রত্যয়োদ্ভব ইত্যনেনাপি পরতন্ত্রাভিধানপ্রবৃত্তিনিমিত্তমাহ। তত্র পরিকল্পঃ কুশলাকুশলাব্যাকৃতভেদভিন্নাঃ ত্রৈধাতুকাশ্চিত্তচৈত্তাঃ। যথোক্তম্—'অভূতপরিকল্পস্তু চিত্তচৈত্তাস্ত্রৈধাতুকা' ইতি। পরৈর্হেতুপ্রত্যয়ৈস্তন্ত্র্যত ইতি পরতন্ত্র উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। স্বতোঽন্যহেতুপ্রত্যয়-প্রতিবদ্ধাত্মলাভ ইতি যাবদুক্তং ভবতি। উক্তঃ পরতন্ত্রঃ। পরিনিষ্পন্নঃ কথম্ ইত্যত আহ—নিষ্পন্নেতি।

অবিকারপরিনিষ্পত্ত্যা স পরিনিষ্পন্নঃ। তস্যেতি পরতন্ত্রস্য পূর্বেণেতি পরিকল্পিতেন তস্মিন্ বিকল্পে গ্রাহ্যগ্রাহকভাবঃ পরিকল্পিতঃ। তথা হি তস্মিন্ বিকল্পে গ্রাহ্যগ্রাহকত্বম্ অবিদ্যমানমেব পরিকল্প্যত ইতি পরিকল্পিতমুচ্যতে। তেন গ্রাহ্যগ্রাহকেন পরতন্ত্রস্য সদা সর্বকালম্ অত্যন্তরহিততা যা স পরিনিষ্পন্নস্বভাবঃ।

অনুবাদ—পরিকল্পিত স্বভাবের পর পরতন্ত্র স্বভাব বক্তব্য। অতএব বলা হইয়াছে—পরতন্ত্র স্বভাব হইতেছে বিকল্প এবং প্রত্যয়োৎপন্ন। নিষ্পন্ন এইজন্যই যে ইহা পূর্ব অর্থাৎ পরিকল্পিতের দ্বারা সর্বদা রহিত।

এস্থলে 'বিকল্প' শব্দের দ্বারা পরতন্ত্রের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। 'প্রত্যয়োৎপন্ন' শব্দের দ্বারা পরতন্ত্র নামক প্রবৃত্তির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত ভেদে ভিন্ন ত্রৈধাতুক চিত্ত এবং চৈত্তসমূহই পরিকল্প। যেমন বলা হইয়াছে—"ত্রৈধাতুক চিত্ত এবং চৈত্তসমূহ অভূতপরিকল্প।" পর বা অন্য হেতু-প্রত্যয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া 'পরতন্ত্র' বলা হয়। ইহার উৎপত্তি স্বভিন্ন হেতু-প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল। এইভাবেই পরতন্ত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

'পরিনিষ্পন্ন' কিরূপ? বলা হইয়াছে—নিষ্পন্ন ইত্যাদি।

অবিকারের দ্বারা পরিনিষ্পন্ন বা সিদ্ধ হয় বলিয়া ইহা পরিনিষ্পন্ন। 'তাহার' অর্থাৎ পরতন্ত্রের, 'পূর্বের দ্বারা' অর্থাৎ পরিকল্পিতের দ্বারা, ঐ বিকল্পে গ্রাহ্যগ্রাহকভাব পরিকল্পিত। সেই বিকল্পে অবিদ্যমান গ্রাহ্যগ্রাহকত্ব পরিকল্পিত হয় বলিয়া ইহাকে পরিকল্পিত বলা হইয়াছে। সেই গ্রাহ্যগ্রাহকের দ্বারা পরতন্ত্রের যে সর্বকালীন অত্যন্তরহিততা তাহাই পরিনিষ্পন্নস্বভাব।

অত এব স নৈবান্যো নানন্যঃ পরতন্ত্রতঃ।
অনিত্যতাদিবদ্বাচ্যো নাদৃষ্টেঽস্মিন্ স দৃশ্যতে॥ ২২॥

ভাষ্য—অত এব স নৈবেতি পরিকল্পিতেন স্বভাবেন পরতন্ত্রস্য সদা রহিততা পরিনিষ্পন্নঃ। রহিততা চ ধর্মতা ধর্মান্নান্যা নানন্যা যুজ্যতে। পরিনিষ্পন্নশ্চ পরতন্ত্রধর্মতেত্যতঃ পরতন্ত্রাঃ পরিনিষ্পন্নো নান্যো নানন্য ইতি বোদ্ধব্যঃ। যদি হি পরিনিষ্পন্নঃ পরতন্ত্রাদন্যঃ স্যাৎ, এবং ন পরিকল্পিতেন পরতন্ত্রঃ শূন্যঃ স্যাৎ। অথানন্য,

এবমপি পরিনিষ্পন্নো ন বিশুদ্ধ্যালম্বনঃ স্যাৎ পরতন্ত্রবৎ সংক্লেশাত্মকত্বাৎ। এবং পরতন্ত্রশ্চ ন ক্লেশাত্মকঃ স্যাৎ, পরিনিষ্পন্নাদ্ অনন্যত্বাৎ পরিনিষ্পন্নবৎ।

নান্যো নানন্য ইতি বাক্যশেষঃ। যথা হ্যনিত্যতা দুঃখতানাত্মতা চ সংস্কারাদিভ্যো নান্যা নানন্যা। যদি সংস্কারেভ্যোঽনিত্যতা অন্যা এবং তর্হি সংস্কারা নিত্যাঃ স্যুঃ। অথানন্যা এবমপি সংস্কারাঃ। প্রণষ্টস্বভাবরূপা স্যুঃ অনিত্যতাবৎ। এবং দুঃখতাদিষ্বপি বাচ্যম্। যদি গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরহিতঃ পরতন্ত্রঃ কথমসৌ গৃহ্যতে অগৃহ্যমানো বা কথমস্তীতি বিজ্ঞায়তে। অত আহ—নাদৃষ্টেঽস্মিন্ স দৃশ্যতে।

নাদৃষ্টেঽস্মিন্নিতি পরিনিষ্পন্নস্বভাবে স দৃশ্যত ইতি পরতন্ত্রঃ স্বভাবঃ। নির্বিকল্পলোকোত্তরজ্ঞানদৃশ্যে পরিনিষ্পন্নে স্বভাবে অদৃষ্টে অপ্রতিবিদ্ধেঽসাক্ষাৎকৃতে তৎপৃষ্ঠলব্ধশুদ্ধলৌকিকজ্ঞানগম্যত্বাৎ পরতন্ত্রোঽন্যেন জ্ঞানেন ন গৃহ্যতে। অতঃ পরিনিষ্পন্নে অদৃষ্টে পরতন্ত্রো ন দৃশ্যতে। ন পুনর্লোকোত্তরজ্ঞানপৃষ্ঠলব্ধেনাপি জ্ঞানেন ন দৃশ্যতে। যথা নির্বিকল্পপ্রবেশায়াং ধারণ্যামুক্তম্—তৎপৃষ্ঠলব্ধেন জ্ঞানেন মায়ামরীচিস্বপ্নপ্রতিশ্রুৎকোদকচন্দ্রনির্মিতসমান্ সর্বধর্মান্ প্রত্যেতীতি। অত্র চ ধর্মাঃ পরতন্ত্রসংগৃহীতা অভিপ্রেতাঃ। পরিনিষ্পন্নশ্চাকাশবদ্ একরসজ্ঞানং চ যথোক্তং নির্বিকল্পেন জ্ঞানেনাকাশসমতায়াং সর্বধর্মান্ পশ্যতীতি পরতন্ত্রধর্মাণাং তথতামাত্রদর্শনাৎ।

অনুবাদ—"অতএব উহা অর্থাৎ পরিনিষ্পন্ন পরতন্ত্র হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে।" অনিত্যতাদিবৎ বলিতে হইবে ইহা অদৃষ্ট হইলে উহার দর্শন হয় না।"

'অতএব উহা নহে' ইত্যাদি অর্থাৎ পরিকল্পিত স্বভাবের দ্বারা পরতন্ত্রের সর্বদা রহিততা পরিনিষ্পন্ন। রহিততাই ধর্মতা, ইহা ধর্ম হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। পরিনিষ্পন্ন পরতন্ত্রের ধর্মতা, অতএব পরতন্ত্র হতে পরিনিষ্পন্ন ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, ইহা জানিতে হইবে। যদি পরিনিষ্পন্ন পরতন্ত্র হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে পরতন্ত্র পরিকল্পিত হইতে শূন্য হইবে না। যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলেও পরতন্ত্রের ন্যায় সংক্লেশাত্মক বলিয়া পরিনিষ্পন্ন বিশুদ্ধ আলম্বনযুক্ত হইবে না। এইভাবে পরতন্ত্রও পরিনিষ্পন্ন হইতে অভিন্ন বলিয়া পরিনিষ্পন্নের ন্যায় ক্লেশাত্মক হইবে না।

ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, ইহাই বাক্যশেষ। যেমন অনিত্যতা, দুঃখতা, অনাত্মতা সংস্কারাদি হইতে ভিন্নও নহে অভিন্নও নহে। যদি সংস্কারসমূহ হইতে অনিত্যতা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে সংস্কারসমূহ নিত্য হইয়া যাইবে। যদি সংস্কারসমূহ হইতে অভিন্ন হয় তাহা হইলে অনিত্যতার ন্যায় সংস্কারসমূহ প্রণষ্টস্বভাবরূপ হইয়া যাইবে। দুঃখতাদিতেও অনুরূপ জানিতে হইবে।

যদি পরতন্ত্র গ্রাহ্যগ্রাহক ভাবরহিত হয় তাহা হইলে কিভাবে ইহা গৃহীত হয়, আর গৃহ্যমান না হইলে ইহার অস্তিত্বের জ্ঞানই বা কিভাবে হইবে। অতএব বলা হইয়াছে—

"ইহা অদৃষ্ট হইলে, উহার দর্শন হয় না।"

'ইহা অদৃষ্ট হইলে ইত্যাদি।' পরিনিষ্পন্ন স্বভাবে উহা দৃষ্ট হয় বলিয়াই পরতন্ত্র স্বভাব। নির্বিকল্প লোকোত্তর জ্ঞানের দ্বারা দর্শনযোগ্য পরিনিষ্পন্ন স্বভাব অদৃষ্ট হইলে, অপ্রতিবিদ্ধ এবং অসাক্ষাৎকৃত হইলে পরতন্ত্রের জ্ঞান হয় না। কারণ ইহা তখন তৎপৃষ্ঠ-লব্ধ অর্থাৎ সেই লোকোত্তর জ্ঞানের অনন্তর লব্ধ শুদ্ধ লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা গম্য হইবে। অতএব পরিনিষ্পন্নের বিনা দর্শনে পরতন্ত্রের দর্শন হয় না।

অবশ্য ইহা নহে যে লোকোত্তর জ্ঞানের অনন্তর লব্ধ জ্ঞানের দ্বারাও ইহার দর্শন হইবে না। যেমন—নির্বিকল্পপ্রবেশধারণীতে উক্ত হইয়াছে—'উহার অনন্তর লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা মায়া, মরীচি, স্বপ্ন, প্রতিধ্বনি এবং উদকে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় ধর্মসমূহকে মনে করে।' এস্থলেও 'ধর্ম' বলিতে পরতন্ত্রের দ্বারা সংগৃহীতই অভিপ্রেত। পরিনিষ্পন্ন কিন্তু আকাশবৎ একরস। 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সেই নির্বিকল্প জ্ঞানের দ্বারা ধর্মসমূহকে আকাশবৎ দেখে, কারণ উহাতে পরতন্ত্রধর্মসমূহের তথতামাত্র অর্থাৎ বাস্তবিকতা মাত্র দর্শন হয়।

যদি দ্রব্যমেব পরতন্ত্রঃ কথং সূত্রে সর্বধর্মা নিঃস্বভাবা অনুৎপন্না অনিরুদ্ধা ইতি নির্দিশ্যন্তে। নাস্তি বিরোধঃ যস্মাৎ।

ত্রিবিধস্য স্বভাবস্য ত্রিবিধাং নিঃস্বভাবতাম্।
সংধায় সর্বধর্মাণাং দেশিতা নিঃস্বভাবতা ॥ ২৩ ॥

ভাষ্য—ত্রয় এব স্বভাবা ন চতুর্থোঽস্তীতি জ্ঞাপনার্থং সংখ্যানির্দেশঃ। স্বেন স্বেন লক্ষণেন বিদ্যমানবদ্ ভবতীতি। ত্রিবিধা নিঃস্বভাবতা—লক্ষণনিঃস্বভাবতা উৎপত্তি-নিঃস্বভাবতা পরমার্থনিঃস্বভাবতা চ। সর্বধর্মাঃ পরিকল্পিতপরতন্ত্রপরিনিষ্পন্নাত্মকাঃ।

অনুবাদ—যদি পরতন্ত্রধর্ম বাস্তবিকই হয়, তাহা হইলে সূত্রে সর্বধর্ম নিঃস্বভাব, অনুৎপন্ন এবং অনিরুদ্ধ এইরূপ বলা হইয়াছে কেন? সূত্রের বিরোধ নাই। কারণ—

"তিন প্রকার স্বভাবের তিন প্রকার নিঃস্বভাবতা দেখিয়া সর্বধর্মের নিঃস্বভাবতা দেশিত হইয়াছে।"

তিন প্রকারই স্বভাব, চার প্রকার নহে ইহা জ্ঞাপনার্থ সংখ্যা নির্দেশিত হইয়াছে। স্ব স্ব লক্ষণের দ্বারা বিদ্যমানবৎ হয় বলিয়াই স্বভাব। নিঃস্বভাবতা তিন প্রকার যথা, লক্ষণনিঃস্বভাবতা, উৎপত্তিনিঃস্বভাবতা এবং পরমার্থনিঃস্বভাবতা। 'সর্ব ধর্ম' বলিতে পরিকল্পিত, পরতন্ত্র এবং পরিনিষ্পন্নাত্মক ধর্ম বুঝিতে হইবে।

ইদানীং ত্রিবিধস্য স্বভাবস্য যা যস্য নিঃস্বভাবতা তাং তস্য প্রদর্শয়ন্নাহ—

প্রথমো লক্ষণেনৈব নিঃস্বভাবোঽপরঃ পুনঃ।
ন স্বয়ংভাব এতস্যেত্যপরা নিঃস্বভাবতা॥ ২৪॥

ভাষ্য—প্রথমঃ পরিকল্পিতস্বভাবঃ। অয়ং চ লক্ষণেনৈব নিঃস্বভাবঃ তল্লক্ষণস্যোৎপ্রেক্ষিতত্বাৎ। রূপলক্ষণং রূপম্ অনুভবলক্ষণা বেদনেত্যাদি। অতশ্চ স্বরূপাভাবাৎ খপুষ্পবৎ স্বরূপেনৈব নিঃস্বভাবঃ। অপরঃ পুনরিতি পরতন্ত্রস্বভাবঃ। ন স্বয়ংভাব এতস্য মায়াবৎ পরপ্রত্যয়েনোৎপত্তেঃ। অতশ্চ যথা প্রখ্যাতি তথাস্যোৎপত্তির্নাস্তীতি অতোঽস্য উৎপত্তিনিঃস্বভাবতেত্যুচ্যতে।

অনুবাদ—এখন তিন প্রকার স্বভাবের মধ্যে যাহা যাহার নিঃস্বভাবতা তাহা দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে—

"প্রথমটি হইতেছে লক্ষণের দ্বারা নিঃস্বভাব, দ্বিতীয়টির স্বয়ংভাব হয় না বলিয়া উৎপত্তির দ্বারা নিঃস্বভাব।"

প্রথম হইতেছে পরিকল্পিত স্বভাব। ইহা লক্ষণের দ্বারা উৎপ্রেক্ষিতত্বহেতু লক্ষণের দ্বারাই নিঃস্বভাব। রূপলক্ষণযুক্ত বলিয়াই রূপ এবং অনুভবলক্ষণযুক্ত বলিয়াই বেদনা। অতএব স্বরূপের অভাববশতঃ আকাশকুসুমের ন্যায় স্বরূপের দ্বারাই ইহা নিঃস্বভাব। দ্বিতীয়টি হইতেছে পরতন্ত্রস্বভাব। ইহার স্বয়ংভাব বা আত্মভাব নাই। মায়াবৎ অন্যের কারণেই ইহার উৎপত্তি। জ্ঞাত হইবার মত ইহার উৎপত্তি হয় না বলিয়া ইহাকে উৎপত্তিনিঃস্বভাবতা বলা হইয়াছে।

ধর্মাণাং পরমার্থশ্চ স যতস্তথতাপি সঃ।
সর্বকালং তথাভাবাৎ সৈব বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা॥ ২৫॥

ভাষ্য—ধর্মাণাং পরমার্থশ্চ স যতস্তথতাপি স ইতি। পরমং হি লোকোত্তরজ্ঞানং নিরুত্তরত্বাত্তস্যার্থঃ পরমার্থঃ। অথ বা আকাশবৎ সর্বত্রৈকরসার্থেন বৈমল্যাবিকারার্থেন চ পরিনিষ্পন্নঃ স্বভাবঃ পরমার্থ উচ্যতে। স যস্মাৎ পরিনিষ্পন্নঃ স্বভাবঃ সর্বধর্মাণাং পরতন্ত্রাত্মকানাং পরমার্থঃ তদ্ধর্মতেতি কৃত্বা তস্মাৎ পরিনিষ্পন্ন এব স্বভাবঃ পরমার্থনিঃস্বভাবতা পরিনিষ্পন্নস্যাভাবস্বভাবত্বাৎ। কিং পুনঃ পরমার্থাভিধানেনৈব পরিনিষ্পন্নোঽভিধাতব্যো, নেত্যাহ। কিং তর্হি। তথতাপি সঃ। অপিশব্দান্ন কেবলং তথতাশব্দেনৈবাভিধাতব্যঃ। কিং তর্হি। যাবন্তো ধর্মধাতুপর্যায়াঃ সর্বৈস্তৈরপ্যভিধাতব্য ইতি।

তথতা। তথা হি পৃথগ্জনশৈক্ষ্যাশৈক্ষাবস্থাসু সর্বকালং তথৈব ভবতি,

নান্যথেতি তথতেত্যুচ্যতে। কিং পুনস্তথতা তৎপরিনিষ্পন্ন এব বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা, উতান্যা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা। অত আহ—সৈব বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা।

অতিবিশুদ্ধলক্ষণাববোধাদ্। যথোক্তম্—

নাম্নি তিষ্ঠতি তচ্চিত্তং তদা তন্মাত্রদর্শনাৎ।
নাম্নি স্থানাচ্চ বিজ্ঞাপ্ত্যাবুপলম্ভঃ প্রহীয়তে॥
নোপলম্ভং তদা ধাতুং স্পৃশতে ভাবনান্বয়াৎ।
সর্বাবরণবিমোক্ষং বিভুত্বং লভতে তদা॥

ইতি। সৈব বিজ্ঞপ্তিমাত্রতেত্যনেন বচনেনাভিসময় উক্তঃ।

অনুবাদ—"ধর্মসমূহের উহাই পরমার্থ এবং উহাই তথতা। সর্বকালে ঐ রূপেই থাকে বলিয়া উহা তথতা এবং উহাই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা।"

'ধর্মসমূহের যাহা পরমার্থ তাহাই তথতা' ইত্যাদি। পরম শব্দের অর্থ হইতেছে লোকোত্তর জ্ঞান। ইহার উত্তর (অর্থাৎ পরে) অন্য জ্ঞান হয় না বলিয়া সেই অর্থকে বলা হয় পরমার্থ। অথবা আকাশবৎ সর্বত্র এক রস বিমল এবং নির্বিকার হয় বলিয়া পরিনিষ্পন্ন স্বভাবকে পরমার্থ বলা হয়। যেহেতু পরিনিষ্পন্ন স্বভাবই সকল পরতন্ত্রাত্মক ধর্মের পরমার্থ এবং উহাই উহার ধর্মতা, তদ্ধেতু পরিনিষ্পন্ন স্বভাবই পরমার্থ-নিঃস্বভাবতা, কারণ পরিনিষ্পন্ন বস্তুত অভাবস্বভাবযুক্ত।

পরিনিষ্পন্নকে কি কেবলমাত্র 'পরমার্থ' এই সংজ্ঞার দ্বারা সূচিত করা যায়? উত্তরে বলা হইয়াছে 'না'। তাহা হইলে অন্য কিসের দ্বারা সূচিত করা যায়? উহা তথতাও বটে। 'অপি' শব্দের দ্বারা ইহাই দ্যোতিত হইতেছে যে, কেবলমাত্র তথতা শব্দের দ্বারাও পরিনিষ্পন্ন শব্দের কথন অনুচিত। তাহা হইলে অন্য কিসের দ্বারা? ধর্মধাতুর পর্যায়বাচী যত শব্দ আছে সমস্তই ইহার (পরিনিষ্পন্নের) উপযুক্ত।

'সর্বকালে ঐ রূপেই থাকে বলিয়া উহা তথতা।' পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য এবং অশৈক্ষ্য অবস্থাসমূহে অর্থাৎ সর্বকালে ঐ রূপেই থাকে, অন্যভাবে নহে, এইজন্য 'তথতা' বলা হইয়াছে।

যাহা তথতা তাহাই কি তৎপরিনিষ্পন্ন বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা, না কি বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা অন্য? উক্ত হইয়াছে—'তাহাই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা।' কারণ উহাতে অতি বিশুদ্ধ লক্ষণের জ্ঞান হয়। যেমন বলা হইয়াছে—

'তখন তন্মাত্রদর্শনের নিমিত্ত নামে চিত্ত স্থিত হয়। নামে স্থিত হইলে বিজ্ঞপ্তির উপলব্ধি বিনষ্ট হয়। ভাবনার সহিত যুক্ত বলিয়া তখন চিত্ত উপলব্ধ ধাতুকে স্পর্শ করে না এবং ইহা যেন সর্বাবরণবিমোক্ষরূপ বিভুত্ব লাভ করে।' 'তাহাই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা' এই কথার দ্বারা যথার্থ উপলব্ধির কথা (Realization) উক্ত হইয়াছে।

যদি বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদং কস্মাচ্ চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণরসস্পর্শনৈঃ রূপশব্দগন্ধরস-স্পর্শান্ গৃহ্ণাতীত্যত আহ।

যাবদ্ বিজ্ঞপ্তিমাত্রত্বে বিজ্ঞানং নাবতিষ্ঠতি।
গ্রাহদ্বয়স্যানুশয়স্তাবন্ন বিনিবর্ততে ॥ ২৬ ॥

ভাষ্য—অথ বা যাস্তাঃ কর্মবাসনা গ্রাহদ্বয়বাসনাসহিতাঃ ক্ষীণে পূর্ববিপাকেঽন্যদ্বিপাকং জনয়ন্তীত্যুক্তং তস্মাৎ কথং প্রহাণমপ্রহাণং চেত্যত আহ—যাবদ্বিজ্ঞপ্তিমাত্রত্বে বিজ্ঞানং নাবতিষ্ঠতীতি বিস্তরঃ। যাবচ্চিত্তধর্মতায়াং বিজ্ঞপ্তিমাত্রসংশব্দিতায়াং বিজ্ঞানং নাবতিষ্ঠতি কিং তর্হি গ্রাহ্যগ্রাহকোপলম্ভে চরতি। গ্রাহদ্বয়ং গ্রাহ্যগ্রাহো গ্রাহকগ্রাহশ্চ। তস্যানুশয়স্তদাহিতম্ অনাগতগ্রাহদ্বয়োৎপত্তয়ে বীজম্ আলয়বিজ্ঞানে। যাবদ্ অদ্বয়লক্ষণে বিজ্ঞপ্তিমাত্রে যোগিনশ্চিত্তং ন প্রতিষ্ঠিতং ভবতি তাবদ্ গ্রাহ্যগ্রাহকানুশয়ো ন বিনিবর্ততে ন প্রহীয়ত ইত্যর্থঃ।, অত্র চ বহিরুপলম্ভাপ্রহাণেনাধ্যাত্মিকোপলম্ভাপ্রহাণং দর্শিতমিতি। অতোঽস্যৈবং ভবতি অহং চক্ষুরাদিভিঃ রূপাদীন্ গৃহ্ণামীতি।

অনুবাদ—যদি সমস্ত কিছুই বিজ্ঞপ্তিমাত্র হয়, তাহা হইলে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা এবং কায়দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্প্রষ্টব্যের গ্রহণ কেন হয়? উক্ত হইয়াছে—

"যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাতে স্থিত থাকে না, ততক্ষণ গ্রাহ্য এবং গ্রাহকের অনুশয় নষ্ট হয় না।"

অথবা গ্রাহ্যগ্রাহকবাসনার সহিত যুক্ত কর্মবাসনাসমূহ যেহেতু পূর্ববিপাক বিনষ্ট হইলে অন্য বিপাক উৎপন্ন করে বলিয়া উক্ত হইয়াছে—তদ্ধেতু উহার প্রহাণ বা অপ্রহাণ কিরূপে সম্ভব? যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় স্থিত হয় না ততক্ষণ গ্রাহ্য-গ্রাহকের বাসনা বিনষ্ট হয় না ইহাই মূল কথা।

যদি বিজ্ঞপ্তিমাত্রশব্দিতা চিত্তধর্মতাতে বিজ্ঞান স্থিত না হয়, তাহা হইলে কি ইহা তখন গ্রাহ্যগ্রাহকের উপলব্ধিতে বিচরণ করে?

গ্রাহদ্বয় হইতেছে গ্রাহ্য-গ্রাহ এবং গ্রাহক-গ্রাহ। উহার অনুশয়ের অর্থ হইতেছে উহার দ্বারা আলয়বিজ্ঞানে অনাগত গ্রাহদ্বয়ের উৎপত্তির জন্য আহিত বীজ।

যতক্ষণ অদ্বয়লক্ষণযুক্ত বিজ্ঞপ্তিমাত্রে যোগীর চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না, ততক্ষণ গ্রাহ্য-গ্রাহকের অনুশয় বিনিবর্তিত হয় না অর্থাৎ প্রহীণ হয় না। ইহার দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে বাহ্য, উপলব্ধির প্রহাণ না হইলে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রহাণ হয় না। অতএব সেইরূপ যোগীর 'আমি চক্ষুরাদির দ্বারা রূপাদি বিষয়সমূহকে গ্রহণ করিতেছি' ইত্যাদি (মিথ্যা) জ্ঞান হয়।

ইদামিদানীং বক্তব্যং কিম্ অর্থরহিতচিত্তমাত্রোপলম্ভাৎ চিত্তধর্মতাবস্থানং নেত্যাহ। কিং তর্হি—

বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদমিত্যপি হ্যুপলম্ভতঃ।
স্থাপয়ন্নগ্রতঃ কিঞ্চিৎ তন্মাত্রে নাবতিষ্ঠতে ॥ ২৭ ॥

ভাষ্য—ইতি। অথ বা যঃ পুনরাভিমানিকঃ শ্রুতমাত্রকেণ জানীয়াদ্ অহং বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায়াং শুদ্ধায়াং স্থিত ইতি তদ্গ্রহব্যুদাসার্থমাহ—বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদমিত্যপি হ্যুপলম্ভত ইত্যাদি। বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদম্ অর্থরহিতং ন বাহ্যোঽর্থোঽস্তীতি এবমুপলম্ভতো গ্রহণতঃ চিত্রীকরণত ইত্যর্থঃ অগ্রত ইত্যভিমুখম্। স্থাপয়ন্নিতি যথাশ্রুতং মনসা। বহুপ্রকারত্বাৎ যোগাচারালম্বনানাং কিঞ্চিদিত্যাহ। অস্থিসংকলিকং বা নীলকং বাপি পূযকং বা বিপড়ুমকং বা ব্যাধ্মাতকাদিকং বা। তন্মাত্রে নাবতিষ্ঠতে বিজ্ঞানোপলম্ভাপ্রহাণাৎ।

অনুবাদ—এখন ইহা বক্তব্য যে বিষয়রহিত চিত্তমাত্রের উপলব্ধির দ্বারাই কি চিত্তধর্মতার অবস্থিতি হয়? উত্তর হইতেছে 'না'। তাহা হইলে কিসের দ্বারা হয়?

"ইহাই বিজ্ঞপ্তিমাত্র—এই উপলব্ধির সম্মুখে মনের দ্বারা অন্য কোন পদার্থের স্থাপনা করা হইয়াছে যাহা তন্মাত্রে অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় স্থিত থাকে না।"

অথবা যে আভিমানিক ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা-দর্শন শোনামাত্রই মনে করেন 'আমি বিশুদ্ধ বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাতে স্থিত' তাঁহার সেই ধারণার নিরাকরণের জন্য বলা হইয়াছে—'ইহাই বিজ্ঞপ্তিমাত্র এই উপলব্ধির দ্বারা' ইত্যাদি। এই বিজ্ঞপ্তিমাত্র বিষয়রহিত বাহ্য পদার্থ নহে এই বিষয়োপলব্ধির দ্বারা, গ্রহণের দ্বারা, চিত্রীকরণের দ্বারা এইরূপ জানিতে হইবে। 'অগ্রত' শব্দের অর্থ হইতেছে সম্মুখে। 'স্থাপয়ন্' শব্দের অর্থ হইতেছে মনের দ্বারা যথাশ্রুত। যোগাচারের আলম্বনসমূহের বহুপ্রকারত্ব হেতু তন্মধ্যে 'কিঞ্চিৎ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অস্থিসংকলিক বা নীলক বা পূযক বা বিপড়ুমক বা ব্যাধ্মাতকাদি ইহাই বক্তব্য। বিজ্ঞানোপলব্ধির প্রহাণ না হইলে ইহা বিজ্ঞপ্তিমাত্রে স্থিত থাকে না।

কদা পুনর্বিজ্ঞানগ্রাহস্য প্রহাণং চিত্তমাত্রতায়াং বা প্রতিষ্ঠিতো ভবতীত্যত আহ—

যদা ত্বালম্বনং জ্ঞানং নৈবোপলভতে তদা।
স্থিতো বিজ্ঞানমাত্রত্বে গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহাৎ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্য—ইতি। যস্মিন্ কালে দেশনালম্বনং অববাদালম্বনং প্রাকৃতং বা রূপশব্দাদ্যালম্বনং জ্ঞানং বহিশ্চিত্তান্নোপলভতে ন পশ্যতি ন গৃহ্ণাতি নাভিনিবিশতে,

যথাভূতার্থদর্শনাৎ ন তু জাত্যন্ধবৎ, তস্মিন্ কালে বিজ্ঞানগ্রাহস্য প্রহাণং স্বচিত্তধর্মতায়াং চ প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। অত্রৈব কারণমাহ—গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহাদিতি। গ্রাহ্যে সতি গ্রাহকো ভবতি ন তু গ্রাহ্যাভাব ইতি। গ্রাহ্যাভাবে গ্রাহকাভাবমপি প্রতিপদ্যতে ন কেবলং গ্রাহ্যাভাবম্। এবং হি সমমনালম্ব্যালম্বকং নির্বিকল্পং লোকোত্তরং জ্ঞানমুৎপদ্যতে, গ্রাহ্যগ্রাহকাভিনিবেশানুশয়া প্রহীয়ন্তে, স্বচিত্তধর্মতায়াং চ চিত্তমেব স্থিতং ভবতি।

অনুবাদ—পুনরায় বিজ্ঞানগ্রাহের প্রহাণ এবং চিত্তমাত্রতায় স্থিতি কখন হয়? উত্তরে বলা হইয়াছে—

"যখন বিজ্ঞান আলম্বন গ্রহণ করে না তখন চিত্ত বিজ্ঞানমাত্রত্বে স্থিত হয়, কারণ গ্রাহ্যবিষয়ের অভাবে গ্রাহকবিজ্ঞানের গ্রহণ হয় না।"

জন্মান্ধের ন্যায় নহে, বরং যথাভূত বস্তুর দর্শনের দ্বারা যে সময় বিজ্ঞান চিত্তের বাহির হইতে দেশনালম্বন বা অববাদালম্বন বা প্রাকৃত রূপশব্দাদি আলম্বন গ্রহণ করে না, দর্শন করে না, গ্রহণ করে না এবং অভিনিবেশ করে না, তখনই বিজ্ঞানগ্রাহের প্রহাণ এবং স্বচিত্তধর্মতাতে অবস্থিতি হয়। এখানে ইহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রাহ্যের অভাবে গ্রাহকের গ্রহণ হয় না। গ্রাহ্য থাকিলেই গ্রাহক হয়, গ্রাহ্যের অভাবে নহে। গ্রাহ্যের অভাবে গ্রাহকেরও অভাব হয়। শুধুমাত্র গ্রাহ্যের অভাব নহে। এইভাবে আলম্ব্য এবং আলম্বকরহিত নির্বিকল্প লোকোত্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, গ্রাহ্য এবং গ্রাহকাভিনিবেশের অনুশয়সমূহ প্রহীণ হয়, চিত্ত স্বচিত্তধর্মতাতে স্থিত হয়।

যদৈবং বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায়াং চিত্তমবস্থিতং ভবতি তদা কথং ব্যপদিশ্যত ইত্যাহ—

অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ।
আশ্রয়স্য পরাবৃত্তির্দ্বিধা দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ ॥ ২৯ ॥

স এবানাস্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ধ্রুবঃ।
সুখো বিমুক্তিকায়োঽসৌ ধর্মাখ্যোঽয়ং মহামুনেঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্য—ইতি। তদনেন শ্লোকদ্বয়েন দর্শনমার্গমারভ্যোত্তরবিশেষগত্যা ফলসম্পত্তিরুদ্ভাবিতা বিজ্ঞপ্তিমাত্রপ্রবিষ্টযোগিনঃ। তত্র গ্রাহকচিত্তাভাবাদ্ গ্রাহ্যার্থানুপলম্ভাচ্চ অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ। অপরিচিতত্বাৎ (অক্লিষ্টত্বাৎ) লোকে সমুদাচারাভাবাৎ নির্বিকল্পত্বাচ্চ লোকাদুত্তীর্ণমিতি জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তদিতি। তস্য জ্ঞানস্যানন্তরাশ্রয়স্য পরাবৃত্তির্ভবতীতি জ্ঞাপনার্থমাহ—আশ্রয়স্য পরাবৃত্তিরিতি।

আশ্রয়োঽত্র সর্ববীজকমালয়বিজ্ঞানম্। তস্য পরাবৃত্তিঃ যা দৌষ্ঠুল্যবিপাকদ্বয়-বাসনাভাবেন নিবৃত্তৌ সত্যাং কর্মণ্যতাধর্মকায়াদ্বয়জ্ঞানভাবেন পরাবৃত্তিঃ। সা পুনরাশ্রয়পরাবৃত্তিঃ কস্য প্রহাণাৎ প্রাপ্যতে, অত আহ—দ্বিধা দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ। দ্বিধেতি ক্লেশাবরণদৌষ্ঠুল্যং জ্ঞেয়াবরণদৌষ্ঠুল্যং চ। দৌষ্ঠুল্যম্ আশ্রয়স্যাকর্মণ্যতা। তৎ পুনঃ ক্লেশজ্ঞেয়াবরণয়োর্বীজম্। সা পুনরাশ্রয়পরাবৃত্তিঃ শ্রাবকাদিগতদৌষ্ঠুল্য-হানিতশ্চ প্রাপ্যতে। যদাহ—বিমুক্তিকায় ইতি। বোধিসত্ত্বগতদৌষ্ঠুল্যহানিতশ্চ প্রাপ্যতে। যদাহ—ধর্মাখ্যোঽয়ং মহামুনেরিতি। দ্বিধা আবরণভেদেন সোত্তরা নিরুত্তরা চ আশ্রয়পরাবৃত্তিরুক্তা। অত্র গাথা—

জ্ঞেয়মাদানবিজ্ঞানং দ্বয়াবরণলক্ষণম্।
সর্ববীজং ক্লেশবীজং বন্ধস্তত্র দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥

ইতি। শ্রাবকবোধিসত্ত্বয়োঃ। আদ্যস্য ক্লেশবীজমিতরস্য দ্বয়াবরণবীজম্ তদুদ্‌ঘাতাৎ সর্বজ্ঞতাবাপ্তির্ভবতীতি। স এবানাস্রবো ধাতুরিতি স এবাশ্রয়পরাবৃত্তি-রূপঃ অনাস্রবো ধাতুরিত্যুচ্যতে নির্দৌষ্ঠুল্যত্বাৎ। স হ্যাস্রববিগত ইত্যনাস্রবঃ। আর্যধর্মহেতুত্বাদ্ ধাতুঃ। হেত্বর্থো হ্যত্র ধাতুশব্দঃ। অচিন্ত্যস্তর্কাগোচরত্বাৎ প্রত্যাত্ম-বেদ্যত্বাদ্ দৃষ্টান্তাভাবাচ্চ। কুশলো বিশুদ্ধালম্বনত্বাৎ ক্ষেমত্বাদ্ অনাস্রবধর্মময়ত্বাচ্চ। ধ্রুবো নিত্যত্বাদ্ অক্ষয়তয়া। সুখো নিত্যত্বাদেব। যদনিত্যং তদ্দুঃখম্। অয়ং চ নিত্য ইতি অস্মাৎ সুখঃ। ক্লেশাবরণপ্রহাণাৎ শ্রাবকাণাং বিমুক্তিকায়ঃ। স এবাশ্রয়-পরাবৃত্তিলক্ষণো ধর্মাখ্যোঽপ্যুচ্যতে মহামুনেঃ। ভূমিপারমিতাদিভাবনয়া ক্লেশ-জ্ঞেয়াবরণ-প্রহাণাদ্ আশ্রয়পরাবৃত্তিসমুদাগমাদ্ মহামুনের্ধর্মকায় ইত্যুচ্যতে। সংসারপরিত্যাগাদ্ যদনুপসংক্লেশত্বাৎ সর্বধর্মবিভুত্বলাভতশ্চ ধর্মকায় ইত্যুচ্যতে। মহামুনেরিতি পরমমৌনেয়যোগাদ্ বুদ্ধো ভগবান্ মহামুনিরিতি॥

অনুবাদ—যদি এই প্রকার বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাতে চিত্ত অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে কিভাবে ইহা নির্দেশিত হইবে? উত্তরে বলা হইয়াছে—

"অচিত্তক এবং অনুপলব্ধ এই জ্ঞানই লোকোত্তর জ্ঞান। দুই প্রকার দৌষ্ঠুল্যের হানির দ্বারা আশ্রয় অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞানের পরাবৃত্তি হয়।"

"তাহাই অনাস্রব ধাতু যাহা অচিন্ত্য, কুশল, ধ্রুব এবং সুখস্বরূপ বিমুক্তিকায়—ইহাই মহামুনির (বুদ্ধের) ধর্মকায়।"

এই শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় প্রবিষ্ট যোগীর দর্শনমার্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরবিশেষ গতির দ্বারা ফলসম্পত্তির উদ্ভাবনা করা হইয়াছে। তাহাতে গ্রাহকচিত্তের

অভাবে গ্রাহ্য বিষয়ের অনুপলব্ধি হয় বলিয়া ইহা অচিত্ত এবং অনুপলম্ভ। অপরিচিত অর্থাৎ লোকে অব্যবহার এবং নির্বিকল্পহেতু এই জ্ঞান লোক হইতে উত্তীর্ণ। এইজন্য ইহাকে লোকোত্তর জ্ঞান বলা হইয়াছে। ঐ জ্ঞানের অনন্তর আশ্রয়ের (আলয়বিজ্ঞানের) পরাবৃত্তি হয়—ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য বলা হইয়াছে—'আশ্রয়ের পরাবৃত্তি' ইত্যাদি।

এখানে আশ্রয় শব্দের অর্থ হইতেছে ধর্মসমূহের বীজ আলয়বিজ্ঞান। ইহার পরাবৃত্তির অর্থ হইতেছে দ্বিবিধ দৌষ্ঠুল্যের বাসনার অভাবে উহার নিবৃত্তিতে কর্মণ্যতা এবং ধর্মকায়ের অদ্বয়জ্ঞানের দ্বারা পরাবৃত্তি। পুনরায় সেই আশ্রয়-পরাবৃত্তি কাহার প্রহাণের দ্বারা প্রাপ্ত হয়? উত্তরে বলা হইয়াছে—'দুই প্রকার দৌষ্ঠুল্য-হানির দ্বারা' ইত্যাদি। দ্বিধা অর্থাৎ ক্লেশাবরণ-দৌষ্ঠুল্য এবং জ্ঞেয়াবরণ-দৌষ্ঠুল্য। দৌষ্ঠুল্য হইতেছে আশ্রয়ের অকর্মণ্যতা। ইহা পুনরায় ক্লেশ এবং জ্ঞেয়াবরণের বীজ। পুনরায় সেই আশ্রয়-পরাবৃত্তি শ্রাবকাদিগত দৌষ্ঠুল্যের হানির দ্বারা লভ্য।

যাহাকে বিমুক্তিকায় বলা হইয়াছে তাহা বোধিসত্ত্বগত দৌষ্ঠুল্যের হানির দ্বারা লাভ করা যায়। যাহাকে মহামুনির ধর্মকায় বলা হইয়াছে তাহা দুই প্রকার আবরণ-ভেদে সোত্তরা এবং নিরুত্তরা আশ্রয় পরাবৃত্তি।

এখানে গাথাটি হইতেছে—

"দুই আবরণ লক্ষণযুক্ত আলয়বিজ্ঞানকে জানিতে হইবে। ইহাই সকলের বীজ এবং ক্লেশসমূহের বীজ, যাহার কারণে উভয়ের (শ্রাবক এবং বোধিসত্ত্ব) বন্ধন হয়" ইত্যাদি। শ্রাবক এবং বোধিসত্ত্বের। প্রথমটির ক্লেশবীজ এবং অপরটির ক্লেশ এবং জ্ঞেয়াবরণ উভয় বীজ। উহার বিনাশের দ্বারা সর্বজ্ঞতার বীজ বর্ণিত হয়। 'তাহাই অনাস্রব ধাতু' ইহার অর্থ হইতেছে দৌষ্ঠুল্যরহিত হেতু সর্বজ্ঞতাই আশ্রয়পরাবৃত্তিরূপ এবং অনাস্রব ধাতু। আস্রবশূন্য বলিয়াই ইহা অনাস্রব।

আর্যধর্মের হেতু বলিয়া ইহাকে ধাতু বলা হয়। এখানে 'ধাতু' শব্দের অর্থ হইতেছে হেতু। ইহাকে অচিন্ত্য বলা হয়, কারণ ইহা তর্কের অগোচর, প্রত্যাত্মবেদ্য এবং উহার দৃষ্টান্ত কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাকে 'কুশল' বলা হয়, কারণ ইহা বিশুদ্ধ আলম্বনযুক্ত, ক্ষেম এবং অনাস্রব-ধর্মময়। ইহাকে 'ধ্রুব' বলা হয়, কারণ ইহা নিত্য এবং অক্ষয়। ইহাকে 'সুখ' বলা হয় কারণ ইহা নিত্য। যাহা অনিত্য তাহাই দুঃখ। ইহা নিত্য বলিয়া ইহাকে সুখ বলা হইয়াছে।

ক্লেশাবরণের প্রহাণের দ্বারা শ্রাবকদের ইহা বিমুক্তিকায়। ইহাই আশ্রয়পরাবৃত্তি-লক্ষণযুক্ত এবং ইহাকে মহামুনি (বুদ্ধের) ধর্মকায় বলা হইয়াছে। ভূমি এবং পারমিতাদি ভাবনার দ্বারা ক্লেশ এবং জ্ঞেয়াবরণের প্রহাণহেতু, এবং আশ্রয়পরাবৃত্তির সমুদাগমহেতু ইহাকে মহামুনি (বুদ্ধের) ধর্মকায় বলা হয়। সংসারের পরিত্যাগহেতু, উপসংক্লেশ-সমূহের অভাবহেতু এবং সর্বধর্মের বিভুত্বলাভহেতু ইহাকে ধর্মকায় বলা হয়। 'মহামুনির' অর্থাৎ পরমমৌনেয় যোগের দ্বারা ভগবান বুদ্ধ মহামুনি ইহাই অভিপ্রেত।

আচার্যবসুবন্ধোঃ ত্রিংশিকা বিজ্ঞপ্তিঃ সমাপ্তা।
সমাপ্তং চাচার্যস্থিরমতের্ ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিভাষ্যম্॥

আচার্য বসুবন্ধুর ত্রিংশিকা বিজ্ঞপ্তি এবং আচার্য স্থিরমতিকৃত
ত্রিংশিকা-বিজ্ঞপ্তিভাষ্য সমাপ্ত হইল।

পরিশিষ্ট

[১] বৌদ্ধ দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বৌদ্ধ দর্শন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কারণ বৌদ্ধ দর্শনের ইতিহাস দুই এক বছরের ইতিহাস নহে। প্রায় দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস। এই সুদীর্ঘকালে বৌদ্ধ দর্শনের যে অসাধারণ ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহার যথার্থ বিবরণ স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নহে। তথাপি ভূমিকাস্বরূপ সংক্ষেপে ইহার কিছু পরিচয় দেওয়াই এখানে উদ্দেশ্য।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। অতএব ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ দর্শনের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধ যে দর্শন প্রচার করিয়াছেন তাহা কিসের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাতে বুদ্ধের নিজস্ব অবদান কতটুকু। উত্তরে বলা যায় যে প্রাক্ বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার যে ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে তাহারই এক সফল পরিণতিরূপে বুদ্ধের দর্শন আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে যে অপূর্ণতা ছিল তাহা বুদ্ধ কতকাংশে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কতকাংশে বলার উদ্দেশ্য এই যে যদি বুদ্ধের দর্শনেই ভারতীয় দর্শনের পরিপূর্ণতা লাভ হইয়াছে বলা যায় তাহা হইলে বুদ্ধোত্তর যুগের ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা ও মতবাদ নিরর্থক ও তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। বুদ্ধোত্তর যুগের ভারতীয় দর্শন তথা বৌদ্ধ দর্শনের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নহে।

সমাজ, ধর্ম ও দর্শন একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুইটিরও প্রগতি হওয়াই স্বাভাবিক। আবার সমাজের নৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এইগুলিরও অবনতি হওয়া অস্বাভাবিক নহে এবং যুগে যুগে যে ইহা হইয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে যুগে যুগে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা ধর্ম ও শাসনের নামে নিদারুণ শোষণ ও পীড়ন চালাইয়াছেন সমাজের উপর। স্বার্থের জন্য মানুষ মানুষের সঙ্গে কত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছে। সমাজের কোন শ্রেণীর লোকই এই স্বার্থ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই—এমন কি তথা-কথিত কুলীন ও উচ্চবর্ণের বলিয়া যাঁহারা নিজেদের দাবি করিয়া সমাজের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন তাঁহারাও এই স্বার্থ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাহা ছাড়া প্রকৃতির শাশ্বত নিয়মকেও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। উত্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও ধ্বংস—প্রকৃতির এই নীতিকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি কি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু সবই এই নীতির বশে বশীভূত। কাজেই সমাজ,

মানুষ, ধর্ম ও দর্শন কোনটাই ইহার অমোঘ প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কখনও পারে নাই। অতএব যাহাকে আমরা 'প্রগতি' আখ্যা দিয়া থাকি তাহাও প্রকৃতির এই নিয়মে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। 'প্রগতি' যদি শাশ্বত হইত তাহা হইলে 'প্রগতি' শব্দটার উৎপত্তিই নিরর্থক হইত। প্রগতি কাহাকে বলে? অতীত ও বর্ত্তমানকে অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ না করিয়া গ্রহণযোগ্যকে গ্রহণ, বর্জনীয়কে বর্জন করিয়া নূতনভাবে কিছু প্রবর্ত্তন করার নামই প্রগতি [আজকাল অবশ্য কেহ কেহ অন্ধ অনুকরণকেই প্রগতি-রূপে গ্রহণ করতঃ তাহাকেই অবলম্বন করিয়া চলার চেষ্টা করিয়া থাকেন—ইহা কিন্তু প্রগতি নহে]। এই প্রগতি কিন্তু মানুষের পক্ষে, সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। তবে অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে রাজদণ্ডের প্রভাবে এবং স্বার্থ ও লোভের বশে বশীভুত হইয়া মানুষ প্রগতির নামে এমন অনেক কিছু সমাজে চালাইয়াছেন যাহা ইহার পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছে। সমসাময়িক দর্শনের উপরও ইহার প্রভাব পড়িয়াছে। তাই বুদ্ধোত্তর যুগে বিশেষতঃ অশোকোত্তর যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় দর্শনের প্রগতি হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার অবনতিও ঘটিয়াছে। যেখানে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থে ব্যাঘাতজনিত উষ্মা ও আধিপত্য বিস্তারের তৃষ্ণা মানুষকে বশীভূত করিয়াছে সেখানে প্রগতির নামে দর্শনের অধোগতিই হইয়াছে। একদিকে কিন্তু লাভও হইয়াছে। দর্শনের অধোগতি হইলেও সমসাময়িক সাহিত্যের প্রগতি ঘটিয়াছে। কারণ একে অন্যকে পরাভূত ও পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য যুগে যুগে পণ্ডিতমণ্ডলী গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাদের অজস্র টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য রচিত হইয়াছে। টীকার টীকা তস্য টীকা, ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য বিরচিত হইয়াছে। ইহার ফলে তৎকালীন ভারতীয় সাহিত্য বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ। এখন আমরা আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরিয়া আসি।

খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কোন এক বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসের পুণ্য উষালগ্নে সিদ্ধার্থ গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইলেন। তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিলেন যে নিখিল বিশ্বের সমস্ত কিছুই হেতু-প্রত্যয়জাত। প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে। কারণের নিরোধ হইলে কার্য্যও নিরুদ্ধ হইবে। এই জাগতিক নিয়মের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি। তিনি নিজের মধ্যে বার বার তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে যাচাই করিয়া দেখিলেন অনুলোমপ্রতিলোমভাবে। একই উত্তর তিনি পাইলেন—ইমস্মিং সতি ইদং হোতি। ইমস্স উপ্‌পাদা ইদং উপ্পজ্জতি। ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি। ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্‌ঝতি। জগতে দুঃখ আছে। ইহা প্রত্যক্ষগোচর। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয়সংযোগ, প্রিয়বিচ্ছেদ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি সবই দুঃখ এবং সবই প্রত্যক্ষগোচর। এই দুঃখ অকারণসম্ভূত নহে। ইহার কারণ হইতেছে তৃষ্ণা (কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা)। যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহার নিরোধও হইবে—কারণ সংস্কৃত (constituted) ধর্মসমূহ বিপরিণামধর্মী, ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য। অতএব জাগতিক দুঃখ সমূহেরও নিরোধ সম্ভব। বার বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, জরাগ্রস্ত হইয়া, ব্যাধির

কবলে পতিত হইয়া এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া মানুষ অশেষ দুঃখ বরণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই দুঃখও শাশ্বত নহে। ইহারও নিবৃত্তি আছে। সেই নিবৃত্তির যে উপায় তাহাও বুদ্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। সেই জন্য বুদ্ধের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

যে ধর্মা হেতুপ্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো হ্যবদৎ।
তেষাং চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ॥

—যে সকল ধর্ম (বস্তু, ঘটনাদি) হেতুপ্রভব অর্থাৎ কারণসঞ্জাত তাহাদের হেতু বা কারণ কি তথাগত তাহা বলিয়াছেন এবং ইহাদের যে নিরোধ বা নিবৃত্তি আছে তাহাও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন—মহাশ্রমণ (গৌতম) ঈদৃশবাদী।

দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্দেশ করিয়াছেন—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিনি মধ্যম পন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ তিনি নিজের জীবনে প্রায় ছয় বৎসর কঠোর হইতে কঠোরতম তপশ্চর্য্যা করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন যে ইহার দ্বারা মানুষ মুক্ত হইতে পারে না, শুধু শরীরই ধ্বংস হয় মাত্র। আবার শুধুমাত্র কামসুখ ভোগ করিয়া সাংসারিক ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া থাকিলে মুক্তির ত প্রশ্নই উঠে না। অতএব এই দুই চরম পন্থা বর্জন করিয়া তিনি স্বয়ং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়, তাই তিনি দুঃখমুক্তিকামী সকলকে ঐ পন্থাই অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

মানুষ ভালমন্দ কাজ করে তিনটি দ্বারের মাধ্যমে—কায়দ্বার, বাক্যদ্বার এবং মনোদ্বার। বুদ্ধের মতে মুক্তিকামী ব্যক্তিকে প্রথমে কায়দ্বার ও বাক্যদ্বারকে সংযত করিতে হইবে। কায়দ্বারকে কিভাবে সংযত করা যায়? সজ্ঞানে প্রাণীহত্যাদি হিংসা পরিত্যাগ করিতে হইবে—নিজেও করিবে না, অন্যকে দিয়াও করাইবে না বা অন্যকে ঐ পাপকর্ম করিবার জন্য উৎসাহিত করিবে না। সজ্ঞানে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবে না—নিজেও করিবে না, অন্যকে দিয়াও করাইবে না বা অন্যকে ঐ পাপকর্ম করিবার জন্য উৎসাহিত করিবে না। সজ্ঞানে অবৈধ কামসুখ ভোগ করিবে না, অন্যকে দিয়াও করাইবে না বা অন্যকে ঐ পাপ বিষয়ে উৎসাহিত করিবে না। ইহাই সম্যক্ কর্ম। সজ্ঞানে মিথ্যা, পিশুন, কটু ও বৃথা বাক্য বলা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। ইহাই সম্যক্ বাক্য। মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া সৎ জীবিকার দ্বারা জীবন নির্বাহ করিতে হইবে। অস্ত্র, প্রাণী, মাদক দ্রব্য, বিষ ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ বন্ধ করিতে হইবে। ইহাই সম্যক্ জীবিকা। এই যে ত্রিবিধ সম্যক্ মার্গ ইহাদিগকে এক কথায় 'শীল' বলা হইয়াছে। মুক্তিকামীকে প্রথমে শীলে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। অবশ্য বুদ্ধ এই কথা বলেন নাই যে শীলবান হইতে হইলে সকলকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। তাঁহার মতে গৃহী থাকিয়াও জ্ঞানবান ব্যক্তি শীলবান হইতে পারেন। এইভাবে শীলবান হইয়া অর্থাৎ কায়দ্বার ও বাক্য দ্বারকে সংযত করিয়া মুক্তিকামীকে মনোদ্বার সংযত করিতে হইবে। অবশ্য মনোদ্বারকে সংযম করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ মন অত্যন্ত চঞ্চল,

চপল, দুরক্ষ্য এবং দুর্নিবার। এইজন্য বুদ্ধ বলিয়াছেন—মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা। মনই সমস্ত কিছুর পূর্বগামী। মনকে সংযত করিতে পারিলে ক্রমশঃ সবই সম্ভব হইবে। মনে উৎপন্ন পাপ-চিন্তাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে; যে পাপ-চিন্তাদি উৎপন্ন হয় নাই সেইগুলি যাহাতে আর উৎপন্ন না হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; অনুৎপন্ন সৎ-চিন্তাদি মনে উৎপাদন করিতে হইবে; এবং উৎপন্ন সৎ-চিন্তাদির স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য যত্নবান হইতে হইবে। ইহাই সম্যক্ প্রচেষ্টা। মনে কায়ানুস্মৃতি, বেদনানুস্মৃতি, চিত্তানুস্মৃতি এবং ধর্মানুস্মৃতির অনুশীলন করিতে হইবে। কায়ানুস্মৃতি কি? মনে করিতে হইবে যে এই কায় হইতেছে কেশ-লোমাদি বত্রিশ প্রকার অশুচিদ্রব্যে পরিপূর্ণ—শুচিদ্রব্য এখানে কিছুই নাই। অতএব কিসের জন্য 'আমি' 'আমার' এই অহংকার। ইহাই কায়ানুস্মৃতি। মনে সুখ, দুঃখ, এবং অদুঃখ-অসুখাদি ত্রিবিধ বেদনা বা অনুভূতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইগুলি যথাযথ-ভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ইহাই বেদনানুস্মৃতি। চিত্তানুস্মৃতি কি? মনোদ্বার দিয়া নানাবিধ চিত্তের ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কুশল, অকুশল, বিপাক, ক্রিয়া এবং ধ্যানভেদে এইরূপ চিত্তের সংখ্যা একশত কুড়ি। কোনটা কুশল চিত্ত, কোনটা অকুশল চিত্ত ইহা বিচার করিয়া অকুশল পরিত্যাগ করিয়া কুশল চিত্তের অনুশীলন করা ইত্যাদি হইতেছে চিত্তানুস্মৃতি। ধর্মানুস্মৃতি কি? চিত্তে উৎপন্ন বাহান্ন প্রকার কুশলাকুশল চৈত্ত বা চৈতসিকসমূহকে ধর্ম বলা হয়। এই চৈতসিকগুলির কুশলাকুশল, সাবদ্যানবদ্য, হীনপ্রণীত, কৃষ্ণ-শুক্লাদি গুণাগুণ বিচার করিয়া গ্রহণীয়গুলিকে গ্রহণ এবং বর্জনীয়গুলিকে বর্জন করাই ধর্মানুস্মৃতি। স্মৃতিকে এই ভাবে কার্য্যে পরিণত করার নামই সম্যক্ স্মৃতি। মনোদ্বার দিয়া সম্পন্ন হয় আর একটি মানসিক ক্রিয়া—তাহা হইতেছে সম্যক্ সমাধি। সমাধি কি? চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। চিত্তের একাগ্রতা সুকর্মের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, দুষ্কর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই জন্য বুদ্ধ সম্যক্ সমাধির কথা বলিয়াছেন; অর্থাৎ কুশলাদি বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে। অবশ্য ইহার জন্য যৌগিক ধ্যানাদির প্রয়োজন আছে। এই জন্য সমাধির অপর নাম ধ্যান। সম্যক্ সমাধির দ্বারা মুক্তিকামী ব্যক্তি নিজের দুর্নিবার চিত্তকে দান্ত করিয়া ইহাকে ভাল কাজে নিয়োগ করিতে পারেন। অতএব মোক্ষলাভের পক্ষে সম্যক্ সমাধি এক অপরিহার্য অঙ্গ। —এই সম্যক্ প্রচেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধিকে এক কথায় বৌদ্ধ দর্শনে চিত্ত বা সমাধি বলা হইয়াছে কারণ ইহারা সকলেই চিত্তসম্বন্ধীয়। ইহা ছাড়া আরও দুইটি মার্গাঙ্গের অনুশীলন প্রয়োজন—ইহারা হইল সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সঙ্কল্প। কায়-বাক্য-মনোদ্বারসমূহের মধ্য দিয়া সম্পাদ্য এবং করণীয়, এবং মনোদ্বারে উৎপন্ন কুশলাকুশলাদি ধর্মসমূহের যথার্থ প্রবিচয়কে সম্যক্ দৃষ্টি বলে। তাহা ছাড়া দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় এবং বিশ্বজগত সৃষ্টির পশ্চাতে যে কার্য্যকারণ-তত্ত্ব রহিয়াছে সেই বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতাকেও সম্যক্ দৃষ্টি বলা যায়। সেই জন্যই বুদ্ধ বলিয়াছেন যে দৃষ্টি যাহার বিশুদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তি ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিবে যে জগতে সমস্ত কিছুই অনিত্য এবং অনাত্মক। দুঃখই সত্য, সুখ সত্য নহে, কারণ ইহা

মরীচিকাসদৃশ। সম্যক্ সঙ্কল্প কি? সৎ সঙ্কল্পই সম্যক্ সঙ্কল্প। রাগ, দ্বেষ ও মোহহীন যে সঙ্কল্প, যে সঙ্কল্প মানুষকে নির্বাণমুখী করে, মোক্ষ লাভের জন্য উদ্দীপ্ত করে তাহাই সম্যক্ সঙ্কল্প। এই সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সঙ্কল্প প্রজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া ইহাদিগকে সংক্ষেপে প্রজ্ঞা বলা হইয়াছে। এই জন্য বুদ্ধোপদিষ্ট অষ্টাঙ্গিক মার্গকে সংক্ষেপে শীল-চিত্ত-প্রজ্ঞা বলা হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুসরণ করিলে মানুষ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, এমন কি পরিশেষে নির্বাণসুখ উপভোগ করাও তাহার পক্ষে সম্ভব। চেষ্টা থাকিলে ইহজন্মেই তাহা সম্ভব—ইহা বুদ্ধের পরীক্ষিত সত্য।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বুদ্ধের দর্শনকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যায়—

১। অনিত্যবাদ বা ক্ষণিকবাদ—বুদ্ধ বলিয়াছেন পঞ্চস্কন্ধ বিনির্মুক্ত ধর্ম নাই। মানুষের দেহ বিশ্লেষণ করিলে শুধু পাঁচটি স্কন্ধই খুঁজিয়া পাওয়া যায়[১]—রূপ (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু)—এই চারি মহাভূত এবং এই গুলি হইতে উৎপন্ন সব কিছু, বেদনা (সুখ-দুঃখাদি অনুভূতি), সংজ্ঞা (জন্মান্ধ ব্যক্তির হস্তী দর্শনের ন্যায় সুখ-দুঃখাদি অনুভূতির পর মানুষের মনে যে প্রাথমিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়), সংস্কার (বেদনা-অনুভূতি প্রভৃতির দ্বারা চিত্তপটে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফলে যে মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়) এবং বিজ্ঞান (সজ্ঞানতা, সচেতনতা—যাহা বর্তমান থাকিলে ষড়িন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়োপলব্ধি হয়)। এই পঞ্চস্কন্ধকে সংক্ষেপে নাম-রূপ বলা হইয়াছে। পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে যাহা দৃশ্যমান এবং প্রত্যক্ষগোচর অর্থাৎ রূপকেই রূপ বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি আভ্যন্তরীণ স্কন্ধকে নাম বলা হইয়াছে।

বিশ্বের যাবতীয় সংস্কৃত (constituted) বস্তুকে[২] স্কন্ধ ব্যতীত দ্বাদশ আয়তন এবং অষ্টাদশ ধাতুতেও ভাগ করা যায়। যেমন দ্বাদশ আয়তন হইতেছে ষড়িন্দ্রিয় (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন) এবং ষড়িন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পষ্টব্য এবং ধর্ম)। ইহাদের মধ্যে মন বাদে পঞ্চেন্দ্রিয় এবং ধর্ম বাদে পঞ্চেন্দ্রিয়বিষয় রূপের অন্তর্গত। মন হইতেছে বিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং ধর্মায়তন হইতেছে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের অন্তর্গত।

তেমনই অষ্টাদশ ধাতু হইতেছে উক্ত ষড়িন্দ্রিয়, ষড়িন্দ্রিয়ের ছয় বিষয় এবং ষড়িন্দ্রিয়ের ছয় বিজ্ঞান (চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি)। ইহাদের মধ্যে মন, ধর্ম এবং ষড়্‌বিজ্ঞান ব্যতীত অবশিষ্ট দশটি ধাতু রূপের অন্তর্গত। মন এবং ষড়্‌বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং ধর্মধাতু হইতেছে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের অন্তর্গত।

১। যথা হি অঙ্গসম্ভারা হোতি সদ্দো রথো ইতি।
এবং খন্ধেসু সন্তেসু হোতি সত্তো তি সম্মুতি ॥—যেমন ঈষা, অক্ষ, চক্র প্রভৃতি অঙ্গসমূহের সমন্বয়কে 'রথ' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়, সেইরূপ রূপ-বেদনাদি পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিকে সত্ত্ব বা জীব বলিয়া অভিহিত করা হয়।

২। নির্বাণ এবং আকাশ অসংস্কৃত (unconstituted) বলিয়া ইহাদের প্রসঙ্গ এখানে আসিবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে দ্বাদশ আয়তন এবং অষ্টাদশ ধাতুকে বিশ্লেষণ করিলে সেই পঞ্চস্কন্ধই পাওয়া যায়। অতএব বুদ্ধের এই উক্তি যথার্থ যে পঞ্চক্খন্ধ-বিনিম্মুত্তো ধম্মো নাম নত্থি (পঞ্চস্কন্ধ-বিনির্মুক্ত ধর্ম নাই)।

এই পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপ, দ্বাদশ আয়তন এবং অষ্টাদশ ধাতু সমস্তই সংস্কৃত (constituted), প্রতীত্যসমুৎপন্ন (of dependent origination), ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী এবং নিরোধধর্মী বলিয়া অনিত্য, অস্থায়ী, অশাশ্বত এবং ক্ষণভঙ্গুর। প্রতি মুহূর্তেই ইহাদের বিকার হইতেছে অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিলয় ঘটিতেছে।[৩]

২। অনাত্মবাদ—বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় দর্শনে বিশেষতঃ উপনিষদে আত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—'এই যে আমার আত্মা তাহাই অনুভব কর্তা, অনুভবের বিষয় এবং তত্র তত্র স্বীয় ভালমন্দ কর্মের বিষয়কে অনুভব করে। আমার সেই আত্মা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল এবং অনন্তকালব্যাপী জন্ম-জন্মান্তরে ইহা একই রূপে অবস্থিত থাকিবে।' কিন্তু পঞ্চস্কন্ধবাদী বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কুত্রাপি 'আত্মা' নামক কিছুই খুঁজিয়া পান নাই। রূপ আত্মা নহে, বেদনা আত্মা নহে, সংজ্ঞা আত্মা নহে, সংস্কার আত্মা নহে এবং বিজ্ঞানও আত্মা নহে। অতএব আত্মার অস্তিত্বই যেখানে নাই সেখানে আত্মা নিত্য কি অনিত্য, শাশ্বত কি অশাশ্বত তাহার প্রশ্নই অবান্তর। নির্বাণ এবং আকাশ ব্যতীত বিশ্বের যাবতীয় ধর্মই (পঞ্চস্কন্ধ সহ) সংস্কৃত, হেতু-প্রত্যয়োৎপন্ন, কার্য-কারণ-সম্বন্ধযুক্ত। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি (Law of Dependent Origination) প্রচার করিয়াছেন।[৪] এই প্রতীত্যসমুৎপাদ জগতের কার্যকারণ শৃঙ্খলার বিচ্ছিন্ন প্রবাহের নামান্তর মাত্র এবং ইহাকেই ভিত্তি করিয়া পরবর্তীকালে বিখ্যাত দার্শনিক নাগার্জুন স্বীয় 'শূন্যবাদ' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

৩। অনীশ্বরবাদ—প্রতীত্যসমুৎপাদনীতিকে যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করা যায় না। আর ঈশ্বর যদি সৃষ্টিকর্তা হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই 'সৎ' হইবেন। আর 'সৎ' হইলে তিনি নিজেও অনিত্য হইবেন। অতএব ঈশ্বর যদি স্বয়ং অনিত্য হইয়া থাকেন তাহা হইলে অনাদি অনন্তকাল হইতে তিনিই এত জীবের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন ভবিষ্যতেও অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টি করিয়া যাইবেন ইহা কি করিয়া সম্ভব? অতএব এই তর্কের মীমাংসা নাই। মীমাংসিত হইলেও সকলের নিকট ইহা গ্রহণ-যোগ্য নাও হইতে পারে। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন—আত্মা আছে কি নাই, ঈশ্বর আছেন কি নাই, কে জগত সৃষ্টি করিল—ইত্যাদি অনন্ত জিজ্ঞাসার জালে আবদ্ধ হইয়া জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া মানুষের লাভ কি? তাহার চাইতে মুক্তিকামী ব্যক্তিদের উচিত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া জন্ম-জন্মান্তরে ভোগ্য অনন্ত সংসার-দুঃখ হইতে

৩। নির্বাণকেও স্কন্ধ বলা হয়। আকাশকেও আয়তন বলা হয়। তবে অসংস্কৃত (unconstituted) বলিয়া ইহারা উক্ত অনিত্যাদি-ধর্মযুক্ত নহে।

৪। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

নিজেকে মুক্ত করার জন্য যত্নবান হওয়া। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে স্বকৃত কর্মের দ্বারা। মানুষ নিজেই নিজেকে ভবদুঃখ হইতে চিরতরে মুক্ত করিতে পারে। মধ্যস্থ কোন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিও তাহাকে মুক্ত করিতে পারে না। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন—'তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা।'—উদ্যম তোমাদিগকেই করিতে হইবে; (সত্যদ্রষ্টা) তথাগতগণ পথপ্রদর্শকমাত্র। তাঁহাদের উপদিষ্ট ধর্মকে ভেলারূপে ব্যবহার করিয়া ভবসাগর তরণেচ্ছু ব্যক্তিকে স্বয়ং এই ভবসাগর হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে স্থবিরবাদ (পালি থেরবাদ) ও মহাসাংঘিক নামে দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের প্রথম ভাগের মধ্যে (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) উক্ত স্থবিরবাদ হইতে দ্বাদশ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, যেমন, স্থবিরবাদ, মহীশাসক, বৃজিপুত্রক (বাৎসীপুত্রীয়), ধর্মোত্তরীয়, ভদ্রযানিক, ছন্নাগারিক (ষান্নাগারিক), সম্মিতীয়, সর্বাস্তিবাদ, কাশ্যপীয়, সাংক্রান্তিক, সৌত্রান্তিক এবং ধর্মগুপ্তিক। তদ্রূপ মহাসাংঘিক হইতে ছয়টি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, যেমন, মহাসাংঘিক, গোকুলিক, একব্যবহারিক, প্রজ্ঞপ্তিবাদ, বাহুলিক (বাহুশ্রুতিক) এবং চৈত্যবাদী। কিন্তু ইহা মনে করা অযৌক্তিক হইবে না যে সম্রাট অশোকের রাজত্বের শেষের দিকে আরও আটটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল, যেমন, অন্ধ্রক, অপরশৈলীয়, পূর্বশৈলীয়, রাজগিরিক, সিদ্ধার্থক, বৈপুল্যবাদ, উত্তরাপথক এবং হেতুবাদ। কারণ পালি অভি-ধম্মপিটকের অন্তর্গত 'কথাবত্থু' নামক গ্রন্থে (ইহা অশোকের গুরু মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের রচনা বলিয়া অভিহিত) শেষোক্ত আট সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্রক (অন্ধ্র প্রদেশে জাত) শাখার উৎপত্তি হয় স্থবিরবাদীদের সম্মিতীয়[৫] এবং মহাসাংঘিকদের চৈত্যবাদী[৬] শাখা হইতে। এই অন্ধ্রক শাখা হইতে ক্রমে বৈপুল্য, পূর্বশৈলীয়, অপরশৈলীয়, রাজগিরিক এবং সিদ্ধার্থক শাখার উদ্ভব হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে সুপণ্ডিত নাগসেনের আবির্ভাব হয়। তিনি গ্রীকরাজ মিলিন্দের (মিনান্দার) সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া অত্যন্ত সরল ভাষায় উপমা-সহকারে বুদ্ধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যা মিলিন্দপ্রশ্ন[৭] (পালি মিলিন্দপঞ্‌হ) নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। মিলিন্দ ও নাগসেনের প্রশ্নোত্তর হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে গৌতম বুদ্ধের দর্শন পশ্চিম ভারতে এমন কি গ্রীকদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল

৫। অন্ধ্র সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে (মহারাষ্ট্রে) সম্মিতীয় শাখার পীঠস্থান ছিল।

৬। অন্ধ্র সাম্রাজ্যে ধান্যকটকের মহাচৈত্যে এই শাখার কেন্দ্রস্থল ছিল বলিয়া উহার ঐ নাম হইয়াছিল।

৭। বর্তমান মিলিন্দপঞ্‌হ ছয়টি পরিচ্ছেদযুক্ত। কিন্তু ভাষা ও বর্ণনভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় ইহার প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদই প্রাচীন এবং আসল। অবশিষ্টগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত হইয়াছে। চীনা ভাষায়ও ইহার প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদেরই অনুবাদ পাওয়া যায়।

এবং সম্রাট অশোকের প্রচারের দ্বারাই তাহা যে সম্ভব হইয়াছিল— ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে নাগসেন-মিলিন্দের সময় পর্যন্ত আর্যাবর্তে বিশেষতঃ ভারতের পশ্চিমাংশে গৌতম বুদ্ধের দর্শনের কোন বিকৃতি ঘটে নাই। অবশ্য উত্তর-পূর্ব ভারতে (তৎকালীন মগধ-অঞ্চলে) ইহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। কারণ একদিকে অশোকের রাজত্বকালেই বৌদ্ধধর্ম আঠারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ শাসন কলুষিত হইতেছে দেখিয়া অশোক মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের সহায়তায় পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া ষাট হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত করেন, কারণ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন গৌতম বুদ্ধের যথার্থ ধর্ম হইতে অনেকাংশে ভ্রষ্ট, আবার অন্য কেহ কেহ ছিলেন যাঁহারা লাভ-সৎকারের আশায় নিজেরাই মুণ্ডিতমস্তক হইয়া কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিতাড়িত ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ কেহ দাক্ষিণাত্যাভিমুখে, আবার কেহ কেহ পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইয়া নিজেদেরকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে অশোকের মৃত্যুর পর শুঙ্গরা মগধের সিংহাসন অধিকার করায় মগধাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং রক্ষণশীল বৌদ্ধরাও নিজেদের পীঠস্থান পরিত্যাগ করিয়া যত্রতত্র পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা ও স্বধর্মরক্ষার চেষ্টা করেন। অতএব একদিকে স্বধর্মীদের বিরোধিতা অন্যদিকে বিধর্মীদের অত্যাচার—এই উভয়মুখী চাপে পড়িয়া তাঁহারা গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনকে যথাযথভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইতিহাস যাহা সাক্ষ্য প্রদান করে তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট যে বৌদ্ধরা প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। যাঁহারা পশ্চিমদিকে গিয়াছেন তাঁহারা সর্বাস্তিবাদ এবং সৌত্রান্তিক এই দুই বিশেষ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। অবশ্য এই দুইটি শাখা স্থবিরবাদ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কুষাণরাজ কণিষ্কের সময় হইতে সর্বাস্তিবাদীরা বৈভাষিক নামেই সুপরিচিত হইলেন। কারণ কথিত আছে যে কণিষ্ক কাশ্মীর-গন্ধার অঞ্চলে বৌদ্ধদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ইহাতে সর্বাস্তিবাদীরাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁহারা উক্ত সম্মেলনে তখন অবধি রক্ষিত বুদ্ধবাণীসমূহের ভাষ্য রচনা করিয়া ইহার নাম দেন 'বিভাষা' এবং এই বিভাষাই যথার্থ বুদ্ধবাণীরূপে গ্রাহ্য হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পর হইতে সর্বাস্তিবাদীরা বৈভাষিক নামে অভিহিত হইলেন। সৌত্রান্তিকরা (যাঁহারা কেবল সূত্রের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী) কিন্তু বিভাষাকে সমর্থন না করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে থাকেন। এই বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকরা কিন্তু স্থবিরবাদীদের দর্শন হইতে বেশী দূরে সরিয়া যান নাই। অর্থাৎ তাঁহাদের দর্শন গৌতম বুদ্ধের দর্শনেরই অনুগামী—তবে যে কয়েকটি অতি সাধারণ বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহার উল্লেখ এই স্থলে নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি।

গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন যাঁহারা দাক্ষিণাত্যাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ। তাঁহারা গৌতম বুদ্ধোপদিষ্ট কয়েকটি দর্শন তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া

মূল হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন—মাধ্যমিক এবং যোগাচার। এই দুইটির সম্মিলিত নাম হইয়াছে মহাযান। এই নূতন সংজ্ঞা তাঁহাদের নিজেদেরই সৃষ্টি এবং তাঁহারাই স্থবিরবাদীদের উপর বলপূর্বক 'হীনযান' সংজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন [অদ্যাবধি সারা বিশ্বে স্থবিরবাদীরা হীনযানী এবং অন্যান্য সকলে মহাযানী নামে পরিচিত]। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে পূর্বতন মহাসাংঘিক এবং তজ্জাত ষট্ নিকায় (গোকুলিক, একব্যবহারিক ইত্যাদি) হইতেই কালান্তরে মহাযানের উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ মহাসাংঘিক বিনয়গ্রন্থ "মহাবস্তু অবদান" অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে বর্তমান মহাযান অপেক্ষা স্থবিরবাদীদের সহিতই মহাসাংঘিকদের সাদৃশ্য বেশী অতএব কোন এক নির্দিষ্ট নিকায় হইতে মহাযানের উৎপত্তি হয় নাই। বস্তুত বিদর্ভ (বেরার) দেশজাত আচার্য নাগার্জুনই মহাযানের প্রবর্তক। তিনিই মাধ্যমিককারিকা রচনা করিয়া 'মাধ্যমিক' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। মধ্যম পন্থাকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নাম হয় 'মাধ্যমিক'। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যম পন্থা বুদ্ধোপদিষ্ট মধ্যম পন্থা হইতে ভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যম পন্থা হইতেছে সৎ অসৎ, শাশ্বত অশাশ্বত, আত্ম অনাত্ম ইত্যাদি কোন মতবাদকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ না করা। নাগার্জুন ইহারই নাম দিয়াছেন শূন্যবাদ। তিনি স্বয়ং বুদ্ধোপদিষ্ট প্রতীত্যসমুৎপাদনীতিতে (অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে) বিশ্বাসী বলিয়া প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি হইতেই শূন্যবাদের প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন বিশ্ব এবং ইহার সকল জড়-চেতন পদার্থ পরম্পর কার্য-কারণ সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত। ইহারা কোনও প্রকার স্থির, শাশ্বত, নিত্য (ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি) অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বা শূন্য।

জগতের জড়-অজড় ধর্মসমূহের স্বভাব বলিয়া কিছুই নাই। ইহাদের স্বভাব বা উৎপত্তি ইহাদের নিজেদের দ্বারাও হয় না, অন্যের দ্বারাও হয় না, বা উভয়ের সংযোগের দ্বারাও হয় না। আবার ইহা অহেতুকও নহে। ইহারা কার্য-কারণ সম্বন্ধের বিচ্ছিন্ন প্রবাহমাত্র। নাগার্জুন বলেন যে, ধর্মসমূহের স্বভাবই যদি থাকিয়া থাকে তাহা হইলে হেতু-প্রত্যয়ের অবর্তমানেও ত সেই স্বভাব থাকিয়া যাইবে এবং সৃষ্টির কারণ হইবে। অতএব যাহার স্বভাবই নাই তাহার নিরোধের প্রশ্নও অবান্তর। ইহাই নাগার্জুনের শূন্যবাদের মূলকথা। খৃষ্ট্মাস্ হাম্ফ্রেজ কিন্তু নাগার্জুনের শূন্যতাকে যথার্থই বৌদ্ধ অনাত্মবাদের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যারূপে অভিহিত করিয়াছেন। পালি গ্রন্থাবলীতে কোন যুক্তি না দেখাইয়া শুধু বলা হইয়াছে যে স্কন্ধসমূহের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, আবার আত্মা স্কন্ধ হইতে ভিন্নও নহে। নাগার্জুন কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে আত্মার সঙ্গে পঞ্চস্কন্ধের সাদৃশ্য বা পার্থক্যের প্রশ্নই অবান্তর। কারণ পঞ্চস্কন্ধ যদি আত্মা হয় তাহা হইলে আত্মা উৎপত্তি ও বিলয়ধর্মী হইত; আবার আত্মা যদি পঞ্চস্কন্ধ হইতে ভিন্ন হইত তাহা হইলে ইহার মধ্যে পঞ্চস্কন্ধের লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকিত না। অতএব আত্মার মধ্যেও পঞ্চস্কন্ধ নাই এবং পঞ্চস্কন্ধের মধ্যেও আত্মা

নাই।[৮] অথচ জীবদেহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিলে আমরা পঞ্চস্কন্ধ ব্যতিরেকে কিছুই পাই না। তাহা হইলে আত্মা কোথায়? কাজেই যেখানে আত্মার কোন অস্তিত্বই নাই সেখানে পঞ্চস্কন্ধের সঙ্গে আত্মার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আত্মা হইতেছে শুধু ব্যবহার-বচনমাত্র, সংজ্ঞামাত্র, নামমাত্র এবং প্রজ্ঞপ্তিমাত্র—অন্য কিছু নহে।[৯]

এখন দেখিতে হইবে—যে পঞ্চস্কন্ধকে আমরা বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি বস্তুতঃপক্ষে সেইগুলি কি। সেইগুলি সারযুক্ত কি নিঃসার। নাগার্জুনের মতে সেইগুলিও নিঃসার এবং শূন্য। জলবুদ্‌বুদ, মরীচিকাদি যেমন অন্তঃসাররহিত, অশাশ্বত এবং শূন্য, ঠিক তদ্রূপ পঞ্চস্কন্ধ অন্তঃসাররহিত, অবাস্তব, অশাশ্বত, অনাত্ম, অনাত্মনীয়, অনিত্য, শূন্য এবং বিপরিণামধর্মী। চক্ষুরাদি দ্বাদশ আয়তন এবং অষ্টাদশ ধাতু প্রভৃতিও তদ্রূপ। এইভাবে জগতের যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ধর্মসমূহ অনিত্য, শূন্য ও অসারমাত্র। কারণ ইহারা কার্যকারণসম্বন্ধযুক্ত এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। অতএব ইহাদিগকে শূন্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কারণ যাহা কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহা অবাস্তব এবং স্ব-ভাবশূন্য। কিন্তু নির্বাণকে কি করিয়া শূন্য বলা যায়? নির্বাণ ত কার্য-কারণ সম্বন্ধের অতীত এবং কাহারও উপর নির্ভরশীল নয়! ইহার উত্তরে নাগার্জুন বলিয়াছেন যে 'নির্বাণ' ও 'সংসার' অন্যোন্যসাপেক্ষ। কারণ সংসার আছে বলিয়াই আমরা নির্বাণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি। অতএব নির্বাণ সংসারের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহার 'শূন্য' আখ্যা অযৌক্তিক নহে। নাগার্জুন কিন্তু এই-খানেই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি আরও প্রমাণ করিলেন যে নির্বাণ এবং সংসার উভয়ই সমান। কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা হইতেছে এই যে সংস্কৃতধর্ম এবং অসংস্কৃত ধর্ম উভয়ে কি করিয়া সমান হইতে পারে। নাগার্জুন উত্তর দিলেন—সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য; অতএব সংসার নির্বাণের সমান। ক ও খ উভয়েই যদি গ-এর সমান হয়, তাহা হইলে 'ক' অবশ্যই 'খ'-এর সমান হইবে। তাঁহার মতে সংসার, নির্বাণ, শূন্যতা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধ ইত্যাদি হইতেছে সংজ্ঞা বা নামমাত্র। বস্তুতপক্ষে ইহাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। ইহাদের কোন স্বতন্ত্র এবং বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহারা শূন্যতারই প্রতিশব্দ মাত্র। গভীর সাধনার দ্বারা আমরা যখন ইহা উপলব্ধি করিব তখনই আমরা বলিতে পারিব যে, আমরা সংসারকে জানিয়াছি, শূন্যতাকে উপলব্ধি করিয়াছি, প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছি, নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছি এবং বুদ্ধকে দেখিয়াছি।[১০]

শূন্যতা এবং নির্বাণের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই এই বিষয়ে যদি ভবিষ্যতে

৮। "আত্মা স্কন্ধা যদি ভবেদায়ব্যয়ভাগ্ ভবেৎ।
স্কন্ধেভ্যোঽন্যো যদি ভবেদ্ ভবেদস্কন্ধলক্ষণঃ।"
মাঃ বৃঃ, পৃঃ ৩৪০।

৯। দীঘনিকায়, ১ম, পৃঃ ২০২; মাঃ বৃঃ, পৃঃ ৩৪৫।

১০। B. Sangharaksita, A Survey of Buddhism, pp. 330-331

কাহারও কোন সন্দেহ উৎপন্ন হয়, সেই সন্দেহ নিরসনকল্পে নাগার্জুন নির্বাণের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে নির্বাণ কোন কিছুর প্রহীণ নয়, কোন কিছুর প্রাপ্তিও নয়। ইহা উচ্ছেদ নহে, শাশ্বতও নহে। ইহা নিরুদ্ধ নহে, উৎপন্নও নহে।[১১] নির্বাণে সমস্ত চিত্ত-বৃত্তি প্রদীপের ন্যায় নির্বাপিত হয়। নির্বাণ সৎও নহে অসৎও নহে। ইহা আকাশের দ্বারা কৃত গ্রন্থির ন্যায় এবং আকাশের দ্বারাই আবার গ্রন্থিমুক্ত হয়।[১২]

নাগার্জুন কেন যে শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে সকল প্রপঞ্চের (মায়া, মোহ) ধ্বংস সাধন করার জন্যই তিনি 'শূন্যতা' প্রচার করিয়াছেন। সমস্ত ধর্ম ও ক্লেশের প্রহাণের দ্বারা যে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করা যায় এই মতবাদকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা অবশ্য সত্য যে বস্তুসমূহের স্বভাব-ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ জ্ঞান নাই। বস্তুসমূহ রূপ গ্রহণ করে এবং ইহার ফলে লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি ক্লেশের সৃষ্টি হয়। অতএব ক্লেশসমূহের মূলে রহিয়াছে সঙ্কল্প (imagination)। কর্ম ও ক্লেশের যথার্থ কোন অস্তিত্ব নাই। ইহারা সঙ্কল্পসঞ্জাতমাত্র। প্রপঞ্চ হইতেছে ইহাদের উৎপত্তির কারণ। এই প্রপঞ্চ অনন্তকাল ধরিয়া লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা, যশঃ-অযশঃ, কর্ম্ম-কর্তা, জ্ঞান-জ্ঞাতা ইত্যাদি লোকধর্মসমূহের চক্রাবর্তনে আবর্তিত জনগণের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই প্রপঞ্চসমূহ নিরুদ্ধ হয় যখন কোন ব্যক্তি জাগতিক ধর্মসমূহের অনস্তিত্ববিষয়ক জ্ঞান লাভ করে। কোন ব্যক্তি যেমন বন্ধ্যাসুতা বা শশবিষাণ সম্বন্ধে কোন ধারণা পোষণ করিতে পারে না এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন কল্পনাজাল সৃষ্টি করিতে পারে না, ঠিক তদ্রূপ কোন মহাযানী 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি আত্মবাদ ও ক্লেশোৎপত্তির কারণবিষয়ক ভাবের ধারা উত্যক্ত হয় না। শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত যোগিগণ স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু ইত্যাদির ধারণা হইতে উর্দ্ধে চলিয়া যান এবং ফলতঃ তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রপঞ্চ, বিকল্প, সৎকায়দৃষ্টি (আত্মবাদ), ক্লেশ, কর্ম অথবা জন্ম-মৃত্যুবিষয়ক ধারণা আসিতে পারে না। এইভাবে শূন্যতার যথার্থ উপলব্ধির দ্বারা প্রপঞ্চসমূহের নিরবশেষ নিবৃত্তি ঘটে। এইজন্যই বলা হইয়াছে যে শূন্যতার উপলব্ধি ও নির্বাণের উপলব্ধি এক ও অভিন্ন। তাই শূন্যতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে যাইয়া নাগার্জুন মাধ্যমিক-কারিকার একসপ্ততিতম কারিকাতে বলিয়াছেন—

"প্রভবতি চ শূন্যতেয়ং যস্য প্রভবন্তি তস্য সর্বার্থাঃ।
প্রভবতি ন তস্য কিঞ্চিন্ন ভবতি শূন্যতা যস্য।"

—যিনি শূন্যতাকে উপলব্ধি করেন তিনি সর্ববিধ অর্থ (যাহা কিছু হিতকর এবং আত্মোন্নতি ও দুঃখমুক্তির পক্ষে সহায়ক) হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু যিনি শূন্যতা উপলব্ধি করিতে না পারেন তাঁহার কিছুই বোধগম্য হয় না। 'বিগ্রহব্যাবর্তনী' গ্রন্থের শেষে নাগার্জুন বুদ্ধকে এইভাবে প্রণাম জানাইয়াছেন—

১১। "অপ্রহীণমসম্প্রাপ্তমনুচ্ছিন্নমশাশ্বতম্।
অনিরুদ্ধমনুৎপন্নমেতন্নির্বাণমুচ্যতে॥"—মাঃ বৃঃ, পৃঃ ৫২১।

১২। "আকাশেন কৃতো গ্রন্থিরাকাশেনৈব মোচিতঃ।"—মাঃ বৃঃ, পৃঃ ৫৪০।

"যঃ শূন্যতাং প্রতীত্যসমুৎপাদং মধ্যমাং প্রতিপদমনেকার্থাং নিজগাদ প্রণমামি তম-প্রতিমসম্বুদ্ধম্।"—যিনি শূন্যতা, প্রতীত্য-সমুৎপাদ ও অনেকার্থ বিশিষ্ট মধ্যমা প্রতিপদার (বা মার্গের) উপদেশ করিয়াছেন, সেই অপ্রতিম সম্বুদ্ধকে প্রণাম করি।

নাগার্জুনের পর মাধ্যমিক মতবাদ তথা শূন্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন যথাক্রমে আর্যদেব (৩য় শতাব্দী), বুদ্ধপালিত (৫ম শতাব্দী), ভাববিবেক বা ভাব্য (৫ম শতাব্দী), চন্দ্রকীর্তি (৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং শান্তিদেব (৭ম শতাব্দী)।

নাগার্জুন[১৩] ও আর্যদেবের[১৪] মত সুমহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষদের একনিষ্ঠ সাধনা ও আত্মোৎসর্গের দ্বারা যখন মাধ্যমিক তথা শূন্যবাদের বিজয়পতাকা ভারতের অনেক স্থানে বিশেষতঃ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে উড্ডীন ছিল, ঠিক তাহার কিছুকাল পরে মৈত্রেয়ের[১৫] আবির্ভাব হয় (খৃঃ ৪র্থ শতক)। তিনি নাগার্জুন ও আর্যদেব-বিরচিত গ্রন্থাবলীর সার সঙ্কলন করিয়া মাধ্যমিক মতবাদকে আরও প্রগতিশীল করার মানসে একটি নূতন দিক্ সূচনা করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রচার করিলেন বিজ্ঞানবাদ। তাঁহার এক একটি মতবাদ ব্যক্ত করার জন্য এক একটি গ্রন্থ তিনি সঙ্কলিত করেন। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ থাকাতে সাধারণের পক্ষে সেইগুলির ভাবরস আস্বাদন করার উপায় ছিল না। তখন তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পণ্ডিতপ্রবর অসঙ্গ[১৬] (৪র্থ শতক) গুরু-দায়িত্ব নিলেন মৈত্রেয়নাথের ছন্দোবদ্ধ বাণীকে সাধারণের নিকট প্রচার করার উপযোগী করার। তিনি মৈত্রেয়-বিরচিত কারিকাগুলির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এই নূতন দর্শনের নাম দিলেন যোগাচার। যোগের (ধ্যানের) আচরণ অর্থাৎ ধ্যান-সাধনার মাধ্যমেই বোধি বা পরমার্থ সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। বোধি লাভ করার পূর্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় সমস্ত দশভূমি[১৭] অতিক্রম করিয়া আসিতে হইবে এবং একমাত্র যোগ-সাধনার দ্বারাই ইহা সম্ভব—ইহাই যোগাচারের মূল কথা। এই যোগাচার সম্প্রদায়ের নামান্তর হইতেছে বিজ্ঞানবাদ। কারণ ইহার মতে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাই হইতেছে একমাত্র পরমার্থ সত্য। অর্থাৎ বিজ্ঞান ব্যতীত সত্য কিছু নাই। যে পরমাণু সৃষ্টির কারণ তাহাও বিজ্ঞপ্তিমাত্র। কারণ জড়-চেতন যে কোন পদার্থকে এমন সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করা যায় যে ইহা আমাদের দৃষ্টি, চিন্তা, ধারণা ও অনুভূতির অগোচরে চলিয়া যায়। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ইহা অদৃষ্ট ও অস্পৃষ্ট—কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য। অতএব বিজ্ঞান ব্যতীত জগতে কোন সত্য নাই—ইহাই বিজ্ঞানবাদ। এই

১৩। মল্লিখিত প্রবন্ধ 'আচার্য নাগার্জুন' দ্রষ্টব্য, নালন্দা, ১৩৭৩, পৃঃ ৬৫-৭৭।

১৪। মল্লিখিত প্রবন্ধ 'আচার্য আর্যদেব' দ্রষ্টব্য, নালন্দা, ১৩৭৬, পৃঃ ১০৩-১০৭; ১৩৭৭, পৃঃ ২৮-৩২।

১৫। মল্লিখিত প্রবন্ধ 'আচার্য মৈত্রেয়নাথ' দ্রষ্টব্য, নালন্দা, ১৩৭৭, পৃঃ ৮৩-৮৯।

১৬। মল্লিখিত প্রবন্ধ 'আচার্য অসঙ্গ' দ্রষ্টব্য, নালন্দা, ১৩৭৮, পৃঃ ৫৭-৬১।

১৭। প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, সুদুর্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী এবং ধর্মমেঘা।

'বিজ্ঞানবাদ' নামকরণ করিয়াছেন অসঙ্গের ভ্রাতা বসুবন্ধু।[১৮] যোগাচারী বিজ্ঞানবাদীরা পুদ্গলনৈরাত্ম্য (আত্মার অনস্তিত্ব) এবং ধর্মনৈরাত্ম্যে (বস্তুর অনস্তিত্বে) বিশ্বাসী—প্রথমটি লাভ করা যায় ক্লেশাবরণ (Passions) দূরীকরণের দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি লাভ করা যায় জ্ঞেয়াবরণ দূরীকরণের দ্বারা। মাধ্যমিক দর্শনে নাগার্জুন দুই প্রকার সত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—সংবৃতি সত্য (Conventional truth) এবং পরমার্থ সত্য (Transcendental truth)। কিন্তু যোগাচার বিজ্ঞানবাদীরা তিন প্রকার সত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—পরিকল্পিত (illusory), পরতন্ত্র (empirical) এবং পরিনিষ্পন্ন (absolute)। পরিকল্পিত সত্য হইতেছে কার্য-কারণ-সমুদ্ভূত কোন আধ্যাত্মিক বা বাহ্য বস্তুধর্ম সম্বন্ধে কাল্পনিক ধারণা। পরতন্ত্র সত্য হইতেছে কার্য-কারণ-সমুদ্ভূত কোন বস্তুধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও পরীক্ষিত জ্ঞান বা ধারণা। পরিনিষ্পন্ন সত্য হইতেছে পরমার্থ সত্য বা তথতা।[১৯] অতএব, দেখা যাইতেছে যে যোগাচার বিজ্ঞানবাদীদের প্রথম দুইটি সত্য মাধ্যমিক সংবৃতি সত্যের সমতুল এবং তৃতীয়টি মাধ্যমিক পরমার্থ সত্যের সমতুল। অতএব মাধ্যমিক ও যোগাচারের মধ্যে মূলগত পার্থক্য হইতেছে এই যে মাধ্যমিকদের মতে শূন্যতাই হইতেছে বা পরমার্থ সত্য, অপরপক্ষে যোগাচারীদের মতে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাই (Mere Consciousness) হইতেছে তথতা।

বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদের নিকট শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অগ্রজ গুরু গৌড়পাদ কতদূর ঋণী ছিলেন গৌড়পাদের মাণ্ডূক্যকারিকা 'অলাতশান্তিপ্রকরণ'ই তাহার প্রমাণ। বস্তুতপক্ষে 'অলাতশান্তিপ্রকরণ' প্রচ্ছন্ন নহে প্রকাশ্যরূপে এক বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী গ্রন্থ।

অসঙ্গের পরে বিজ্ঞানবাদের যাঁহারা পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন—বসুবন্ধু (৫-ম শতাব্দী), দিঙ্নাগ (৫-ম শতাব্দী), ধর্মকীর্তি (৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং শান্তরক্ষিত (৭ম-শতাব্দী)। তাঁহার বিংশতিকা ও ত্রিংশিকাতে বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদের গূঢ়ার্থ বিস্তৃতভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।[২০] অসঙ্গ অপেক্ষা তদীয় অনুজ বসুবন্ধুর প্রতিভা যে আরও অধিকতর বহুমুখী ও প্রখর ছিল তাহার প্রমাণ হইতেছে এই বিংশতিকা ও ত্রিংশিকা এবং বাদবিধান নামক অপর একটি গ্রন্থ। তিনি একদিকে স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার কার্যকে সুব্যবস্থিত করিয়া বিজ্ঞানবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অপরদিকে নাগার্জুন-বিরচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রকে অধিকতর শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। 'বাদবিধান' নামক গ্রন্থই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার অপর একটি প্রমাণ হইতেছে এই যে ভারতের

১৮। বিশদ বিবরণের জন্য এই গ্রন্থের ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

১৯। এই গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠা এবং ৮৭-৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২০। সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুর জন্য এই গ্রন্থের ৯-১২ পৃষ্ঠা এবং ৩৩-৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মধ্যযুগীয় ন্যায়শাস্ত্রের জনককে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।[২১] প্রমাণসমুচ্চয়াদি দিঙ্‌নাগের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী। তিনি কি উদ্দেশ্যে 'প্রমাণসমুচ্চয়' রচনা করিয়াছেন তাহা তিনি উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই ব্যক্ত করিয়াছেন—

"প্রমাণভূতায় জগদ্ধিতৈষিণে প্রণম্য শাস্ত্রে সুগতায় তায়িনে।
প্রমাণসিদ্ধ্যৈ স্বমতাৎ সমুচ্চয়ঃ করিষ্যতে বিপ্রসিতাদিহৈককঃ॥"

—জগদ্ধিতৈষী প্রমাণভূত উপদেষ্টা ও ত্রাতা সুগত (বুদ্ধ)কে প্রণাম করিয়া ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত স্বমতাদি (বৌদ্ধ মতাদি) প্রমাণসিদ্ধির নিমিত্ত একস্থানে সমুচ্চয় করা হইতেছে।—বিরুদ্ধবাদীদের বৌদ্ধবিরোধী মতবাদ সমূহকে খণ্ডন করিয়া প্রমাণের দ্বারা বৌদ্ধ মতগুলিকে সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই দিঙ্‌নাগ তাঁহার গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছেন। তিনি অপর দর্শনসমূহ এবং বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্যের এমন যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা করিয়াছেন যে, ইহার উত্তর দিবার জন্য পাশুপতাচার্য উদ্যোতকর ভরদ্বাজকে (খৃঃ ৫৫০) বাৎস্যায়ন ভাষ্যের উপর 'ন্যায়বার্ত্তিক' শীর্ষক গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছে। ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্ত্তিক' বস্তুতপক্ষে দিঙ্‌নাগেরই প্রধান গ্রন্থ প্রমাণসমুচ্চয়ের ব্যাখ্যামাত্র। অতএব প্রমাণবার্ত্তিক হইতেই দিঙ্‌নাগের মতবাদ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হওয়া যায়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ধর্মকীর্তির প্রমাণবার্ত্তিকের গুরুত্ব অনেক। ভারতীয় কাণ্টরূপে অভিহিত ধর্মকীর্তি স্বীয় যুক্তিজালের দ্বারা উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিককে এমনভাবে খণ্ডন করিয়াছেন যে বাচস্পতি মিশ্র (৮৪২ খৃঃ) 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা' রচনা করিয়া উদ্যোতকরকে তর্কপঙ্ক হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু বাচস্পতি মিশ্রই নহেন ১০০০ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তভট্ট ধর্মকীর্তির সমালোচনা করিয়া 'ন্যায়মঞ্জরী' রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচনা করিতে যাইয়াও তিনি ধর্মকীর্তিকে "সুনিপুণবুদ্ধিলক্ষণযুক্ত" এবং তাঁহার চেষ্টাকে "জগদভিভবধীর" বলিয়া পরোক্ষে তাঁহারই প্রশংসা করিয়াছেন।[২২] এমন কি ১১৯২ খৃষ্টাব্দে কবি ও দার্শনিক শ্রীহর্ষও তাঁহার 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মকীর্তির তর্কপথকে 'দুরাবাধ' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।[২৩]

ধর্মকীর্তি দিঙ্‌নাগের ন্যায় অসঙ্গের যোগাচার বিজ্ঞানবাদকে স্বীকার করিতেন। তবে

২১। অবশ্য এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অর্থাৎ দিঙ্‌নাগ বসুবন্ধুর শিষ্য কিনা সন্দেহ আছে। তিব্বতী ইতিহাস হইতে জানা যায় যে দিঙ্‌নাগের জন্ম হয় কাঞ্চী বা কাঞ্চীভরমে। তিনি বাৎসীপুত্রীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জনৈক ভিক্ষু নাগদত্তের নিকট ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুকাল গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া পুদ্গল (আত্মা) সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিলে তিনি মঠ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরভারতে আসিয়া আচার্য বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

২২। "ইতি সুনিপুণবুদ্ধির্লক্ষণং বক্তুকামঃ পদযুগলমপীদং নির্মমে নানবদ্যম্।
ভবতু মতিমহিম্নশ্চেষ্টিতং দৃষ্টমেতজ্জগদভিভবধীরং ধীমতো ধর্মকীর্তেঃ॥"

—ন্যায়মঞ্জরী, পৃঃ ১০০।

২৩। "দুরাবাধ ইব চায়ং ধর্মকীর্তেঃ পন্থা ইত্যবহিতেন ভাব্যমিহেতি।"

—খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ১

ধর্মকীর্তিকে শুদ্ধযোগাচারীও ঠিক বলা যায় না, তাঁহাকে সৌত্রান্তিক-যোগাচারী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সৌত্রান্তিকরা বহির্জগতের সত্তাকেই মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু যোগাচারীরা বিজ্ঞান (মন, চিত্ত) ব্যতীত অন্য কিছুকে স্বীকার করিতেন না। কিন্তু ধর্মকীর্তি বহির্জগতের প্রবাহরূপী ক্ষণিক বাস্তবিকতাকে অস্বীকার করিতে যাইয়া বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বকে মান্য করিয়াছেন। সংক্ষেপে ধর্মকীর্তির মতবাদকে মাত্র কয়েকটি কথায় প্রকাশ করা যায়—'জড় (ভৌতিক) তত্ত্ব বিজ্ঞানেরই বাস্তবিক গুণাত্মক পরিবর্তন।' এখন প্রশ্ন হইতেছে : যদি বাহ্য পদার্থসমূহের বস্তুসত্তাকে অস্বীকার করা যায় তাহা হইলে ঘট-পটাদির জ্ঞানসমূহের ভেদ কিরূপে হইবে ?—ধর্মকীর্তি বলিয়াছেন :

"যে কোন (ঘটাদি আকারযুক্ত জ্ঞানের) কোন (এক জ্ঞান) আছে যাহা চিত্তের আভ্যন্তরিক বাসনাকে (পূর্ব সংস্কার) জাগ্রত করে, তদ্দ্বারা (বাসনা জাগ্রত হইলে) জ্ঞান সমূহের (ভিন্নতার) নিয়ম দেখা যায়, বাহ্যিক পদার্থের অপেক্ষায় নহে। কারণ বাহ্যিক পদার্থের অনুভব আমাদের হয় না। এইজন্য একই বিজ্ঞান (=আভ্যন্তরিক জ্ঞান, বাহিরের বিষয়) রূপযুক্ত (দেখা যায়), এবং উভয়রূপে স্মরণও করা যায়। ইহার (একই বিজ্ঞানের ভিতর-বাহির উভয় আকারের হইবার) পরিণাম হইল স্ব-সংবেদন (নিজের ভিতর জ্ঞানের সাক্ষাৎকার)।"[২৪]

গৌতম বুদ্ধের অনিত্যবাদ বা ক্ষণিকবাদকেও স্বীকার করিয়া ধর্মকীর্তি বলিয়াছেন—যাহা কিছু উৎপত্তি-স্বভাববিশিষ্ট, তাহাই ধ্বংস-স্বভাববিশিষ্ট।[২৫] আবার বহুকারণত্ববাদ স্বীকার করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন :

"কোনও এক (বস্তু) এক (কারণ) হইতে উৎপন্ন হয় না, বরঞ্চ সামগ্রী (অনেক কারণসমূহের একত্রিত হওয়া) হইতেই (এক বা অনেক) কার্যের উৎপত্তি হয়।"[২৬]

"মাটি, চাকা, কুম্ভকার পৃথক পৃথক অবস্থায় (কোন ঘটের ন্যায় ভিন্নরূপ) কার্য সম্পাদনে অসমর্থ ; কিন্তু ইহাদের (একত্র সম্মেলন) হইলে কার্য সম্পাদিত হয় ; ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে, সংহত (একত্র) হওয়ায় উহাদের (ক্ষণিক বস্তুসমূহের) মধ্যে হেতুত্ব বিদ্যমান, ঈশ্বরাদিতে নহে, কারণ (ঈশ্বরাদিতে ক্ষণিকতা না থাকিলে) অভেদ (একরসতা) থাকে।"[২৭]

অতএব দেখা যাইতেছে গৌতম বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মকীর্তি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ-কালে বৌদ্ধ দর্শনের নানা বিবর্তন হইলেও মূল কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। হীনযান এবং মহাযান এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধ ধর্ম বিভক্ত হইলেও যদি মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই বেশী।

২৪। প্রমাণবার্তিক, ৩।৩৩৬-৩৩৭।
২৫। ঐ ২।২৮৪-৫।
২৬। ঐ ৩।৫৩৬।
২৭। ঐ ২।২৮।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করিয়া ইহাকে বিপথে চালিত করিয়াছে। যাঁহারা সর্ব প্রথম বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা আনয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য অবশ্য মহৎই ছিল। কিন্তু তাঁহাদের উত্তরসূরীদের অযোগ্যতাহেতু সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। তান্ত্রিক যোগসাধনার গূঢ়ার্থকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহারা ধর্মের নামে ইন্দ্রিয়-সুখানুভূতিকেই পরমার্থরূপে গ্রহণ করিয়া উৎপত্তিস্থল ভারত হইতে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির পথ সুগম করিয়াছেন। অতএব পরবর্তীকালের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে বাদ দিয়া যদি বর্তমানে সুপরিচিত বৌদ্ধধর্মের দুই শাখা হীনযান ও মহাযানের মূলগ্রন্থগুলিকে (যাহা অদ্যাবধি প্রাপ্ত হইয়াছে) নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করিয়া মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের স্বরূপ অবশ্যই জানা যাইবে।

———

[২] এই গ্রন্থে ব্যবহৃত কিছু পারিভাষিক শব্দের বৌদ্ধ দর্শন-সম্মত ব্যাখ্যা

অকুশল—(পালি অকুশল) কুশলের অভাব, অকল্যাণকর, পাপজনক। লোভ, দ্বেষ এবং মোহই অকুশলের মূল। অভিধর্মে ১০ প্রকার অকুশলের কথা বলা হইয়াছে—৩ প্রকার কায়িক (প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান এবং কামমিথ্যাচার), ৪ প্রকার বাচনিক (মৃষাবাদ, পৈশুন্য, পারুষ্য এবং সংভিন্নালাপ) এবং ৩ প্রকার মানসিক (অভিধ্যা, ব্যাপাদ এবং মিথ্যাদৃষ্টি)। এইগুলিকে দশ অকুশল-কর্মপথও বলা হয়।

অকুশল-চিত্ত ১২ প্রকার—৮ প্রকার লোভমূলক, ২ প্রকার দ্বেষমূলক এবং ২ প্রকার মোহমূলক।

অকুশল চৈতসিক বা চৈত্ত ১৪ প্রকার, যথা, মোহ, অহ্রী, অনপত্রাপ্য (পাপকর্ম-বিষয়ে ভয়হীনতা), ঔদ্ধত্য, লোভ, দৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য, স্ত্যান, মিদ্ধ এবং বিচিকিৎসা।

ত্রিংশিকা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিতে অকুশল চৈতসিকগুলিকে ক্লেশ এবং উপক্লেশ বলা হইয়াছে। ক্লেশ ৬ প্রকার—রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি এবং বিচিকিৎসা। উপক্লেশ ২৪ প্রকার—ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, প্রদাশ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শাঠ্য, মদ, বিহিংসা, অহ্রী, অত্রপা, স্ত্যান, উদ্ধব, অশ্রদ্ধা, কৌশীদ্য, প্রমাদ, স্মৃতিভ্রষ্টতা, বিক্ষেপ, অসংপ্রজন্য, কৌকৃত্য, মিদ্ধ, বিতর্ক এবং বিচার। স্থবিরবাদে ক্লেশের সংখ্যা ১০ এবং উপক্লেশের সংখ্যা ১৬। বৈভাষিকদের মতে ক্লেশ ৬ প্রকার এবং উপক্লেশ ১০ প্রকার।

অতিমান—(=পালি) যে ব্যক্তি কুল, জ্ঞান, ধন ইত্যাদিতে নিজের সমান তাহা অপেক্ষা নিজেকে ত্যাগ, শীল, পৌরুষ ইত্যাদিতে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করা, এবং যে ব্যক্তি কুল, বিদ্যা ইত্যাদিতে নিজ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ নিজেকে তাহার সমান মনে করা—এইরূপ অহংকারের নামই অতিমান।

অত্রপা (অনপত্রাপ্য)—(পালি অনোত্তপ্‌পং) পাপকর্মে লজ্জিত না হওয়াই অত্রপা বা অনপত্রাপ্য। 'আমার দ্বারা লোকবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম কৃত হইয়াছে'—ইহা উত্তমরূপে অবগত হইয়াও উক্ত কর্মের জন্য লজ্জিত না হওয়া এবং ভীত না হওয়ার নামই অনপত্রাপ্য বা অপত্রাপ্যের বিরোধী।

অদ্বেষ—(পালি অদোস) দ্বেষের প্রতিপক্ষী বা মৈত্রীকেই অদ্বেষ বলা হয়। দ্বেষ হইতেছে সত্ত্বগণের প্রতি দুঃখে এবং দুঃখস্থানীয় ধর্মে আঘাত। তাহার বিপরীতই অদ্বেষ অর্থাৎ মৈত্রী, অন্যের হিতকামনা।

অধিমোক্ষ—(পালি অধিমোক্খ) নিশ্চিত বস্তুকে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করাই অধিমোক্ষ। যুক্তি এবং আপ্তোপদেশের দ্বারা যে বস্তু সন্দেহরহিত তাহাই নিশ্চিত বস্তু। যে অনিত্য-দুঃখাদি আকারে ঐ বস্তু নিশ্চিত, ঐ আকারে ঐ বস্তুকে চিত্তে দৃঢ় করা, 'ইহা এইরূপই, অন্যথা নহে'—এইভাবে নিশ্চিত করাই অধিমোক্ষ। অধিমুক্তি-প্রধান ব্যক্তি কখনও পরবাদিদের প্রভাবে নিজ সিদ্ধান্ত হইতে বিচলিত হন না।

অনাস্রব—(পালি অনাসব) আস্রব হইতে মুক্ত অর্থাৎ বিশুদ্ধ, পবিত্র। ঘটের ছিদ্রপথ দিয়া যেমন ঘটস্থিত জল বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ অসংবৃত দ্বারসমূহ (কায়দ্বার, বাক্যদ্বার, মনোদ্বার) দিয়া সংসারদুঃখের কারণস্বরূপ পাপসমূহ ক্ষরিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় আস্রব। এই আস্রব চতুর্বিধ—কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্ট্যাস্রব এবং অবিদ্যাস্রব। এইগুলি হইতে মুক্তিই অনাস্রব। বিজ্ঞানবাদিদের মতে ক্লেশাবরণ-বীজ এবং জ্ঞেয়াবরণবীজ নাশের দ্বারা সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি হয়। ইহাকে বলা হয় অনাস্রব-ধাতু। আলয়বিজ্ঞানও আস্রব-রহিত বলিয়া ইহাকে অনাস্রব বলা হয়। বৈভাষিকদের মতে মার্গসত্য (অর্থাৎ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ), প্রতিসংখ্যা নিরোধ, অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ এবং আকাশ—এই চারিটিই অনাস্রব ধর্ম।

অনিবৃতাব্যাকৃত—এই স্থলে আলয়বিজ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। আলয়-বিজ্ঞান অনিবৃতাব্যাকৃত। মনোভূমিক আগন্তুক উপক্লেশসমূহের দ্বারা আবৃত হয় না বলিয়াই ইহা অনিবৃত এবং কুশল বা অকুশলরূপে ব্যক্ত করা যায় না বলিয়াই ইহা অব্যাকৃত।

অন্তগ্রাহদৃষ্টি—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান—এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধকে আত্মা বা আত্মীয়রূপে মনে করিয়া তাহাকে শাশ্বত বা উচ্ছেদরূপে গ্রহণ করাই অন্তগ্রাহ-দৃষ্টি।

অপত্রপা—(পালি ওত্তপ্পং) লোকনিন্দা ভয়ে পাপকর্ম হইতে বিরতিই অপত্রপা বা অপত্রাপ্য। 'জগতে এই কাজ নিন্দনীয়, আমি এই কাজ করিলে আমিও নিন্দনীয় হইব'—এইরূপ অপ্রশংসাদির ভয়ে উক্ত কাজ করিতে যে লজ্জা অনুভূত হয় তাহাই অপত্রপা।

অপ্রমাদ—(পালি অপ্‌পমাদ) অপ্রমাদ হইতেছে প্রমাদের প্রতিপক্ষী। অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ এবং বীর্যই অপ্রমাদ। এই অলোভাদিকে অপ্রমাদ বলা হইয়াছে কারণ এইগুলির দ্বারা ব্যক্তিবিশেষ অকুশল ধর্মসমূহকে পরিহার করেন এবং কুশলধর্ম সমূহের ভাবনা করেন। সকল ধর্মের মধ্যে অপ্রমাদের স্থান শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাই কুশল ধর্মসমূহের মূল এবং ভিত্তি।

অভিমান—বিশেষত্ব প্রাপ্ত না হইয়াও 'আমার দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে' বলিয়া চিত্তের যে অহংকার তাহাই অভিমান।

অমোহ—(=পালি) মোহের প্রতিপক্ষ। ইহা অলোভাদি তিন প্রকার কুশলমূলের অন্যতম। কর্মফল, আর্যসত্য এবং ত্রিরত্নবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানই অমোহ।

অর্হত্ব—(পালি অরহত্তং) ক্ষয়জ্ঞান এবং অনুৎপাদজ্ঞান লাভের দ্বারা অর্হৎ হওয়া যায়। এই অর্হৎ অবস্থাতে আলয়বিজ্ঞানস্থিত সকল দৌষ্ঠুল্যের অর্থাৎ কর্মবীজের নিরবশেষ প্রহাণ হইলে আলয়বিজ্ঞানের ব্যাবৃত্তি (নিবৃত্তি) হইয়া যায়। তাহাই অর্হত্ব। স্থবিরবাদের মতে ক্রমান্বয়ে দশ প্রকার সংযোজন বা বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই অর্হত্ব লাভ করা যায়। এই দশ প্রকার সংযোজন হইতেছে—সৎকায়দৃষ্টি (Personality-belief), বিচিকিৎসা (Sceptical doubt), শীলব্রত-পরামর্শ (Attachment to mere Rites and Rituals), কামরাগ (Sensuous craving), ব্যাপাদ (Ill-will), রূপরাগ (Craving for fine Material existence), অরূপরাগ (Craving for Immaterial existence), মান (Conceit), ঔদ্ধত্য (Restlessness) এবং অবিদ্যা (Ignorance)।

অলোভ—(=পালি) ইহা লোভের প্রতিপক্ষী। লোভ হইতেছে ভব এবং ভবোপকরণসমূহে আসক্তি এবং প্রার্থনা। ইহার প্রতিপক্ষীই অলোভ অর্থাৎ ভব এবং ভবোপকরণসমূহে যে অনাসক্তি এবং বিমুখতা। ইহা তিন প্রকার কুশলমূলের একটি।

অব্যাকৃত—(পালি অব্যাকত) যাহাকে কুশল বা অকুশল কোনটার পর্যায়ে ব্যক্ত করা যায় না তাহাই অব্যাকৃত।

অবিহিংসা—(=পালি) বিহিংসার প্রতিপক্ষী। বধ-বন্ধনাদির দ্বারা প্রাণীদের হিংসা না করা বা প্রাণীদের করুণা করাই অবিহিংসা।

অসংজ্ঞী-সমাপত্তি—"সমাপত্তি" দ্রষ্টব্য।

অসংপ্রজন্য—(পালি অসম্পজঞ্ঞ) ক্লেশযুক্ত প্রজ্ঞাই অসংপ্রজন্য। যাহার দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানের অভাবে কায়-বাক্-চিত্ত ক্রিয়া অতিক্রম প্রক্রমাদিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাই অসংপ্রজন্য।

অস্থিসংকলিক—(পালি অট্ঠিসংকলিক) অনেক সময় যোগী শ্মশানে যাইয়া মৃতদেহ লইয়া দশ প্রকার অশুভ-ভাবনা করেন। এই অস্থি-সংকলিক তাহার মধ্যে একটি। মৃত দেহের চর্ম, মাংস, স্নায়ুবর্জিত যে কঙ্কাল তাহাই অস্থি-সংকলিক বা অস্থিপঞ্জর। যোগী দেহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই অস্থিপঞ্জরকে ঘৃণিতরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা জীবিত মানুষের দন্ত-সৌন্দর্যে তৃপ্তি লাভ করেন ও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন তাঁহাদের পক্ষে এই ধ্যান প্রশস্ত।

অস্মিমান—(=পালি) এই জীবদেহ পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ লইয়া গঠিত। এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ সমগ্রভাবে বা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে আত্মা এবং আত্মীয়-রহিত। কিন্তু

অজ্ঞানতাবশতঃ তাহাতে আত্মা এবং আত্মীয়ের অভিনিবেশ করিয়া চিত্তের যে অহংকার তাহাই অস্মিমান।

অহ্রী বা আহ্রীক্য—(পালি অহিরিক) পাপে স্বয়ং লজ্জিত না হওয়া। পাপ-কর্ম সম্পাদন যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়াও ব্যক্তিবিশেষের উক্ত পাপবিষয়ে যে লজ্জাহীনতা তাহাই অহ্রী বা আহ্রীক্য।

আকিংচন্যায়তন—(পালি আকিঞ্চঞ্ঞায়তন) ইহা অরূপাবচর শোভন চিত্তের তৃতীয় অবস্থা। অরূপাবচর ধ্যানের এই স্তরে যোগীর এমন অবস্থা হয় যখন তাঁহার মনে হয় 'কিছুই নাই', 'সবই শূন্য' 'সবই বিবিক্ত' 'অনন্ত আকাশ, অনন্ত বিজ্ঞান, সকলই শূন্য'। ইহার পরবর্তী স্তরে যোগী আরও সূক্ষ্ম অবস্থা লাভ করে যাহার নাম হইতেছে 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' অর্থাৎ ঐ অবস্থায় মনে হয় যেন সংজ্ঞাও নাই, অসংজ্ঞাও নাই। তৎপরবর্তী বা শেষ স্তর হইতেছে 'সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ' স্তর অর্থাৎ এই অবস্থায় যোগীর সমস্ত বাহ্যিক সংজ্ঞা ও অনুভূতি লোপ পায়—তখন তাঁহাকে মৃতবৎ মনে হইবে, অথচ তিনি জীবিত।

আত্মগ্রাহ—আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। সাংখ্য এবং বৈশেষিকদের মতে আত্মার বস্তু শাশ্বত, জগৎব্যাপ্ত এবং অনন্ত আকাশের ন্যায় সুবিস্তৃত। ইহা সর্বত্র কর্মময়। অতএব ইহা সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করে। নির্গ্রন্থ এবং জৈন প্রভৃতিদের মতে আত্মার বস্তু শাশ্বত হইলেও ইহার ব্যাপ্তি অব্যাকৃত, কারণ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎভেদে ইহা চর্মখণ্ডের ন্যায় সংকুচিত এবং সম্প্রসারিত হয়। পাশুপত এবং পরিব্রাজক প্রভৃতিদের মতে আত্মার বস্তু শাশ্বত হইলেও ইহা পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। সুনিহিত অবস্থায় ইহা দেহাভ্যন্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে।

আত্মগ্রাহ দ্বিবিধ—সহজ বা জন্মগত এবং বিকল্পিত মনোবিকল্পজাত। সহজ আত্মগ্রাহ আভ্যন্তরীণ মিথ্যা বাসনার প্রভাবে জাত এবং ব্যক্তিমাত্রেরই মধ্যে নিরবশেষ ভাবে বিদ্যমান। বাহ্যিক কোন মিথ্যা দর্শন বা বিকল্পের উপর নির্ভর না করিয়া ইহা স্বতঃই ক্রিয়াশীল। ইহা আবার দুই রকম। প্রথমটি হইতেছে নিয়ত এবং অবিচ্ছিন্ন এবং মন অর্থাৎ সপ্তম বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ইহা নিজেকে অষ্টম বিজ্ঞান বা আলয়বিজ্ঞানের অভিমুখে চালিত করতঃ তাহা হইতে এমন এক বিশেষ মানসবিগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই নিবদ্ধ থাকে যেন আত্মার বাস্তব সত্তা আছে। দ্বিতীয়টির ধারাবাহিকতা সময়ে সময়ে ভঙ্গ হয়। ইহা মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ ষষ্ঠ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ইহা সামগ্রিক-ভাবে বা আংশিকভাবে বিজ্ঞানজাত পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের অভিমুখে নিজেকে চালিত করিয়া সেইগুলি হইতে এমন এক বিশেষ মানসবিগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিবদ্ধ থাকে যেন আত্মার বাস্তব সত্তা আছে। এই দুইটি সহজ আত্মগ্রাহ সূক্ষ্ম বলিয়া ইহাদিগকে পরিহার করা যায় না। কেবল বোধিসত্ত্বগণ ভাবনামার্গে পুদ্গলশূন্যতাকে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিয়া ইহাদিগকে বিদূরিত করিতে পারেন।

মনোবিকল্পজাত দ্বিতীয় আত্মগ্রাহ বাহ্যিক উপাদানের প্রভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া ব্যক্তির মধ্যে ইহা সহজাত নহে। বাহ্যিক মিথ্যা দর্শন বা মিথ্যা বিকল্প হইতেই ইহা জাত হয়। ইহা ষষ্ঠ বিজ্ঞান অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত। এই আত্মগ্রাহও দ্বিবিধ। প্রথমটি মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং স্কন্ধসমূহই ইহার বিষয়। ইহা নিজ মধ্যে এমন এক বিশেষ মানসবিগ্রহ সৃষ্টি করতঃ বিকল্প ও কল্পনার ফলে তাহাতেই নিবদ্ধ থাকে যেন আত্মার বাস্তব সত্তা আছে। দ্বিতীয়টিও মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত। বিবিধ আত্মবাদ হইতেছে ইহার বিষয়। ইহাও নিজমধ্যে এমন এক বিশেষ মানসবিগ্রহ সৃষ্টি করতঃ বিকল্প ও কল্পনার ফলে তাহাতেই নিবদ্ধ থাকে যেন আত্মার বাস্তব সত্তা আছে।

যখন যোগী দর্শনমার্গের প্রথম স্তর লাভ করেন তখন তিনি সর্বধর্মপুদ্গলশূন্যতার দ্বারা লব্ধ ভূত-তথতাকে অনুধ্যান করিয়া এই দুই প্রকার আত্মগ্রাহকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে পারেন।

অতএব সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে আত্মগ্রাহের বিষয় হইতেছে অনিত্য পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ যাহা চিত্তের আভ্যন্তরীণ নিমিত্তভাগ এবং যাহাকে প্রকৃত আত্মা বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু হেতু-প্রত্যয়জাত এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ কেবলমাত্র কাল্পনিক বস্তুরূপেই অবস্থিত থাকে। আত্মা এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধেরই মিথ্যা প্রবচনমাত্র। ইহার বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই। সেইজন্যই সূত্রে বলা হইয়াছে: 'হে ভিক্ষুগণ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সৎকায়দৃষ্টিতে বিশ্বাসসমূহ পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ হইতেই জাত।'

আত্মদৃষ্টি—(পালি অত্তদিট্‌ঠি এবং সক্কায়দিট্‌ঠি) পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে আত্মারূপে দেখাই আত্মদৃষ্টি অর্থাৎ সৎকায়দৃষ্টি। স্থবিরবাদ মতে ইহা দশ সংযোজনের প্রথম সংযোজন। বিজ্ঞানবাদিদের মতে ইহা ক্লেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। আলয়বিজ্ঞানের স্বরূপ না জানিয়া মানুষ আলয়বিজ্ঞানে আত্মদৃষ্টি উৎপন্ন করে অর্থাৎ তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

আত্মধর্মোপচার—আত্মোপচার এবং ধর্মোপচার। ইহাদের আত্মপ্রজ্ঞপ্তি এবং ধর্মপ্রজ্ঞপ্তিও বলা হইয়া থাকে। আত্মার উপচার অনেক, যেমন: আত্মা, জীব, জন্তু, মনুজ, মানব ইত্যাদি। ধর্মের উপচারও অনেক, যেমন: স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এই উভয় প্রকার উপচার বিজ্ঞানপরিণামেই হইয়া থাকে, মুখ্য আত্মা এবং ধর্মসমূহে নহে। কারণ আত্মা এবং ধর্মসমূহের বিজ্ঞান-পরিণামের বাহিরে অভাব দৃষ্ট হয়।

আত্মমান—আত্মাবিষয়ে মানই আত্মমান অর্থাৎ অস্মিমান।

আত্মমোহ—মোহ হইতেছে অজ্ঞান। আত্মাবিষয়ে অজ্ঞানতা। যথার্থ আত্মা যে নাই এই বিষয়ে মোহ।

আত্মস্নেহ—আত্মাবিষয়ে স্নেহ বা প্রেমই আত্মস্নেহ।

আলয়বিজ্ঞান—আলয় এবং বিজ্ঞান এই দুই শব্দের দ্বারা আলয়বিজ্ঞান শব্দ গঠিত।

'আলয়' শব্দের অর্থ হইতেছে আগার, স্থান বা আধার এবং 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ হইতেছে সচেতনতা। অতএব আলয়বিজ্ঞান হইতেছে সকল ধর্মের আধারস্বরূপ যে বিজ্ঞান। ত্রিংশিকায় সকল সাংক্লেশিক ধর্মের বীজস্থান বলিয়া ইহাকে আলয় বলা হইয়াছে। অথবা ইহাতে সকল ধর্ম কার্যভাবে উপনিবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাকে আলয় বলা হইয়াছে (অথবা লীয়ন্তে উপনিবধ্যন্তেঽস্মিন্ সর্বধর্মাঃ কার্যভাবেন)। অথবা ইহা সকল ধর্মে কারণভাবে উপনিবদ্ধ হয় বলিয়া ইহাকে আলয় বলা হইয়াছে (যদ্বা লীয়তে উপনিবধ্যতে কারণভাবেন সর্বধর্মেদিত্যালয়ঃ)। ইহাকে আবার 'বিপাক' বলা হইয়াছে, কারণ সকল ধাতু, গতি, যোনি এবং জাতিসমূহে ইহা কুশল এবং অকুশল কর্মের বিপাক হয়। ইহাকে আবার 'সর্ববীজক' বলা হইয়াছে, কারণ ইহা ধর্মসমূহের বীজের আশ্রয়।

যোগাচার মতে এই আলয়বিজ্ঞান হইতেছে অষ্টম বিজ্ঞান। আগের সাতটি বিজ্ঞান হইতেছে যথাক্রমে চক্ষুর্বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং মন। অপর সাতটি বিজ্ঞানের ন্যায় এই আলয়বিজ্ঞানও সালম্বন এবং সাকার। ইহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্য উভয়রূপে প্রবৃত্ত হয়। আধ্যাত্মিক দিকে ইহা উপাদান-বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ আত্মাদি বিকল্পবাসনা এবং রূপাদি বিকল্পবাসনারূপে প্রবৃত্ত হয়। আর বাহ্যতঃ ইহা অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য বা অপ্রমেয়াকার ভাজন-বিজ্ঞপ্তি বা স্থানবিজ্ঞপ্তিরূপে প্রবৃত্ত হয়। এই উভয়রূপে প্রবৃত্ত আলয়বিজ্ঞানের আলম্বন এবং আকার অতি সূক্ষ্ম এবং অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া অর্থাৎ 'ইহাই তাহা' বা 'ইহাই এইরূপ' ঈদৃশ প্রতিসংবেদনাকারে জানা যায় না বলিয়া ইহাকে অসংবিদিত উপাদি বা উপাদান বলা হইয়াছে।

এই আলয়বিজ্ঞান সর্বদা পাঁচ প্রকার সর্বত্রগামী চৈতসিকের সহিত যুক্ত থাকে, যথা: স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা এবং চেতনা। বেদনা আবার তিন প্রকার—সুখ, দুঃখ এবং উপেক্ষা। আলয়বিজ্ঞান কুশল এবং অকুশল কর্মের বিপাক বলিয়া সুখ এবং দুঃখ ইহাতে অবস্থান করিতে পারে না। অতএব উপেক্ষাই আলয়বিজ্ঞানের বেদনা। পুনরায় আলয়বিজ্ঞানকে অনিবৃতাব্যাকৃত বলা হয়। কুশল বা অকুশল কোন পর্যায়ে ইহাকে ব্যক্ত করা যায় না বলিয়া ইহা অব্যাকৃত এবং মনোভূমিক আগন্তুক উপক্লেশসমূহের দ্বারা আবৃত হয় না বলিয়া ইহা অনিবৃত।

এই আলয়বিজ্ঞানকে জলের স্রোতের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে—জলের স্রোত যেমন ক্ষণিক এবং প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল—দুই মুহূর্ত এক স্থানে স্থিত থাকে না, আলয়বিজ্ঞানও তদ্রূপ ক্ষণিক এবং নিত্য পরিবর্তনশীল।

আলয়বিজ্ঞান প্রবাহরূপে সংসারের স্থিতি পর্যন্ত অব্যবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। জলপ্রবাহ যেমন তন্মধ্যে পতিত তৃণ-কাষ্ঠ-গোময়াদিকে ভাসাইয়া লইয়া প্রবাহরত থাকে, তদ্রূপ আলয়বিজ্ঞান কুশল, অকুশল এবং আনেঞ্জ্য (স্থির অর্থাৎ কুশলও নহে অকুশলও নহে) কর্মবাসনার দ্বারা অনুগত স্পর্শ, মনস্কারাদিকে স্রোতোবৎ ভাসাইয়া লইয়া সংসারের স্থিতি পর্যন্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে ইহার শেষ কোথায়? বলা

হইয়াছে যে, অর্হত্ব-প্রাপ্তিতেই ইহার নিবৃত্তি বা শেষ (তস্য ব্যাবৃত্তিরর্হত্বে)। ক্ষয়জ্ঞান এবং অনুৎপত্তিজ্ঞান লাভের দ্বারা অর্হত্ব লাভ করা যায়। এই অর্হত্ব অবস্থাতে আলয়-বিজ্ঞানস্থিত সকল দৌষ্ঠুল্য অর্থাৎ কর্মবীজ বা ক্লেশের নিরবশেষ প্রহাণ হয় বলিয়া তখন আলয়বিজ্ঞানের ব্যাবৃত্তি বা অন্তিম পরিণতি হয়।

এই আলয়বিজ্ঞানকে আবার 'মূলবিজ্ঞান' বলা হইয়াছে। কারণ ইহা সকল বিজ্ঞানের বীজ। অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ হইতেছে সমুদ্র ও তরঙ্গের ন্যায়। আলয়বিজ্ঞান হইতেছে সমুদ্র এবং অন্যান্য বিজ্ঞান হইতেছে তরঙ্গ। অতএব আলয়বিজ্ঞান হইতে অন্যান্য বিজ্ঞান ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। ভিন্ন নহে এইজন্য, যেহেতু আলয়বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের আধারস্বরূপ, যেমন সমুদ্র তরঙ্গরাশির আধার। আবার অভিন্নও নহে, কারণ আধার এবং আধেয় এক নহে ; সমুদ্র ও তরঙ্গ এক নহে। চক্ষুরাদি ষড়্‌বিজ্ঞানের কাজ হইতেছে বিষয়ের গ্রহণ ; সপ্তম বিজ্ঞান বা মনের কাজ হইতেছে গৃহীত বিষয়ের উপলব্ধি এবং অষ্টম বিজ্ঞান বা আলয়বিজ্ঞানের কাজ হইতেছে বিষয়ের ধারণ।

স্তরভেদে আলয়বিজ্ঞানের বিভিন্ন নাম আছে। যেমন, বিপাক, আদান, অমল এবং আদর্শজ্ঞান। যখন বোধিসত্ত্ব অষ্টম স্তর বা অর্হত্ব লাভ করেন তখন আলয়বিজ্ঞানকে বলা হয় 'বিপাক'। এই স্তরে সপ্তম বিজ্ঞান অর্থাৎ মনের কোন প্রভাব থাকে না। যখন বোধিসত্ত্ব পরিপূর্ণ বুদ্ধত্ব লাভ করেন তখন আলয়বিজ্ঞানকে বলা হয় আদানবিজ্ঞান। কারণ বুদ্ধত্ব 'অব্যাকৃত' হইতে পারে না, ইহা নিত্য শুদ্ধ ও অমল। তাই বুদ্ধ যখন বুদ্ধত্বের ফল উপভোগ করেন তখন আলয়বিজ্ঞানকে বলা হয় 'অমল'। এই সর্বোত্তম স্তরে বিজ্ঞানের ক্রিয়া অপেক্ষা জ্ঞান বা প্রজ্ঞা অধিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া তখন আলয়বিজ্ঞানকে বলা হয় 'আদর্শজ্ঞান'।

এই আলয়বিজ্ঞান মতবাদের উদ্ভাবক হইতেছেন বৌদ্ধ যোগাচার সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য অসঙ্গ (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক)। অনাত্মবাদের সমর্থনে ও রক্ষাকল্পে তিনিই সর্বপ্রথম আলয়বিজ্ঞানের কথা প্রচার করেন। তাঁহার মতে সত্ত্বগণের অনন্ত জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহে এই আলয়বিজ্ঞান Subject বা উদ্দেশ্যরূপে কাজ করে। তিনি তাঁহার 'প্রকরণার্যবাচ-শাস্ত্র' এবং 'মহাযান-সংগ্রহ-শাস্ত্র' নামক গ্রন্থদ্বয়ে আলয়বিজ্ঞান মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার এই মতবাদকে সুষ্ঠু রূপদান করেন তদীয় ভ্রাতা আচার্য বসুবন্ধু 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' নামক গ্রন্থে।

আবরণ—প্রতিবন্ধক, বাধা। ইহা দুই প্রকার : ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ। নির্বাণ বা মোক্ষের উপলব্ধির পথে যাহা বাধা সৃষ্টি করে তাহা ক্লেশাবরণ। মহাবোধি বা চরম জ্ঞানকে যাহা অবরুদ্ধ করে তাহা জ্ঞেয়াবরণ। যথার্থ আত্মা ও ধর্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতেই এই দুই আবরণের উৎপত্তি। যদি দুই প্রকার শূন্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধি হয় তাহা হইলে দুই আবরণই তিরোহিত হয়। দুই আবরণ তিরোহিত হইলে যথার্থ মোক্ষ বা নির্বাণ এবং চরম জ্ঞান বা মহাবোধি লাভ করা যায়। ক্লেশাবরণের অবসানে লাভ

হয় প্রথমটি এবং জ্ঞেয়াবরণের অবসানে লাভ হয় দ্বিতীয়টি। এই দুই প্রকার উপলব্ধিকে বোধিসত্ত্বের শেষের স্তর বা বজ্রোপমসমাধির মুহূর্তের সহিত তুলনা করা যায়।

আশ্রদ্ধা—কর্মফল, চারি আর্যসত্য এবং ত্রিরত্নে অবিশ্বাসই আশ্রদ্ধা। ইহা শ্রদ্ধার বিপরীত। অস্তিত্ব, গুণবত্ত্ব এবং শক্যত্ববিষয়ে ক্রমশঃ অবিশ্বাস, অপ্রসাদ এবং অনভিলাষকেই অশ্রদ্ধা বলে। ইহা আলস্যের আশ্রয় প্রদানকারী। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কোন কার্যে নিজেকে নিযুক্ত করার ইচ্ছা জাগে না, তাই অশ্রদ্ধাকে আলস্যের আশ্রয় প্রদানকারী বলা হইয়াছে।

ঈর্ষা—(পালি ইস্‌সা) অন্যের সম্পত্তির প্রতি চিত্তের যে ক্রোধ তাহাই ঈর্ষা। লাভ-সৎকার প্রাপ্তির ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তির চিত্তে অন্যের অধিক লাভ, সৎকার, কুল, শীল ইত্যাদি দেখিয়া দ্বেষবশতঃ যে ক্রোধ উৎপন্ন হয় তাহাই ঈর্ষা। অর্থাৎ ঈর্ষা হইতেছে সংক্ষেপে পরশ্রীকাতরতা।

উদ্ধব (ঔদ্ধত্য)—(পালি উদ্ধচ্চ) চিত্তে শান্তির অভাবকে উদ্ধব বা ঔদ্ধত্য বলে। ইহা দশ সংযোজন বা বন্ধন এবং পঞ্চ নীবরণের অন্যতম। বলা হইয়াছে পূর্বের রাগানুকূল হাস্য, রমণ, ক্রীড়াদিকে স্মরণপূর্বক বর্তমানে চিত্তের যে অব্যুপশম বা অশান্তি তাহাই উদ্ধব বা ঔদ্ধত্য।

উপক্লেশ—(পালি উপক্কিলেস) 'অকুশল' দ্রষ্টব্য।

উপনাহ—(=পালি) শত্রুতার নৈরন্তর্য ভাবকে উপনাহ বলা হয়। ইহা ক্রোধের পরবর্তী অবস্থা। 'এই ব্যক্তির দ্বারা আমার এই অপকার হইয়াছে' এইরূপ শত্রুতাত্মক ভাবকে পরিত্যাগ না করা এবং ইহা চিত্তে জাগ্রত রাখাই উপনাহ। ইহা অক্ষান্তির আশ্রয় দান করে। কাহারও অপকার সহ্য করিতে না পারিয়া অপকারীর অপকার করিবার ইচ্ছা সতত চিত্তে জাগ্রত হয় বলিয়া উপনাহকে অক্ষান্তির আশ্রয়দানকারক বলা হইয়াছে।

উপপাদুকসত্ত্ব—(পালি ওপপাতিক সত্ত) ইহার অর্থ হইতেছে স্বয়ংজাত সত্ত্ব অর্থাৎ যাহা পিতা-মাতার সংযোগ বিনা স্বয়ং জাত হয় (spontaneously born being)। দেবলোকে এবং নরকে জাত সকল সত্ত্বই উপপাদুক-সত্ত্ব।

উপাদি (উপাদান)—(=পালি) উপাদানই উপাদি (উপাদানমুপাদিঃ) অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ। ইহাই জন্মের কারণ। ইহা আত্মাদিবিকল্পবাসনা এবং রূপাদি-ধর্ম-বিকল্প-বাসনার নামান্তর। ইহার বর্তমানে আলয়বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মাদিবিকল্প এবং রূপাদি-বিকল্প কার্যরূপে গৃহীত হয়। ইহার বাসনাই আত্মাদিবিকল্পসমূহের এবং রূপাদিবিকল্প-সমূহের উপাদি।

উপাদানস্কন্ধ—(পালি উপাদানক্খন্ধ) জন্মগ্রহণের পঞ্চ উপাদানকে উপাদান-স্কন্ধ

বলা হয়। পঞ্চ উপাদান হইতেছে—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। সংক্ষেপে ইহাদিগকে নাম-রূপও বলা হয়। রূপ ব্যতীত অপর চারিটি আধ্যাত্মিক উপাদানকে বলা হয় নাম এবং রূপকে বলা হয় রূপ। এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে আত্মারূপে দেখাই সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি। বস্তুতঃ উক্ত পঞ্চস্কন্ধ এবং আত্মা একও নহে, ভিন্নও নহে।

উপেক্ষা—(পালি উপেক্খা) উপেক্ষা হইতেছে চিত্তের সমতা, প্রসন্নতা এবং অনাভোগতা। ইহাদের মধ্যে চিত্তের সমতা হইতেছে উপেক্ষার আদি অবস্থা; চিত্তের প্রসন্নতা হইতেছে উপেক্ষার মধ্য অবস্থা এবং চিত্তের অনাভোগতা হইতেছে উপেক্ষার অন্তিম অবস্থা। ঔদ্ধত্য বা চিত্তের বৈষম্যতা না হইলে চিত্তের সমতা হয়। তারপর অভিসংস্কার এবং প্রযত্ন বিনা সমাহিত-চিত্তের যে প্রবৃত্তি তাহাই চিত্ত প্রসন্নতা। লয় এবং ঔদ্ধত্যের নিমিত্তসমূহে আভোগ না করাই চিত্তের অনাভোগতা। কোন প্রকার ক্লেশ বা উপক্লেশের উৎপত্তির অবকাশ না দেওয়াই উপেক্ষার কাজ।

উনমান—যে ব্যক্তি কুল, শীল, বিদ্যাদিতে অনেক বড় তাহার সম্বন্ধে নিজেকে 'আমি তাহা অপেক্ষা ঈষৎ উন বা কম' এইরূপ মনে করাই উনমান।

ওঘ—(=পালি) জলরাশির পূর্বাপর ভাগের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকেই ওঘ বলা হয়। সমলক্ষণযুক্ত বলিয়া কাম, ভব, দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি) এবং অবিদ্যাকেও 'ওঘ' বলা হইয়াছে। ত্রিংশিকাতে আলয়বিজ্ঞানকে ওঘের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ওঘ যেমন স্বীয় প্রবাহপথে পতিত তৃণ, কাষ্ঠ, গোময় ইত্যাদিকে সঙ্গে লইয়া প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ আলয়-বিজ্ঞানও কুশল, অকুশল এবং আনেঞ্জ্য কর্মবাসনার দ্বারা অনুগত স্পর্শ, মনস্কার প্রভৃতিকে ভাসাইয়া লইয়া সংসারের স্থিতি পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে।

করুণা—(=পালি) 'ক' শব্দের অর্থ হইতেছে সুখ। অতএব সুখকে যাহা রুদ্ধ করিয়া দেয় তাহাই করুণা (কং রুণদ্ধীতি করুণা)। কারুণিক পরদুঃখে কাতর হইয়া স্বয়ং দুঃখী হন বলিয়া 'করুণা' এই নাম হইয়াছে।

কুশল—(পালি কুসল) যাহা নীতিপূর্ণ এবং উন্নতিসাধক তাহাই কুশল। যেমন কুশল কর্ম্ম, কুশল চিত্ত ইত্যাদি। কুশলের মূল হইতেছে তিনটি : অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ।

ক্লেশ—(পালি কিলেস) 'অকুশল' দ্রষ্টব্য।

ক্লেশাবরণ—সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টির প্রভাবে রাগ, দ্বেষ এবং মোহাদি ক্লেশাবরণ উৎপন্ন হয়। কেবলমাত্র পুদ্গলনৈরাত্ম্যের জ্ঞানের দ্বারা ক্লেশাবরণ বিনষ্ট হয়। ক্লেশাবরণ বিনষ্ট হইলে মোক্ষ লাভ হয়।

কৌকৃত্য—(পালি কুক্কুচ্চ) চিত্তের বিপ্রতিসার। কুৎসিত কর্ম কৃত কুকৃত। ইহার ভাব কৌকৃত্য। এই স্থলে কুকৃতবিষয়ক চিত্তের যে বিলেখ বা আঘাতকরণ তাহাই কৌকৃত্য। কারণ ইহা চৈতসিকের অন্তর্গত। ইহা চিত্তের একাগ্রতার বিরোধী।

কৌশী(সী)দ্য—(পালি কোসজ্জ) কুশলকর্মে যে অনুৎসাহ তাহাই কৌশীদ্য। ইহা বীর্যের বিপক্ষী। নিদ্রা তথা শয়নসুখ প্রাপ্ত হইয়া কুশল কায়-বাক্-মনঃ-কর্মসম্পাদনে মোহাংশিক চিত্তের যে অনুৎসাহ তাহাই কৌশীদ্য।

ক্রোধ—(পালি কোধ) কাহারও দ্বারা কৃত বর্তমান অপকারের কারণে চিত্তে যে আঘাত হয় তাহাই ক্রোধ। দণ্ডদানাদির আশ্রয় দানই ইহার কাজ। অর্থাৎ ক্রোধ উৎপন্ন হইলে ক্রোধীর চিত্তে অন্যকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

জ্ঞেয়াবরণ—জ্ঞেয়াবরণ হইতেছে জ্ঞেয় পদার্থসমূহের জ্ঞানের প্রবৃত্তিতে বাধক অক্লিষ্ট অজ্ঞান। উহার প্রহাণ হইলে সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থের অপরোক্ষ নির্বাধ এবং স্পষ্ট জ্ঞান হয় যদ্দ্বারা সর্বজ্ঞতা লাভ করা যায়। ধর্মনৈরাত্ম্যের জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়াবরণ বিনষ্ট হয়। ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ উভয়ের বিনাশের দ্বারা মোক্ষ এবং সর্বজ্ঞতা লাভ করা যায়।

চেতনা—(=পালি) 'চিত্তাভিসংস্কারো মনসশ্চেষ্টা'। চেতনা হইতেছে চিত্তের অভিসংস্কার অর্থাৎ মনের চেষ্টা। যাহা উৎপন্ন হইলে আলম্বনের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় —যেমন চুম্বকের প্রতি লৌহ—তাহাই চেতনা। অতএব চেতনার কৃত্য হইতেছে চিত্তকে কুশলাকুশলাদি কর্মে নিয়োজিত করা। সেইজন্য ভগবান বলিয়াছেন 'চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি'—হে ভিক্ষুগণ, আমি চেতনাকেই কর্ম বলি।

চৈতসিক—(পালি চেতসিক) চিত্তের ধর্মসমূহকে চৈতসিক বা চৈত্ত বলা হয়। চৈতসিকগুলিকে ছয়টি বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। যথা, সর্বত্রগ বা সাধারণ চৈতসিক, বিনিয়ত চৈতসিক, কুশল চৈতসিক, ক্লেশ, উপক্লেশ এবং অব্যাকৃত। সর্বত্রগ বা সাধারণ চৈতসিকগুলি আটটি বিজ্ঞানে অবশ্যই দৃষ্ট হয়। ইহাদের সংখ্যা পাঁচ, যথা, স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা এবং চেতনা। ইহারা সকল বিজ্ঞান, সকল ভূমি এবং সকল কালে বর্তমান থাকে। ইহাদের একের উৎপত্তিতে অন্য সকলেরও উৎপত্তি হয়। যে সকল চৈতসিক বিশেষ বিষয়ে নিয়ত থাকে (বিশেষে নিয়তত্বাদ্বিনিযুতাঃ) তাহাদিগকে বিনিয়ত চৈতসিক বলা হয়। ইহাদের সংখ্যাও পাঁচ, যথা, ছন্দ, অধিমোক্ষ, স্মৃতি, ধী বা প্রজ্ঞা এবং সমাধি। ইহারা সকল বিজ্ঞানে এবং সকল ভূমিতে বর্তমান থাকে। কুশল চিত্তের সহিত জাত চৈতসিকগুলিকে কুশল চৈতসিক বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা একাদশ। যথা, শ্রদ্ধা, হ্রী, অপত্রপা, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ, বীর্য, প্রশ্রব্ধি, সাপ্রমাদিকা (=উপেক্ষা), অপ্রমাদ এবং অবিহিংসা। ইহারা সকল ভূমিতে বর্তমান থাকে। ক্লেশ ছয় প্রকার। ইহারা মূল ক্লেশের অন্তর্গত। যথা, রাগ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃগ্ বা দৃষ্টি এবং বিচিকিৎসা। উপক্লেশ বিংশতি প্রকার, যথা, ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষ, প্রদাশ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, মায়া, শাঠ্য, মদ, বিহিংসা, অহ্রী, অত্রপা বা অনপত্রাপ্য, স্ত্যান, উদ্ধব, অশ্রদ্ধা, কৌশীদ্য, প্রমাদ, স্মৃতিভ্রষ্টতা, বিক্ষেপ এবং অসম্প্রজন্য। চারিটি অব্যাকৃত চৈতসিক, যথা, কৌকৃত্য, মিদ্ধ, বিতর্ক এবং বিচার। ইহারা কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত সকল বিজ্ঞানেই বর্তমান থাকে।

ছন্দ—(=পালি) 'অভিপ্রেতে বস্তুনি অভিলাষঃ'। একান্তভাবে অভিপ্রেত বস্তুতে যে তীব্র অভিলাষ তাহাই ছন্দ। দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়াসমূহের বিষয়রূপে যে অভীষ্ট বস্তু তাহাই অভিপ্রেত বস্তু। এই স্থলে ঈপ্সিত দর্শন-শ্রবণাদি বিষয়ভোগের যে বাসনা তাহাই ছন্দ। ইহা বীর্যারম্ভের আশ্রয়দানকারক। সর্বাস্তিবাদিদের মতে ছন্দ হইতেছে সাধারণ (Universal) চৈতসিক। কারণ তাঁহাদের মতে ছন্দের প্রভাবেই চিত্ত-চৈত্তসমূহ আলম্বন বা বস্তু গ্রহণ করে। অতএব ছন্দই ধর্মসমূহের মূল। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ছন্দ নহে, মনস্কারের প্রভাবেই চিত্ত আলম্বন গ্রহণ করে। মনস্কার হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

তথতা—(=পালি) ধর্মসমূহের যে পরমার্থরূপ তাহাই তথতা। পরমার্থ কি? 'পরম' শব্দের অর্থ হইতেছে লোকোত্তর জ্ঞান। ইহার উত্তর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর অন্য কোন ধর্ম নাই বলিয়া ইহার দ্বারা গম্য যে অর্থ তাহাই পরমার্থ। সর্বকালে একই রূপে থাকে বলিয়া ইহার নাম তথতা (তথাভাবোঽবিকারিত্বং সদৈব স্থায়িতা)। পৃথগ্‌জন, শৈক্ষ্য তথা অশৈক্ষ্যের অবস্থাসমূহে সর্বকালে একই রূপে থাকে, অন্য রূপে নহে, বলিয়া ইহার নাম তথতা।

ত্রিকসংনিপাত—(পালি তিকসংনিপাত) ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং বিজ্ঞান—এই তিনকে একত্রে ত্রিক বলা হয়। কার্য-কারণ ভাবের দ্বারা ত্রিকের যে সমবস্থান তাহাকে বলা হয় ত্রিকসংনিপাত।

ত্রিবেদনা—(পালি তিবেদনা) বেদনা হইতেছে অনুভূতি। বেদনা তিন প্রকার: সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা এবং অদুঃখাসুখ-বেদনা।

ত্রৈধাতুক—(পালি তিধাতুক) ধাতু (world) তিন প্রকার: কামধাতু, রূপধাতু এবং আরূপ্যধাতু। যাহা এই ত্রিধাতুর অন্তর্গত তাহা ত্রৈধাতুক। যেমন বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা হইতেছে ত্রৈধাতুক।

দৃষ্টি—(পালি দিট্‌ঠি) অর্থাৎ মিথ্যা দৃষ্টি বা দর্শন। দৃষ্টি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার, যথা সৎকায়দৃষ্টি (পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকেই 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া মনে করা), আত্মগ্রাহদৃষ্টি (আত্মা শাশ্বত ও নিত্য বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয়), মিথ্যাদৃষ্টি (মিথ্যা দর্শন সমূহকে প্রকৃষ্ট ও হিতাবহ বলিয়া মনে করা), দৃষ্টি-পরামর্শ (পঞ্চ উপাদানস্কন্ধকে অগ্র, বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ এবং পরম বলিয়া মনে করা; নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করা, অধমকে উত্তম বলিয়া মনে করা) এবং শীলব্রতপরামর্শ (ধর্মীয় কতগুলি আচার-অনুষ্ঠানকে এবং বিরতি বা নিষেধকে উৎকৃষ্ট এবং আত্মশুদ্ধির সহায়ক বলিয়া মনে করা)। ইহাদের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টি, দৃষ্টিপরামর্শ ও শীলব্রতপরামর্শ দর্শনহেয় এবং অবশিষ্ট দুইটি ভাবনাহেয়।

দৌষ্ঠুল্য—(পালি দুট্‌ঠুল্ল? তাহাই যদি হয় তাহা হইলে অর্থ ভিন্ন) দৌষ্ঠুল্য হইতেছে কায় এবং চিত্তের অকর্মণ্যতা এবং সাংক্লেশিক ধর্মসমূহের বীজ। উহা নষ্ট

হইলে প্রশ্রব্ধি হয়। ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণভেদে দৌষ্ঠুল্য আবার দুই প্রকার। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইতেছে শ্রাবকাদির বিষয়ক—এইজন্য ইহাকে শ্রাবকাদিগত দৌষ্ঠুল্য বলা হইয়াছে। এই দৌষ্ঠুল্যের হানির দ্বারা শ্রাবকাদির আশ্রয়পরাবৃত্তি লক্ষণযুক্ত 'বিমুক্তিকায়' লাভ হয়।

আবার ক্লেশাবরণদৌষ্ঠুল্য এবং জ্ঞেয়াবরণদৌষ্ঠুল্য উভয়কে বোধিসত্ত্বগত দৌষ্ঠুল্য বলা হইয়াছে। এই দৌষ্ঠুল্যের হানির দ্বারা বোধিসত্ত্বের 'বিমুক্তিকায়' লাভ হয়।

দ্বয়াবরণবীজ—দুই প্রকার আবরণবীজ অর্থাৎ ক্লেশাবরণবীজ এবং জ্ঞেয়াবরণবীজ। এই দুই প্রকার আবরণবীজ বিনষ্ট হইলে বোধিসত্ত্বের সর্বজ্ঞতাপ্রাপ্তি হয়।

ধর্মকায়—ভূমি-পারমিতাদির ভাবনার দ্বারা ক্লেশ এবং জ্ঞেয়াবরণ বিনষ্ট হইলে আশ্রয়পরাবৃত্তির সমুদাগমের দ্বারা মহামুনি বুদ্ধের 'ধর্মকায়' লাভ হয়। শ্রাবকাদির এবং বোধিসত্ত্বের যাহা 'বিমুক্তিকায়' বুদ্ধের তাহা 'ধর্মকায়'। সংসার পরিত্যাগের দ্বারা ক্লেশসমূহের পরিহানির দ্বারা এবং সর্বধর্মে বিভুত্ব লাভের দ্বারা ধর্মকায় লাভ করা যায়।

ধর্মনৈরাত্ম্য—অর্থাৎ সকল বস্তু বা ধর্মসমূহ অসার এবং শূন্য এই উপলব্ধি (Essencelessness of all things)। ধর্মনৈরাত্ম্যের জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়াবরণ বিনষ্ট হয়। এই জ্ঞেয়াবরণ বিনষ্ট হইলেই সর্বজ্ঞতা লাভ হয়।

নামরূপ—(=পালি) নাম এবং রূপ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার বা চেতনা ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধকে সংক্ষেপে নামরূপ বলা হয়। যাহা দৃশ্যমান তাহাই রূপ। রূপ ব্যতীত অপর চারিটি আভ্যন্তরীন স্কন্ধকে নাম বলা হয়।

প্রদাশ—'প্রদাশশ্চণ্ডবচোদাশিতা'। কঠোর বাক্যের দ্বারা অন্যকে কষ্ট প্রদান করাই প্রদাশ। মর্মস্থলে কষ্ট প্রদানের দ্বারা যে হিংসাশীলতা তাহার ভাবই দাশিতা। চণ্ডবচন দ্বারা হিংসা করাই চণ্ডবচোদাশিতা। ইহা ক্রোধ এবং বৈরপূর্বক চিত্তের আঘাত স্বভাবযুক্ত। এইজন্য ইহাকে প্রতিঘের অংশ বলা হইয়াছে।

স্বভাবতঃ প্রদাশ ক্রোধ এবং উপনাহের পরবর্তী অবস্থা। অতএব ক্রোধ এবং উপনাহ অপেক্ষা ইহার অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। অপ্রদাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কঠোর বাক্য দ্বারা অপরের চিত্তে দংশনবৎ কষ্ট প্রদানই ইহার কার্য।

বাস্তবিকপক্ষে চিত্ত ক্রোধান্বিত হইলে মানুষ প্রচণ্ড রোষবশে চীৎকার করিতে থাকে এবং ক্রূর ও কদর্য ভাষা ব্যবহার করিতে থাকে যেন সে যাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে তাহাকে দংশন করিবে।

অতএব প্রদাশ ক্রোধেরই অংশবিশেষ, ক্রোধ ব্যতীত ইহার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য বা কার্য নাই।

মদ—(=পালি) 'স্বসম্পত্তৌ রক্তস্যোদ্ধর্ষশ্চেতসঃ পর্যাদানম্'। অর্থাৎ স্বসম্পত্তিতে অনুরাগযুক্ত ব্যক্তির চিত্তের যে অতি হর্ষ এবং প্রফুল্লতা—তাহাই মদ। ইহার অপর

নাম অহংকার। স্বসম্পত্তি শব্দের অর্থ কি? কুল, আরোগ্য, যৌবন, বল, রূপ, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি এবং মেধার যে বিশেষতা তাহাই স্বসম্পত্তি। উদ্ধর্ষ হইতেছে বিশেষ হর্ষ। যে হর্ষবিশেষের দ্বারা চিত্ত আপন বশে থাকে না এবং যে হর্ষ ব্যক্তিবিশেষকে বশীভূত করে ইহাকেই বলে উদ্ধর্ষ। ইহা সর্বপ্রকার ক্লেশ ও উপক্লেশের আশ্রয়দানকারী। স্বভাবতঃ ইহা লোভ এবং তৃষ্ণার অংশবিশেষ কারণ উক্ত দুই ক্লেশ ব্যতীত ইহার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য বা কার্য নাই।

মনস্কার—(পালি মনসিকার) 'মনস্কারশ্চেতস আভোগঃ'। মনস্কারের স্বভাব হইতেছে চিত্তকে কর্মের জন্য জাগ্রত করা এবং বিষয়ের প্রতি চিত্তকে চালিত করা। ইহাকে মনস্কার বলা হয়, কারণ ইহা অচিরেই জাত হইবে এমন চিত্তের বীজসমূহকে উত্তেজিত করে এবং জাত চিত্তকে বিষয়াভিমুখে চালিত করে। চিত্তের ন্যায় চৈত্তসমূহকেও মনস্কার বিষয়াভিমুখে চালিত করে। আচার্য সঙ্ঘভদ্রের মতে মনস্কার চিত্তকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চালিত করে। কিন্তু অভিধর্মসমুচ্চয়ের মতে মনস্কার চিত্তকে একক্ষণে একটি মাত্র বিষয়েই নিযুক্ত রাখে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদিদের মতে এই দুইয়ের কোন মতই গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমটি গ্রহণ করিলে মনস্কার সর্বব্যাপী বা সাধারণ হইবে না। দ্বিতীয়টির দ্বারা মনস্কার এবং সমাধির মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে।

মনোবিজ্ঞান—(পালি মনোবিঞ্ঞাণ) মননাত্মক যে বিজ্ঞান তাহাই মনোবিজ্ঞান। ইহা বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে ষষ্ঠ বিজ্ঞান। ইহা আলয়বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্তিত হয়, আলয়বিজ্ঞানই ইহার আলম্বন। আলয়বিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইতে ইহাকে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাকে 'মননাত্মক' বলা হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান চক্ষুরাদি বিজ্ঞানের সহিত প্রবৃত্ত হয় কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি সর্বদা আসংজ্ঞিক, অসংজ্ঞী-সমাপত্তি, নিরোধ-সমাপত্তি, অচিত্তকমিদ্ধ এবং অচিত্তক-মূর্চ্ছাকে বাদ দিয়া চক্ষুরাদি বিজ্ঞানসমূহের সহিতও উৎপন্ন হয়, পৃথক্‌ও উৎপন্ন হয়।

মাৎসর্য—(পালি মচ্ছরিয়) 'মাৎসর্যং দানবিরোধী-চেতসঃ আগ্রহঃ'। দানবিরোধী চিত্তের আগ্রহই মাৎসর্য। লাভ সৎকারের ইচ্ছাযুক্ত মানুষের জীবনোপযোগী সামগ্রী-সমূহে আসক্তিপূর্ণ চিত্তের আগ্রহ অর্থাৎ পরিত্যাগ করার যে অনিচ্ছা তাহাই মাৎসর্য। অতএব মাৎসর্যের লক্ষণ হইতেছে ধন গোপন করা এবং সঞ্চয় করা। মাৎসর্যের প্রভাবে কৃপণ ব্যক্তি কঠিন-হৃদয় হইয়া থাকে। এই উপক্লেশ লোভ ও ছন্দের অংশবিশেষ, কারণ লোভ ব্যতীত ইহার অন্য কোন লক্ষণ বা কার্য নাই। অঙ্গুত্তরনিকায় এবং পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তিতে পাঁচ প্রকার মাৎসর্যের কথা বলা হইয়াছে—বাসস্থান সম্বন্ধে মাৎসর্য, পরিবার সম্বন্ধে মাৎসর্য, লাভ সৎকার সম্বন্ধে মাৎসর্য, প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মাৎসর্য এবং চৈতসিক সম্বন্ধে মাৎসর্য।

মান—(=পালি) সমস্ত প্রকার মান সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মবাদ হইতে জাত হয়।

চিত্তকে গর্বিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে আত্মা এবং আত্মীয়ভাব আরোপিত করিয়া 'ইহাই আমি' এবং 'ইহা আমার'—এই প্রকার বিবিধ বৈশিষ্ট্য সমূহের আরোপের দ্বারা মানুষ গর্ব অনুভব করে। শুধু তাহাই নহে অন্য হইতে নিজেকে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে। এই মানবশেও মানুষ সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

মানের তিনটি প্রকারভেদ আছে—মান, উনমান বা ওমান (অবমান) এবং অতিমান। বিজ্ঞানবাদিদের মতে মান সাত প্রকার: মান, অতিমান, মানাতিমান, অস্মিমান, অভিমান, উনমান এবং মিথ্যামান। এই মান দর্শনহেয় এবং ভাবনাহেয়।

মায়া—(=পালি) 'মায়া পরবঞ্চনা যাভূতার্থসংদর্শনতা'। অন্যকে প্রতারিত করা, ঠকানো—অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্বই নাই তাহা দেখানোই মায়া। লাভ-সৎকারের ইচ্ছাযুক্ত মানুষের অন্যকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে অন্যথা স্থিত শীলাদি বস্তুসমূহের অন্যথা প্রকাশনই মায়া। ইহা রাগ এবং মোহ উভয়ের সম্মিলিত নামান্তর। ক্রোধাদির ন্যায় ইহার অস্তিত্ব প্রজ্ঞপ্তিরূপ, দ্রব্যরূপ নহে। ইহা মিথ্যাজীবের আশ্রয় দান করে। নৈতিকতা ও অকৃত্রিমতাকে রুদ্ধ করাই ইহার কাজ।

বাস্তবিক পক্ষে মায়াবী অর্থাৎ প্রতারক ব্যক্তি অন্যকে প্রতারিত এবং মিথ্যা পথে চালিত করার অভিপ্রায়ে এবং নিজের দোষ গোপন করিয়া অন্যের উপর প্রভুত্ব করার অভিপ্রায়ে কুটিলতার আশ্রয় লইয়া অনেক কৌশল অবলম্বন করে। ইহার ফলে সে কখনও আচার্য বা মিত্রজনদের নিকট হইতে সৎপরামর্শাদি লাভ করিতে পারে না। অতএব মায়া হইতেছে লোভ ও মোহের অংশবিশেষ। লোভ এবং মোহ ব্যতীত ইহার নিজস্ব কোন গুণ বা কার্য নাই।

মিদ্ধ—(পালি) 'মিদ্ধম্ অস্বতন্ত্রবৃত্তিচেতসোঽভিসংক্ষেপঃ'। অস্বতন্ত্রবৃত্তিচিত্তের অভিসংক্ষেপ বা সংকোচকে মিদ্ধ বলা হয়। বৃত্তি হইতেছে আলম্বনে প্রবৃত্তি। চিত্তের প্রবৃত্তি যদ্দ্বারা অস্বতন্ত্র হইয়া যায় তাহাই মিদ্ধ। অস্বতন্ত্রতা কি? শরীর এবং চিত্তকে ধারণ করিতে অসমর্থ যে বৃত্তি বা প্রবৃত্তি তাহাই চিত্তের অস্বতন্ত্রতা। ইহা যদ্দ্বারা হয় তাহাই মিদ্ধ। অভিসংক্ষেপ কি? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা চিত্তের যে অপ্রবৃত্তি তাহাই অভিসংক্ষেপ।

মিদ্ধের প্রভাবে শরীরে অস্বস্তি হয় এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ইহার দ্বারা মনো-নিবেশ, একাগ্রতা এবং বিপশ্যনার ব্যাঘাত ঘটে।

কৌকৃত্য এবং মিদ্ধ সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন কৌকৃত্য এবং মিদ্ধ স্বভাবতঃ মোহ। কারণ যোগশাস্ত্রের মতে এইগুলি হইতেছে উপক্লেশ এবং মোহের অঙ্গবিশেষ। অন্যদের মতে কৌকৃত্য এবং মিদ্ধ সম্বন্ধে উক্ত ধারণা যথার্থ নহে। কারণ কৌকৃত্য এবং মিদ্ধ কুশলও হইতে পারে। অতএব ইহারা যখন প্রদুষ্ট হয় তখন এই-গুলিকে বলা হয় মোহ, এবং যখন বিশুদ্ধ হয় তখন বলা হয় অমোহ। আবার অন্য

কাহারও মতে দ্বিতীয় মতবাদও ঠিক নহে, কারণ কৌকৃত্য এবং মিদ্ধ যখন অব্যাকৃত থাকে তখন এইগুলিকে মোহ বা অমোহ কোনটার পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাঁহাদের মতে বাস্তবিকপক্ষে কৌকৃত্যের দুইটি ধর্ম আছে: চেতনা এবং প্রজ্ঞা। দ্বিতীয়টির দ্বারা ব্যক্তি জানিতে পারেন কোন কর্ম কৃত হইয়াছে বা হয় নাই। প্রথমটির দ্বারা তিনি ঐ কর্মগুলিকে বিশ্লেষণের দ্বারা বিচার করেন। কৌকৃত্যের ন্যায় মিদ্ধেরও দুইটি ধর্ম আছে: চেতনা এবং সংজ্ঞা, কারণ ইহা স্বপ্নের বিষয়গুলির বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করে।

কিন্তু এই তৃতীয় মতবাদও যথার্থ নহে। কারণ যদ্দ্বারা কৌকৃত্য-মিদ্ধের পর্যবস্থান বা বন্ধনের সৃষ্টি হয় তাহা চেতনাও নহে, প্রজ্ঞাও নহে এবং সংজ্ঞাও নহে।

অতএব কৌকৃত্য এবং মিদ্ধ ব্যাপারে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়ত অযৌক্তিক হইবে না যে, ইহাদের উভয়েরই নিজ নিজ বিশেষ ধর্ম আছে, কারণ অন্যান্য চৈত্তসমূহ হইতে ইহাদের কর্মপদ্ধতি ভিন্ন। এই ক্ষেত্রে যোগশাস্ত্রের মতবাদ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

কৌকৃত্য এবং মিদ্ধ দর্শনহেয় এবং ভাবনাহেয়। কিন্তু ইহারা অহেয় নহে।

মুষিতা স্মৃতি—'মুষিতা স্মৃতিঃ ক্লিষ্টা স্মৃতিঃ'। মুষিতা স্মৃতি হইতেছে ক্লিষ্ট স্মৃতির নাম। ক্লিষ্ট শব্দের অর্থ হইতেছে ক্লেশের দ্বারা যুক্ত। ইহা বিক্ষেপের আশ্রয় প্রদান করে। ইহার স্বভাব হইতেছে যে ইহা গৃহীত বিভিন্ন বস্তুকে ভালভাবে স্মরণ করিতে অক্ষম হয়। সম্যক্ স্মৃতির বাধা প্রদান করা এবং মানসিক বিক্ষিপ্ততা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই ইহার কৃত্য। মূল বক্তব্য হইতেছে এই যে স্মৃতি যাহাদের মন্দ তাহাদের চিত্তসমূহ স্বভাবতই বিভ্রান্ত এবং বিক্ষিপ্ত।

মুষিতা স্মৃতির সহিত ক্লেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে মুষিতা স্মৃতি স্মৃতির অন্তর্গত, কারণ অভিধর্মের মতে ক্লেশযুক্ত স্মৃতির নামই মুষিতা স্মৃতি। যোগশাস্ত্রের মতে ইহা মোহের অন্তর্গত, কারণ ইহা মোহেরই অংশবিশেষ। স্মৃতিভ্রংশের কারণেই মোহকে মুষিতা স্মৃতি বলা হইয়াছে। অন্য মতানুসারে মুষিতা স্মৃতি স্মৃতি ও মোহ উভয়েরই অন্তর্গত। কারণ অভিধর্ম এবং যোগশাস্ত্র হইতে যে শাস্ত্রাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দ্ব্যর্থবোধক এবং অসম্পূর্ণ। তাহা ছাড়া মুষিতা স্মৃতি সকল প্রদুষ্ট চিত্তকে ব্যাপ্ত করে।

মোহ—(=পালি) সুগতি, নির্বাণ এবং নির্বাণের প্রতিষ্ঠাপক হেতু এবং ইহাদের অবিপরীত হেতুফল-সম্বন্ধের যে অজ্ঞান তাহাই মোহ। ক্লেশসমূহের উৎপত্তির আশ্রয় প্রদানই ইহার কার্য। মূঢ় বা মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই মিথ্যা জ্ঞান, সংশয়, রাগাদি ক্লেশ, উপক্লেশ, সাস্রব ধর্মসমূহ, ত্রিধাতুতে (কাম, রূপ, অরূপ) পুনর্জন্ম প্রদানকারী কর্ম তথা জন্মের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অমূঢ় বা অমোহগ্রস্থ ব্যক্তিদের তদ্রূপ হয় না।

ম্রক্ষ—(পালি, মক্খ) 'আত্মনোঽবদ্যপ্রচ্ছাদনা'. অর্থাৎ স্বকৃত পাপকে গোপন করাই ম্রক্ষ। যথাকালে হিতৈষীরা পাপকারীকে যদি জিজ্ঞাসা করে—'তুমি কি এইরূপ পাপকাজ করিয়াছ?'—যদি পাপকারী ছন্দ, দ্বেষ, ভয়াদিকে দূর করিয়া নিজের পাপ অস্বীকার করে তাহা হইলে তাহাকে বলে ম্রক্ষ। যোগশাস্ত্রের মতে ইহা মোহের অন্তর্গত, কারণ

দুঃখে ভীত না হইয়া পাপকারী পাপ গোপন করে। আবার অন্য কাহারও মতে ইহা লোভ ও মোহের অন্তর্গত, কারণ লাভ-সৎকার এবং প্রতিপত্তি হারাইবার ভয়েই সে পাপ গোপন করে। দ্বিতীয় মতটাই সম্ভবত সত্য। এইজন্য পুনরায় বলা হইয়াছে যে ম্রক্ষ কৌকৃত্যজনিত অস্পর্শ বা দুঃখের আশ্রয়দানকারী। ইহা স্বাভাবিক যে পাপ গোপনকারীর কৌকৃত্য উৎপন্ন হয়—এই কৌকৃত্যহেতুই দৌর্মনস্যের সহিত তাহার সম্প্রয়োগ হয় এবং ইহার ফলেই তাহার দুঃখবিহার হয়।

রাগ—(=পালি) 'তত্র রাগো ভবভোগয়োরধ্যবসানং প্রার্থনা চ'—অর্থাৎ ভব এবং ভোগের অধ্যবসান এবং প্রার্থনাই রাগ। পুনঃ পুনঃ দুঃখের সংযোজনই ইহার কার্য। এখানে দুঃখ হইতেছে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ। কাম, রূপ এবং আরূপ্যধাতুতে তৃষ্ণাবশে ইহাদের অভিনির্বৃত্তি হইয়া থাকে।

বিজ্ঞান-পরিণাম—(পালি, বিঞ্ঞাণ-পরিণাম) বিজ্ঞানের আকার অনন্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের পরিণাম বা রূপান্তরকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১। প্রথমটি হইতেছে সেই বিজ্ঞান যাহাতে বিভিন্ন সময়ে ফল পরিপক্ব হয়। ইহা হইতেছে অষ্টম বিজ্ঞান। ইহাকে বিপাক বলা হয়, কারণ ইহা পর্য্যাপ্তরূপে সেই স্বরূপ ধারণ করে যাহা বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন আকারে পরিপক্ব হয়। ২। দ্বিতীয়টি হইতেছে উপলব্ধির বিজ্ঞান। ইহা হইতেছে সপ্তম বিজ্ঞান বা মন। ইহা অপ্রতিহতভাবে সর্বকালে অনুধ্যান বা বিশেষ চিন্তা করে বলিয়া ইহার নাম অনুধ্যান বা চিন্তন। ইহা ষষ্ঠ বিজ্ঞান অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের বিপরীত। ৩। তৃতীয়টি হইতেছে সেই বিজ্ঞান যাহা বিভিন্ন বস্তুর অবচরকে বা ক্ষেত্রকে উপলব্ধি করে বা ইহাদের পার্থক্যকে বিচার করে। ইহা প্রথম ষড়্‌বিজ্ঞানের সমতুল।

হেতু এবং ফলভেদে বিজ্ঞান পরিণামকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। হেতু পরিণাম হইতেছে অষ্টম বিজ্ঞানে সঞ্চিত দুই বীজবাসনা—নিষ্যন্দবাসনা এবং বিপাকবাসনা। সপ্ত বিজ্ঞানের কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত গুণ বা অবস্থানসমূহের প্রভাবে নিষ্যন্দবাসনা উৎপন্ন হয় এবং বর্ধিত হয়। প্রথম ষড়্‌বিজ্ঞানের কুশল এবং অকুশল গুণ বা অবস্থান সমূহের প্রভাবে বিপাকবাসনা উৎপন্ন হয় এবং বর্ধিত হয়।

ফলপরিণাম ইহাই দ্যোতিত করে যে উপরিউক্ত দুই বাসনার প্রভাবে আট প্রকার বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ফলপরিণাম এই বিজ্ঞান সমূহের বিভিন্ন ধর্মও প্রকাশ করে। এই আট প্রকার বিজ্ঞানকে নিষ্যন্দফলও বলা হয়, কারণ এই ফল হেতুসদৃশ। অধিপতি প্রত্যয়রূপে বিপাকবাসনার সহিত অষ্টম বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানসমূহ বিপাক হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে বিপাকজ বলা হয়। ইহারা বিপাক নহে, কারণ ইহাদের ধারাবাহিকতা নাই। তবে বিপাক এবং বিপাকজ উভয়কেই বিপাকফল বলা হয়, কারণ ইহাদের কারণ বা হেতু ভিন্ন।

বিচার-বিতর্ক—(পালি বিচার-বিতক্ক) 'বিতর্কঃ পর্যেষকো মনোজল্পঃ প্রজ্ঞাচেতনা-

বিশেষঃ'। অনুসন্ধানকারী মানসিক বিচারকে বিতর্ক বলা হয়। ইহা প্রজ্ঞা তথা চেতনার বিশেষ গুণ, কারণ ইহা চেতনার চিত্তপরিস্পন্দাত্মক এবং প্রজ্ঞার গুণদোষবিবেকাত্মক। মনে অনুসন্ধান করে বলিয়াই বিতর্ককে 'পর্যেষক' বলা হইয়াছে। ইহার স্বভাব হইতেছে চিত্তকে অন্তর্মুখী এবং উৎসাহী করা এবং মনোজাত চৈতসিকগুলিকে 'ইহা কি' এইভাবে সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

'বিচারো হি চেতনাপ্রজ্ঞাবিশেষাত্মকঃ প্রত্যবেক্ষকো মনোজল্প এব'। প্রজ্ঞা ও চেতনা বিশেষাত্মক প্রত্যবেক্ষক মনোজল্পের নাম বিচার। কারণ 'ইহা তাহাই' এইভাবে ইহাতে জ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এইজন্য ইহাকে চিত্তের সূক্ষ্মতাও বলা হইয়াছে। অতএব বিচার মনোজাত দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ এবং বিস্তৃতভাবে গবেষণা করে। বিতর্কের ন্যায় বিচারেরও স্বভাব হইতেছে চিত্তকে অন্তর্মুখী এবং উৎসাহী করা এবং মনোজাত চৈতসিকগুলিকে 'ইহা এই' এইভাবে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা।

বিতর্ক এবং বিচার মানসিক এবং দৈহিক সুখ-দুঃখাবস্থার প্রধান কারণরূপে কার্য করে। সুখানুভূতি হয় যখন কেহ বিতর্ক এবং বিচারের ফলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করে, এবং দুঃখানুভূতি হয় যখন কেহ তদ্দ্বারা তাহা লাভ করিতে না পারে।

বিতর্ক এবং বিচার উভয়ই ইহাদের স্বভাবানুসারে চেতনা এবং প্রজ্ঞার কিছু কিছু অংশকে কাজে লাগায়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে প্রথমটি মনোজাত বিষয়গুলির বিতর্ক-ব্যাপারে গভীরে নিহিত থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয়টি উক্ত বিষয়গুলির বিচার-ব্যাপারে গভীরে নিহিত থাকে। চেতনা এবং প্রজ্ঞা ব্যতীত ইহাদের অন্য কোন বিশেষ স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য নাই।

বিতর্ক এবং বিচার সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে। কাহারও কাহারও মতে উভয়ই সাস্রব বা অনাস্রব হইতে পারে। কিন্তু অন্য কাহারও মতে এই মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে কৌকৃত্য এবং মিদ্ধও সাস্রব বা অনাস্রব হইতে পারে। অতএব বলা যাইতে পারে যে কৌকৃত্য এবং মিদ্ধ ক্লেশ এবং উপক্লেশের অন্তর্গত হইবে এবং বিতর্ক ও বিচার অকুশল বা অব্যাকৃতের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় মতও যথার্থ নহে, কারণ বসুবন্ধু এই স্থলে শেষের চারিটি চৈত্ত বিষয়েই নিজ বক্তব্য রাখিয়াছেন এবং চারিটিকেই তিনি 'অনিয়ত' বলিয়াছেন। এই চারিটি অনিয়ত ধর্মের প্রত্যেকটিরই দুইটি স্বভাব আছে—ক্লিষ্ট বা সাস্রব এবং অক্লিষ্ট বা অনাস্রব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য চৈত্তগুলির কেবল একটিই স্বভাব আছে—হয় ক্লিষ্ট না হয় অক্লিষ্ট। অপর একটি ব্যাখ্যায় বসুবন্ধু বলিয়াছেন যে এই চারিটি অনিয়ত ধর্মকে এই স্বভাবযুক্ত বলা যাইতে পারে কেবলমাত্র অকুশল বা ক্লিষ্ট ধর্ম হইতে ইহাদের পার্থক্য দেখাইবার জন্য। যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে উক্ত চারি অনিয়ত ধর্ম উপক্লেশ। কিন্তু বসুবন্ধুর মতে ইহাদিগকে কোন মতেই উপক্লেশ বলা যাইতে পারে না। এখন প্রশ্ন হইতেছে সূত্রে কেন বলা হইয়াছে যে এই চারিটি ধর্ম দুই স্বভাবযুক্ত। উত্তরে বলা হইয়াছে যে ইহারা 'অনিয়ত' (non-determined বা indeterminate) বলিয়াই তদ্রূপ বলা হইয়াছে।

পুনশ্চ, বিতর্ক এবং বিচার মনোবিজ্ঞান-সহগত ধর্ম। যোগশাস্ত্রের মতে ইহারা কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানেরই অন্তর্গত। ইহারা আবার সৌমনস্যের (delight) সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যদিও প্রথম ধ্যান মনোগোচরের অন্তর্গত প্রীতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত তথাপি যেহেতু এই প্রীতি হইতে সৌমনস্যকে পৃথক করা হয় নাই, তদ্ধেতু ইহাকে সাধারণ সংজ্ঞা সৌমনস্যেরই অন্তর্গত বলা হইয়াছে। ইহারা আবার শোক-সহগত। যদিও সমস্ত দুঃখের গোচর মনাবচার দুঃখের অন্তর্গত, তথাপি যেহেতু এই দুঃখ শোকসদৃশ তদ্ধেতু ইহাকে সাধারণ সংজ্ঞা শোকেরই অন্তর্গত বলা হইয়াছে।

যোগশাস্ত্রে আরও বলা হইয়াছে যে বিতর্ক এবং বিচারের বিষয় (object) হইতেছে নামকায়, ব্যঞ্জনকায়, পদকায় এবং ইহাদের দ্বারা দ্যোতিত অর্থ। ইহারা পঞ্চ বিজ্ঞানের বিষয়ের অন্তর্গত নহে। ইহা অবশ্য ঠিক যে যোগশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—'পঞ্চ বিজ্ঞান বিতর্ক এবং বিচারের সহিত সংশ্লিষ্ট।' কিন্তু এই উল্লেখ এইজন্যই হইয়াছে যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পঞ্চ বিজ্ঞান বিতর্ক-বিচারের ফলেই উদ্ভূত হয়; এখানে ইহা বক্তব্য নহে যে পঞ্চবিজ্ঞান বিতর্ক-বিচারযুক্ত। সূত্রে তর্কের বশে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কিন্তু প্রতিপাদক নহে। অতএব পঞ্চবিজ্ঞান সবিতর্ক-সবিচার নহে।

বিতর্ক এবং বিচার দর্শনহেয় এবং ভাবনাহেয়। ইহারা আবার অহেয়ও বটে। কারণ ইহারা পঞ্চ ধর্মের (নাম, নিমিত্ত, বিকল্প, সম্যগ্‌জ্ঞান এবং ভূত-তথতা) মধ্যে বিকল্পের অন্তর্ভুক্ত। আবার অন্য কাহারও মতে ইহারা সম্যগ্‌জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

বিচিকিৎসা—(পালি বিচিকিচ্ছা) 'কর্মফল-সত্যরত্নেষু বিমতিঃ'। কর্মফল, চতুরার্য-সত্য এবং ত্রিরত্নে যে বিমতি তাহাই বিচিকিৎসা। বিচিকিৎসা শব্দের অর্থ হইতেছে সন্দেহ। ইহা সমস্ত কুশলকর্মের প্রতিবন্ধক। উক্ত মৌলিক বিষয়াদিতে যাহাদের বিচিকিৎসা বা সন্দেহ থাকে তাহাদের চিত্তে কখনও কুশল চিন্তা উৎপন্ন হইতে পারে না।

মহাযান আচার্যদের মতে বিচিকিৎসাও প্রজ্ঞার অন্তর্গত। কারণ যোগশাস্ত্রানুসারে বিচিকিৎসা হইতেছে অনিয়ত বিচার; দ্বিতীয়তঃ বিচিকিৎসার অর্থ হইতেছে বিমতি—এখানে 'বি' উপসর্গ নানা অর্থের দ্যোতক এবং 'মতি' প্রজ্ঞারই প্রতিশব্দমাত্র।

অন্যদের মতে বিচিকিৎসা এমন একটি ধর্ম যাহা প্রজ্ঞাকে অনিশ্চিত করে। ইহা কিন্তু স্বয়ং প্রজ্ঞা নহে। যোগশাস্ত্রের মতে ছয় প্রকার ক্লেশের মধ্যে কেবল দৃষ্টি প্রজ্ঞার অংশ বলিয়া ইহার অস্তিত্ব আপেক্ষিক। কিন্তু অন্য পাঁচ প্রকার ক্লেশের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া এই ধর্মগুলি সৎ।

বিমতিকে যাঁহারা প্রজ্ঞার অংশবিশেষ বলিয়াছেন [যেহেতু বি-উপসর্গের সহিত মতি শব্দের সমাস হইয়া 'বিমতি' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে] তাঁহাদের এই মতবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। যুক্তিস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, বিমতির উক্ত ব্যাখ্যা যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে 'বিজ্ঞান' শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে বি-উপসর্গের সহিত জ্ঞান শব্দের

সমাস হইয়া বিজ্ঞান শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে—কারণ উপসর্গের দ্বারা ধাত্বর্থের পরিবর্তন হয়। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। অতএব বিচিকিৎসা স্বভাবতঃ প্রজ্ঞা নহে।

বেদনা—(=পালি) 'বেদনা অনুভবস্বভাবা'। বেদনার স্বভাব হইতেছে কোন বিষয়ের ধর্ম আহ্লাদক, না পরিতাপক, না কোনটাই নহে, তাহা অনুভব করা। তৃষ্ণা উৎপাদন করাই ইহার কাজ। অনুভূত বস্তুর সহিত মিলনের জন্য বা বিচ্ছেদের জন্য বা কোনটার জন্য নহে যে তৃষ্ণা তাহা বেদনা হইতেই জাত হয়। আচার্য সঙ্ঘভদ্রের মতে বেদনা দুই প্রকার : বিষয়-বেদনা অর্থাৎ উপলব্ধ বস্তুকে অনুভব করা এবং স্বভাব-বেদনা অর্থাৎ যুগপৎ স্পর্শকে অনুভব করা। এই দ্বিতীয় প্রকার বেদনাই প্রকৃত বেদনা, কারণ দ্বিতীয়টিকে সাধারণ চৈত্তসমূহ হইতে পৃথক করা হয় নি।—সঙ্ঘভদ্রের এই মতকে বিজ্ঞানবাদিরা গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে প্রথমতঃ বেদনা নিঃসন্দেহে স্পর্শকে বস্তু বা আলম্বনরূপে গ্রহণ করে না। দ্বিতীয়তঃ স্পর্শের ন্যায় জাত হয় বলিয়া একথা বলা উচিত নহে যে বেদনা স্পর্শকে অনুভব করে, কারণ তাহা হইলে সকল হেতুসদৃশ ফল প্রকৃত স্বভাবে বেদনাসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। তৃতীয়তঃ বেদনা যদি ইহার স্পর্শকে উপলব্ধি করে ইহাকে হেতু-বেদনাই বলা উচিত, স্বভাব-বেদনা নহে। চতুর্থতঃ এই কথা বলা যায় : রাজা যেমন স্বীয় রাজ্য হইতে জাত উৎপাদনের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকেন, বেদনাও তদ্রূপ স্পর্শজাত বেদনার স্বভাবকে অনুভব করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে স্বভাব-বেদনা বলা অসঙ্গত, কারণ তাহা হইলে সমস্ত ধর্মকেই 'স্বভাব-বেদনা' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য চৈত্তসমূহ হইতে বিষয়-বেদনার পার্থক্য বোঝা অসম্ভব ইহা সত্য নহে, কারণ অন্যান্য চৈত্তসমূহ বিষয় গ্রহণ করে, কিন্তু বেদনা ঠিক বিষয় গ্রহণ করে না, বিষয়ের ভাল-মন্দ গুণাগুণ বিচার করে।

বেদনা তিন প্রকার : সুখ, দুঃখ এবং অদুঃখাসুখ। যাহা উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে বিয়োগেচ্ছা জাগে না, বরং বিয়োগ হইলে পুনঃ সংযোগেচ্ছা জাগে তাহা সুখবেদনা। যাহা উৎপন্ন হইলে বিয়োগেচ্ছা জাগে, বিয়োগ হইলে পুনঃ সংযোগেচ্ছা জাগে না তাহা দুঃখবেদনা। যাহা উৎপন্ন হইলে বা নিরুদ্ধ হইলে অবিয়োগেচ্ছা এবং সংযোগেচ্ছা কোনটাই হয় না তাহা অদুঃখাসুখবেদনা। বেদনাকে আবার পাঁচভাগেও বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা, দুঃখ, সুখ, দৌর্মনস্য, সৌমনস্য এবং উপেক্ষা।

সংজ্ঞা—(পালি সঞ্‌ঞা) 'সংজ্ঞা বিষয়নিমিত্তোদ্গ্রহণম্'। সংজ্ঞার স্বভাব হইতেছে কোন বস্তুর নিমিত্তকে বা স্বভাবকে গ্রহণ করা। বিভিন্ন নাম এবং সংজ্ঞা উৎপন্ন করাই ইহার কৃত্য। যখন কোন বস্তুর নিমিত্ত বা স্বভাব—যেমন, 'ইহা পীত, উহা পীত নয়'—এইভাবে নির্ধারিত হয়, কেবল তখনই বিভিন্ন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়।

সমাপত্তি—(=পালি) রূপাবচর এবং অরূপাবচর ধ্যানে উপলব্ধ সমাধি-ফলকে বলে সমাপত্তি। রূপাবচর এবং অরূপাবচরে আট প্রকার সমাপত্তি আছে। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও দুই প্রকার বিশেষ সমাপত্তি আছে। অসংজ্ঞী-সমাপত্তি এবং নিরোধ-সমাপত্তি।

নিঃসরণ সংজ্ঞাপূর্বক মনস্কার দ্বারা তৃতীয় ধ্যান হইতে বীতরাগ তথা ইহার ধ্যান হইতে অবীতরাগ মনোবিজ্ঞানের তথা তৎসম্প্রযুক্ত চৈত্তসমূহের যে নিরোধ তাহা অসংজ্ঞী-সমাপত্তি। ইহা আলয়বিজ্ঞানেরও এক অবস্থাবিশেষ। সমাপত্তি অবস্থায় ব্যাপ্ত চিত্তের অনন্তর অন্য চিত্তের বিরুদ্ধ আশ্রয়ের প্রাপ্তি হয় বলিয়া ইহাকে সমাপত্তি বলে।

শান্তিবিহারসংজ্ঞাপূর্বক মনস্কার দ্বারা আকিঞ্চনায়তন হইতে বীতরাগ সসংপ্রয়োগ মনোবিজ্ঞানের তথা ক্লিষ্ট মনের যে নিরোধ তাহা নিরোধ-সমাপত্তি। ইহাও অসংজ্ঞী-সমাপত্তির ন্যায় আলয়বিজ্ঞানেরই এক অবস্থাবিশেষ।

স্পর্শ—(পালি ফস্‌স) 'স্পর্শস্ত্রিকসন্নিপাতে ইন্দ্রিয়বিকারপরিচ্ছেদঃ বেদনাসন্নিশ্রয়-কর্মকঃ'। স্পর্শ হইতেছে ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বিজ্ঞানের আভ্যন্তরীন সমবস্থান। ইহা চিত্ত, চিত্তসহগ এবং বিষয়ের সহিত মিলন রক্ষা করে। মিলন তখনই সম্ভব যখন ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বিজ্ঞানের মধ্যে সাযুজ্য থাকে—অর্থাৎ চক্ষু, রূপ এবং চক্ষুবিজ্ঞান থাকিলেই রূপোপলব্ধি হইবে, অন্যথায় নহে। শ্রোত্র, গন্ধ এবং শ্রোত্রবিজ্ঞানের মধ্যে মিলন সম্ভব নহে। ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বিজ্ঞান—এই ত্রয়ী বীজাকারে পূর্ব হইতেই বর্তমান থাকে। স্পর্শও পূর্ব হইতেই বীজাকারে সুপ্ত থাকে, তবে ইহার প্রকাশ হয় ঐ ত্রয়ীর মিলনে। এইজন্য স্পর্শকে বলা হয় ত্রয়ীর মিলন। মিলনের পূর্বে এই ত্রয়ী কিন্তু চিত্তচৈত্ত উৎপন্ন করিতে পারে না। তবে ইহাদের মিলনক্ষণে ইহারা সেই শক্তি অর্জন করে। এই শক্তি উক্ত তিনটি (ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বিজ্ঞান) রূপান্তরিত ধর্মের প্রতিরূপমাত্র (replica), যেমন পুত্র হইতেছে পিতার প্রতিরূপ (পিতার সহিত পুত্রের অনেক সাদৃশ্য থাকে বহু বিষয়ে)। মূলতঃ ইন্দ্রিয়ের রূপান্তরই স্পর্শের উৎপত্তিতে প্রধান হেতু। এইজন্য অভিধর্ম-সমুচ্চয় গ্রন্থে অসঙ্গ স্পর্শকে বলিয়াছেন 'ইন্দ্রিয়ের রূপান্তর'। যাহা হউক স্পর্শের মূলগত স্বভাব হইতেছে চিত্তচৈত্তসমূহকে এমনভাবে সংযুক্ত করা যাহাতে ইহারা বিষয়ের সংস্পর্শে আসিতে পারে।

স্পর্শ মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা এবং চেতনা—এই চারিটি চৈত্তের আশ্রয় বা ভিত্তিরূপে কার্য করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বিজ্ঞান এই ত্রয়ীর মিলনে স্পর্শের উদ্ভব হয়। কিন্তু বেদনাদির ক্ষেত্রে শুধু এই ত্রয়ীর মিলনে হয় না—ইহাদের সহিত স্পর্শের মিলনও প্রয়োজন।

সৌত্রান্তিকদের মতে স্পর্শ ত্রয়ীর মিলন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু বিজ্ঞান-বাদিদের মতে ঐ ত্রয়ীর মিলনে স্পর্শের উৎপত্তি হইলেও স্পর্শের স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

শব্দানুক্রমণিকা

'যদত্র সৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তদ্ বিদামেব মে ন হি।
যদত্রাসৌষ্ঠবং কিঞ্চিৎ তন্মমৈব বিদাং ন হি' ॥

CALCUTTA

SANSKRIT COLLEGE RESEARCH SERIES

TEXTS, STUDIES AND LEXICONS

Texts :

1. Chāndogya Brāhmaṇa 15·00
2. Jñāna-lakṣaṇāvicāra-rahasyaṃ 9·00
3. Muktivādavicāraḥ 10·00
4. Śavasūtakāśauca prakaraṇa 5·00
5. Kāvyaprakāśa, Part I (Ullasas I-IV) 12·00
6. Rāvaṇavaha 40·00
7. Anumitermānasatva-vicāra 8·00
8. Saṅgītadāmodara 15·00
9. Dhvaṃsajanyabhāvayoḥ kārya-kāraṇabhāva-rahashyaṃ 5·00
10. Kāvyaprakāśa, Part II (Ullasas V-X) 20·00
11. Ātmabodhaprakaraṇa 5·00
12. Mahāvastu Avadāna, Vol. I 25·00
13. Udvāhatattvaṃ 5·00
14. Paippalāda-Saṃhitā I 10·00
15. Kundamālā 22·50
16. Mahāvastu Avadāna, Vol. II 40·00
17. Prāmāṇyavāda 5·00
18. Nārada Smṛti 3·50
19. Paippalāda Saṃhitā, Vol. II (II-IV Kāṇḍas) 20·00
20. Upaniṣat Pañcaka 5·00
21. Mahāvastu Avadāna, Vol. III 60·00
22. Śāṅkhyāyana-Brāhmaṇa 15·00
23. Advaita Mata Samīkṣā 10·00
24. Akṣapādadarśanam 10·00
25. Vedāṅga Jyautiṣam 10·00

Studies :

1. Studies in the Upapurāṇas, Vol. I 25·00
2. The Philosophy of Word and Meaning 20·00
3. Studies in the Upaniṣads 15·00
4. Veda-Mīmāṃsā, Vol. I (in Bengali) 10·00
5. Studies in Nyāya-vaiśeṣika Theism 15·00
6. Harappa culture and the West 7·00
7. Saṁskṛta Colleger Itihāsa, Parts I & II (in Bengali) 4·00
8. Vedārtha-vicāraḥ 15·00
9. Descriptive catalogue of Manuscripts of Sanskrit College Library, Vol. ... Parts I, II & III 25·00
10. Studies in the Upapurāṇas, Vol. II 30·00
11. Epic Sources of Sanskrit Literature 15·00
12. Tantra o Āgam Śāstrer Digdarśan 5·00
13. Jottings on Sanskrit Metrics 5·00
14. Saṁskṛta Sāhitye Hāsyarasa (in Bengali) 15·00
15. Svatvavādapraveśaka 5·00
16. Bhāratīya Sādhanār Dhārā (in Bengali) 10·00
17. Veda-Mīmāṃsā, Vol. II (in Bengali) 10·00
18. The Guhilas of Kiṣkindhā 10·00
19. Manusmṛti: Medhātithi Bhāṣya, (in four volumes) 21·75
20. The Ancient Indian cultural contacts and Migration 10·00
21. The Audumbaras 4·00
22. Advaita-vedānte Pratyakṣa Pramā-Svarūpa vicāra (in Bengali) 10·00
23. Sāṁkhya Darśana (in Bengali) 15·00
24. The Malavas 7·00
25. Aesthetics in Modern Psychology 10·00
26. The Religion of Jainas 7·00
27. Economics in Kautilya 25·00
28. Veda o vijñāna 10·00
29. Nyāya-Darśan Mate Ātmā (in Bengali) 7·00
30. Origins of the Early Buddhist church Art 7·00
31. The Advaita concept of falsity 10·00
32. Padmapurāṇa 20·00
33. Studies in the Kushana Genealogy and chronology, Vol. I 35·00
34. Māgadhi and its Formation 20·00
35. Purāṇa O vijñāna 10·00
36. Bengal's contribution to Sanskrit Grammar in the Pāṇinian & cāndra Systems, Vol. I 20·00
37. Kāvye Rīti 7·00
38. A Historical phonology of oriyā 15·00
39. Veda Mīmāṃsā, Vol. III (in Bengali) 15·00
40. Buddhist centres in Ancient India 20·00
41. Aśauca Saṁskāra Vyavasthā 5·00
42. The Nature of vyāpti—According to Navya Nyāya 30·00
43. Pāṇinicā 5·00
44. The Law of Debt in Ancient India 25·00
45. Bhaktiraser Vivartan (in Bengali) 20·00
46. Language of the Under World of West Bengal 10·00
47. Dharma Śāstra in Mithilā 25·00
48. Epigraphic Discoveries in East Pakistan 12·50
49. Modern Polity and Vedānta 5·00
50. Mahābhārate caturvarga 8·00
51. Prācīna Bhāratīya Monovidyā 15·00
52. Saṃskṛta Alaṃkāra-Śāstre Doṣatattva 20·00
53. Indian Definition of Mind 15·00
54. Facets of Buddhist Thought 10·00
55. Bengal's contribution to Sanskrit Literature 12·00
56. Jainadarśaner-digdarśan 10·00
57. Study of Sanskrit in South-East Asia [illegible]
58. Kṣaṇabhaṅgavāda 10·00

Lexicons :

1. A Tri Lingual Dictionary 10·00
2. Pada Candrikā On Amarakoṣa Vol. I & II 75·00